বার্ষিক ম্যাগাজিন - ২০১৮

উৎসী

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ

বালিকা শাখা ঃ ১৫/১, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১১২৬৬৩
বালক শাখা ঃ ৩/৩, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭, ফোন : ৯১৪৩৫৩০
প্রি-স্কুল শাখা ঃ ৭৩/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১০২৯৩১
ই-মেইল ঃ mphss08@yahoo.com ওয়েবসাইট www.mpsc.edu.bd

উষসী- ২০১৮

পৃষ্ঠপোষক
বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

প্রধান উপদেষ্টা
ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর-রহমান
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

উপদেষ্টামন্ডলী
মোঃ বেলায়েত হুসেন
অধ্যক্ষ
জিনাতুন নেসা
কো-অর্ডিনেটর, একাডেমিক অ্যাকটিভিটিজ
মুর্শেদা শাহীন ইসলাম
উপাধ্যক্ষ
মোঃ খালেদ মোশাররফ
উপাধ্যক্ষ
শাহজাদী মারজানুন নাহার
উপাধ্যক্ষ

সমন্বয়কারী
আব্দুর রহমান
সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মোঃ বেলায়েত হুসেন
অধ্যক্ষ

ম্যাগাজিন সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক
প্রকাশ কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক

সহ-সম্পাদক
সারমিনা আখতার বানু
সহকারী শিক্ষিকা

সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য
নাজমা পারভীন
সহকারী অধ্যাপক
কে এম মাসুদুর রহমান
প্রভাষক
আহসান হাবিব
প্রভাষক
কবির আহমেদ
প্রভাষক
রেহানা হোসনে আখতার
প্রভাষক
এম.এইচ.এম শাহ আলম
প্রভাষক
ফিরোজা বেগম
সহকারী শিক্ষিকা
মোঃ শরিফুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
নাসরিন সুলতানা
সহকারী শিক্ষক
মোঃ আমিনুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
সামসাদ জামাল
সহকারী শিক্ষক
শ্যামলী রায়
সহকারী শিক্ষক
কণিকা স্যানাল
সহকারী শিক্ষক
কৃষ্ণা রাণী পাইন
সহকারী শিক্ষক

সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য
সালমা হক
সহকারী শিক্ষক
মাহফুজা বেগম
সহকারী শিক্ষক
রাবেকা সারোয়ার
সহকারী শিক্ষক
সানজিদা চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক
জান্নাতুল মাকামা
সহকারী শিক্ষক
তাসমিয়া আহমেদ
সহকারী শিক্ষক
আঞ্জুমা খাতুন
সহকারী শিক্ষক
মু. মুস্তফা হোসেন
সহকারী শিক্ষক
শাহনাজ হাবীব
সহকারী শিক্ষক
নাজ সুলতানা
সহকারী শিক্ষক
নাইমুর রহমান
সহকারী শিক্ষক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ইকবাল আহমেদ
সহকারী শিক্ষক
রুমানা জান্নাতুল জাকির
সহকারী শিক্ষক
সাইয়ারা আহমেদ তাহিয়া
ছাত্রী-পিজি (প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি)

কম্পোজ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
ডট নেট লিমিটেড

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শুভেচ্ছা বাণী-চেয়ারম্যান	৪
অধ্যক্ষের কথা	৫
সম্পাদকীয়	৬
উষসী লেখা বাছাই কাজে নিয়োজিত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ	৭
শুদ্ধ সুরে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক স্তরে শ্রেষ্ঠ দল	৮
বার্ষিক রিপোর্ট-২০১৮	৯-৩৫
প্রথম জাতীয় ভাষা উৎসব	৯
বার্ষিক মিলাদ মাহফিল	১০
বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান	১১
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল	১৩
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	১৩
এসএসসি ও এইচএসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা	১৭
শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	১৯
ন্যাশনাল গার্লস প্রোগ্রামিং কনটেস্ট	২১
রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী ও বর্ষা মঙ্গল উদযাপন	২১
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস	২৩
বিজ্ঞান মেলা	২৫
সাংস্কৃতি সপ্তাহ ও অলিম্পিয়াড	২৭
সততা স্টোর উদ্বোধন	২৮
উন্নয়নের ধ্বনি মহাসমুদ্রে প্রাণে প্রাণে মহাকাশে	২৯
MPSC Gaming Fest	৩০
একাদশ শ্রেণির বনভোজন	৩৩
বার্ষিক শিক্ষা সফর	৩৪
দশম শ্রেণির বনভোজন	৩৫
ইকো ক্লাবের শিক্ষা সফর	৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
বার্ষিক রিপোর্ট-২০১৬-২০১৭	৩৬-৪৫
বার্ষিক মিলাদ মাহফিল	৩৬
বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান	৩৬
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	৩৯
শিক্ষা সফর	৪০
শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	৪১
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন	৪২
স্বাধীনতা দিবস	৪৩
একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ	৪৩
এসএসসি ও এইচএসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা	৪৩
জাতীয় শোক দিবস	৪৪
সাংস্কৃতি সপ্তাহ, বিজ্ঞান মেলা ও অলিম্পিয়াড	৪৪
মহান বুদ্ধিজীবী দিবস	৪৫
মহান বিজয় দিবস উদযাপন	৪৫
শিক্ষা কার্যক্রম ২০১৭ বিবিধ সংক্ষিপ্ত আকারে	৪৫
তোমাদের সফলতায় আমরা গর্বিত	৪৬
সাহিত্য সম্ভার	৪৯-৫৭
গল্প সম্ভার	৫৮-৮৫
Stories	৮৬-৯৫
ভ্রমণ কাহিনী	৯৬-১১২
কবিতা গুচ্ছ	১১৩-১২৯
রম্য রচনা মজার কৌতুক ও ধাঁধাঁ	১৩০-১৩৪
তথ্য কণিকা	১৩৫-১৩৬
চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত কিছু ছবি	১৩৭-১৩৮
২০১৮ সালের পিজি ক্লাস এর ছাত্র-ছাত্রী	১৩৯-১৪৩
এইচএসসি পরীক্ষার্থী-২০১৯	১৪৪-১৫২
যাকে আমরা হারিয়েছি	১৫২

প্রফেসর ড. ম. তামিম
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ

শুভেচ্ছা বাণী

মেধা এবং সৃজনশীলতার খেলাঘর হল স্কুল। প্রতি বছর এক ঝাঁক শিশু তাদের অপরিমেয় সম্ভাবনা নিয়ে এই স্কুলে ভর্তি হয়। তাদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলায় অঙ্গীকারাবদ্ধ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকগণ নিবিড় পরিচর্যা ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও সৃজনশীলতার বিকাশে সবসময় সচেষ্ট থেকে তাদের সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেন।

পাঠ্য পুস্তক বা পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে শিশুর কল্পনা উজ্জীবিত করতে হলে শরীরচর্চা, সংগীত, শিল্পকলা, সাহিত্য, বিতর্ক ইত্যাদি পাঠ সহযোগী বা পাঠ বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হয়। একজন মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান যতই অর্জন করুক না কেন কল্পনা শক্তি না থাকলে তার পক্ষে নতুন কোন সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই নিজস্ব বা মৌলিক চিন্তা ভাবনার সামর্থ্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীরা যত বেশি পড়াশুনা করবে তত তাদের মুক্ত বুদ্ধি ও মুক্ত চিন্তা প্রস্ফুটিত হবে।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ ইতোমধ্যে বহুবার দেশের জাতীয় পরীক্ষা গুলোর ফলাফলের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। স্কুলের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ নিরন্তর আরো উন্নত ফলাফলের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু এই স্কুলের শক্তি শুধু প্রথাগত ফলাফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একেবারে ছোট থেকেই স্কুলের সকল শিক্ষার্থীকে নানাবিধ কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত এবং সমৃদ্ধ করা হয়। 'উষসী' স্কুলের বার্ষিক ম্যাগাজিন যেখানে বছরব্যাপি শিক্ষার্থীদের উপরিউক্ত কর্মকাণ্ডের কিছু ফসল উপস্থাপিত হয়েছে।

আশা করি যাঁরা এই ম্যাগাজিনটি হাতে পাবেন তাঁরা এর লেখাগুলো উপভোগ করবেন। এবারের 'উষসী' যাদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের সকলের প্রতি রইল আমার অভিনন্দন। এর প্রকাশের নেপথ্যে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রফেসর ড. ম. তামিম

মো. বেলায়েত হুসেন
অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ

অধ্যক্ষের কথা

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। একটি শিক্ষিত জাতিই পারে দেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। শিক্ষাই জ্ঞান অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা। আর এই পথ ধরেই অর্জিত হয় সফলতা। এই মহান লক্ষ্যে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ এর জন্ম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সকল ধরণের সহশিক্ষা কার্যক্রমকে অত্র প্রতিষ্ঠান সব সময়ই গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বার্ষিক ম্যাগাজিন 'উষসী' যা ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও 'উষসী' প্রকাশ পেতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সাহিত্য জাতির দর্পনস্বরূপ। একজন শিক্ষার্থীকে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হতে হলে তাকে শিল্প সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। আজকের খুদে সাহিত্যিক, চিত্রকর ও আলংকারিকদের মাঝে সুপ্ত আছে আগামী দিনের শিল্পী-সাহিত্যিক। সেই সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার সংকল্পেই এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল। লেখাপড়ায় মানোন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা শিল্পকলার প্রতিটি বিভাগে পারদর্শী করে তুলতে শিক্ষকগণ সব সময় নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের এই বহুমুখী সৃষ্টিকর্মকে লৈখিক রূপ দেওয়ার জন্যই প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরেও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে 'উষসী-২০১৮'। উষসী শুধুমাত্র সাহিত্যিক উদ্দেশ্যে রচিত নয়; বরং এতে স্কুলের ইতিহাস, সফলতা, প্রাপ্তি, ভবিষ্যতের ভাবনা সবকিছুই তুলে ধরা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখার পাশাপাশি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্যগণ ও শিক্ষক শিক্ষিকামন্ডলীর লেখা 'উষসী' কে আরো সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের এক একটি লেখায় উঠে এসেছে সামগ্রিক চিন্তার প্রতিফলন। তাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

'উষসী' প্রকাশনার কাজে যারা নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

মো. বেলায়েত হুসেন

সম্পাদকীয়

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ মোহাম্মদপুর এলাকার একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি প্রতিটি শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সব সময়ই সচেষ্ট থাকেন। লেখাপড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল জ্ঞান আহোরণে সর্বদা সমান পারদর্শী। এবারের 'উষসী' প্রকাশের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক লেখা পেয়েছি। বেশিরভাগ লেখা দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলির উপর রচিত। পৃষ্ঠার সীমাবদ্ধতার কারণে সকলের লেখা এখানে স্থান দেওয়া সম্ভব না হলেও অধিকাংশ লেখা স্থান পেয়েছে। যাদের লেখা ছাপা হলো না তারা কোনোভাবেই মন খারাপ না করে আগামিতে আরো ভালভাবে লেখার জন্য প্রস্তুতি নিবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সারা বছরের একাডেমিক পাঠদানের পাশাপাশি সুপ্ত মেধা বিকাশে 'উষসী' প্রতিবারই এ ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকে।

'উষসী'তে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক রিপোর্ট তৈরিতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর রহমান স্যার, অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন স্যার, উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম আপা, সহকারী অধ্যাপক নাজমা পারভীন আপা, ইংরেজি ভার্সনের প্রভাষক আহসান হাবিব স্যার ও প্রিপারেটরি শাখার সহকারী শিক্ষিকা সারমিনা আখতার বানু আপা। বিভিন্ন গল্প, কবিতা-ছড়া, ভ্রমণ কাহিনীসহ যাবতীয় লেখা সংগ্রহ, বাছাই ও প্রুফ দেখার কাজে সহযোগিতা করেছেন বিভিন্ন শাখার অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলী ও আমার প্রাণপ্রিয় একদল ছাত্র-ছাত্রী তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। শত ব্যস্ততার মাঝেও সর্বক্ষেত্রে সকল ধরনের পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন আমার প্রাণপ্রিয় অধ্যক্ষ স্যার। তাছাড়া 'উষসী' প্রকাশে সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি খুবই অল্প সময়ে ম্যাগাজিনের দায়িত্ব পাওয়ায় প্রকাশনাটিতে কোন ধরনের ভুলত্রুটি থাকলে তা সকলের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহবান করছি। পরিশেষে প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এবং প্রতি বছর 'উষসী' প্রকাশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যেন কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে এ প্রত্যাশা রইল।

(প্রকাশ কুমার দাস)
সম্পাদক, উষসী-২০১৮
ও
সহকারী অধ্যাপক
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

উষসী-২০১৮ লেখা বাছাই কাজে নিয়োজিত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

উষসী-তে লেখা বাছাই কাজে সহযোগিতায় ছিল বালিকা শাখার দশম শ্রেণির ছাত্রী (ডানদিক থেকে) মালিয়াত রহমান, মাহিমা আহসান মেঘা, তাসনিম সানজানা ও সাদিয়া আফরিন এবং (বামদিক থেকে) জেরীন তাসনিম, মুনতাহিনা মুস্তাফিজ ও আফরা ইবনাত।

কলেজ শাখার বালিকা শাখার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী (ডান দিক থেকে) সুমাইয়া আক্তার হৃদি, জান্নাতুল আস নিমসুপ্তি, জান্নাত আরা রিচি, সানজিদা আক্তার রিমা ও মাহমুদা পারভীন।

কলেজ বালক শাখা (বাংলা মাধ্যম) একাদশ শ্রেণির ছাত্র তাহসিন রহমান, আবদুল্লাহ আসসালেহীন ও সাকিল হাসান।
কলেজ বালক শাখা (ইংলিশ ভার্সন) একাদশ শ্রেণির ছাত্র মো. হাসিবুর রহমান ও নবম শ্রেণির ছাত্র শেখ তাহমিদ জামান।

শুদ্ধ সুরে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক স্তরে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ শ্রেষ্ঠ দল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতায় স্কুল এন্ড কলেজ থানা পর্যায় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রাথমিক ও মাদ্রাসাকে হারিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং ২২-০২-২০১৮ তারিখে ঢাকা বিভাগীয় পর্যায় ১৫-০৩-২০১৮ তারিখে জাতীয় পর্যায় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এ দলে অত্র প্রতিষ্ঠানের ১০ জন শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষক তাসলিমা বেগম এলির তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণ করেছিল। ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে শিক্ষার্থীরা পুরস্কার গ্রহণ করে।

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ম. তামিম, অধ্যক্ষ মো. বেলায়ত হুসেন এবং সকল শাখা প্রধানগণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে লেখাপড়ার পাশাপাশি সকল সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীকে উৎসাহ প্রদান করাসহ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

বার্ষিক রিপোর্ট-২০১৮

১ম জাতীয় ভাষা উৎসব-২০১৮

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত '১ম জাতীয় ভাষা উৎসব' ০৪-০১-২০১৮ হতে ০৬-০১-২০১৮ তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। সারা বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৩০ টির বেশি স্কুল এবং কলেজ এই ভাষা উৎসবে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। এই "জাতীয় ভাষা উৎসব" উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল হক।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আনিসুল হক। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব তৌফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন, বালিকা শাখার ইংলিশ ভার্সনের উপাধ্যক্ষ দিলরুবা বেগম, কো-অর্ডিনেটর একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স মিসেস জিনাতুন নেসা, বালক শাখার উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম, বালক শাখার ইংলিশ ভার্সনের উপাধ্যক্ষ জনাব মো.খালেদ মোশাররফ, প্রিপারেটরি ইংরেজি ভার্সনের উপাধ্যক্ষ মিসেস মারজানুন নাহার ও বালক শাখার প্রিপারেটরি বাংলা ভার্সনের উপাধ্যক্ষ বেগম রওশন আরা।

তিন দিনব্যাপী অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলভাবে শেষ হয়। ভাষা শুধু মনের ভাব প্রকাশ করে না। এটি একটি জাতির পরিচয় বহন করে। মূলত ভাষাই শক্তি এবং একটি জাতিকে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে ধাবিত করে। কিন্তু সেই ভাষার সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন যদি সঠিক ভাবে করা না যায় তবে সেই জাতি ও তার ভাষা গোষ্ঠীর উপর নেমে আসে চরম বিপর্যয়। সুতরাং যেকোন মূল্যে ভাষার অস্তিত্ব এবং সমৃদ্ধি রক্ষা করতে হবে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ আয়োজন করেছিল "জাতীয় ভাষা উৎসব"। ইংরেজি ভার্সন বালিকা শাখার উপাধ্যক্ষ মিসেস দিলরুবা বেগম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়। আন্তঃ স্কুল কাবাডি প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হয়। ব্যাটল উইথ ইংলিশ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয়। আয়োজনে ইস্টার্ন ইউনির্ভাসিটি।

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল-২০১৮

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। সারা বছর একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি নানা ধরনের শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, খেলাধুলা ইত্যাদি পরিচালিত হয়ে থাকে।

বছরের শুরুতেই মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। এ বছর ১১-০১-২০১৮ তারিখে বার্ষিক মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়।

অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ম. তামিম। বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর রহমান ও ইঞ্জিনিয়ার এম.এ. গোলাম দস্তগীর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাখা প্রধানগণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

শিক্ষার্থীদের মাঝে ইসলামি সঙ্গীত, হামদ, নাত, রচনা প্রতিযোগিতা, কিরাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামী চিন্তাবিদগণের উপস্থিতিতে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে প্রতিষ্ঠান, দেশ ও জাতির কল্যাণে মোনাজাত পরিচালনা করেন জনাব মুফতি হাবিবুল্লাহ এবং মুফতি মাহমুদুল হাসান।

বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-২০১৮

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০-০১-১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও বোর্ড অব গভর্নরস এর মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ম. তামিম। আরো উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব তৌফিকুল ইসলাম ও শাখা প্রধানগণ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড. ম. তামিম। তিনি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের ১ম, ২য়, ৩য় স্থান প্রাপ্তদের বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার, কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ৯০% নম্বর অধিকারীদের এম.এ মতিন বৃত্তি, ওয়ালিউর রহমান গাজী বৃত্তি, আতা খান বৃত্তি প্রদান করেন। পিইসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় ভাল ফলাফলকারীদেরও পুরস্কার দেয়া হয়। এবছর ২০১৭ সালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার অর্জন করেন বালক শাখার সহকারী শিক্ষিকা রোকসানা মোমিন।

পুরস্কার প্রদান শেষে শিক্ষার্থীদের এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের বালক ও বালিকা শাখার বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের পাবলিক পরীক্ষা পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল সব সময়ই আশাতীত। নিচে ২০১৬ ও ২০১৭ সালের পিইসি ও জেএসসি এবং ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ছক আকারে দেওয়া হলো :

পরীক্ষা	সাল	পাশের হার	A+
পিইসি	২০১৬	৯৯.৩০%	৮৫.০৭%
	২০১৭	১০০%	৮৯.০০%
জেএসসি	২০১৬	৯৯.৮৫%	৭৫.৬৭%
	২০১৭	৯৯.৮৫%	৭৫.৮৫%

পরীক্ষা	সাল	পাশের হার (শাখাওয়ারী)	
		বিজ্ঞান	ব্যবসায় শিক্ষা
এসএসসি	২০১৬	৯৯.৪০%	৯৯.৪০%
	২০১৭	১০০%	১০০%
	২০১৮	৯৯.৬৫%	৯৯.৮৩%

পরীক্ষা	সাল	পাশের হার (শাখাওয়ারী)		
		বিজ্ঞান	ব্যবসায় শিক্ষা	মানবিক
এইচএসসি	২০১৬	৯৫.৭০%	৯৬.৮৩%	৯৩.৩৩%
	২০১৭	৯৮.৯৭%	৯০.৬৩%	৮০.০০%
	২০১৮	৯৮.২৯%	৯৭.২২%	৮৮.৮৮%

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৮

ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলা ও আনন্দময় পরিবেশে বেড়ে উঠলে শিশুর মন হয় উচ্ছল ও আনন্দ মুখর। মনের সতেজতা বৃদ্ধিতে খেলাধুলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই প্রতি বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

অত্র প্রতিষ্ঠানে ০৮-০২-২০১৮ তারিখে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে এত সুন্দর এত সুশৃঙ্খল এবং বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত এত বড় প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশংসা করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৮ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

ব্যান্ড বাজানো, বেলুন উড়ানো, মশাল দৌড়, ছাত্র-ছাত্রীদের কুচকাওয়াজ, বিভিন্ন শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের ডিসপ্লে, মার্বেল দৌড়, রিলে রেস, সুঁই সুতা দৌড়, মিউজিক্যাল চেয়ার, ১০০ মিটার দৌড়, বালিশ খেলা, বাস্কেট বল ছুঁড়েমারা খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৯ম শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষার ছাত্রদের ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন শিপের ট্রফি প্রদান করছেন প্রতিষ্ঠানের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ম. তামিম।

ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি মাননীয় চেয়ারম্যান, ট্রাস্টিবৃন্দ, অধ্যক্ষ, শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকসহ সকলেই খেলাধুলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

সবশেষে যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা-২০১৮

প্রতিষ্ঠানের ওয়ালিউর রহমান গাজী হলে বালিকা শাখায় ২৩-০১-২০১৮ তারিখে ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম.এ. গোলাম দস্তগীর। বালিকা ও বালক শাখার জন্য আলাদা আলাদাভাবে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

২৫-০১-২০১৮ তারিখ সকাল ১০:০০ টায় বালক শাখার ১২তম ব্যাচের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার এম.এ. গোলাম দস্তগীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব তৌফিকুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানটি বালক শাখার কাজী আজহার আলী হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম।

বালক শাখার ইংরেজি ভার্সনের উপাধ্যক্ষ মো. খালেদ মোশাররফ পরীক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে সফলতা কামনা করে উপদেশমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে পরীক্ষার্থীদের মাঝে প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়।

এইচএসসি-১৮ পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২২-০৩-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার এম.এ. গোলাম দস্তগীর। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি পরীক্ষার্থীদের সময়ের যথাযথ ব্যবহার ও স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখার কথা উল্লেখ করে তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করেন। বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবছরও যাতে আমাদের প্রতিষ্ঠান এইচএসসি পরীক্ষায় যথাযথ সুনাম অর্জন করতে পারে, সেদিকেও তিনি আলোকপাত করেন। বিদায়ী ছাত্রদের মধ্যে Student of the year বাছাই পর্ব পরিচালনা করছেন ইংলিশ ভার্সনের উপাধ্যক্ষ জনাব মো. খালেদ মোশাররফ।

এরপর এইচএসসি-১৮ ব্যাচের সম্মানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ। নাচ-গান ও কৌতুকাভিনয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও বিদায় সংবর্ধনা বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই বিদায় বেলায় প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে হাসিমুখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে পারে, সেটিই ছিল অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৮

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ পালিত হয়েছে। সকালে প্রতিষ্ঠানের শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের (অর্ধনমিত) মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচির সূচনা হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অধ্যক্ষ এবং প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীরা শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অধ্যাপক ড: কবি মুহাম্মদ সামাদ। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কবিকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন।

সকাল ৯:৩০ মিনিটে শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে ছাত্রীদের আঁকা দেয়াল পত্রিকা পরিদর্শন শেষে তিনি এর ভূয়শী প্রশংসা করেন।

সব শেষে দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিশেষ আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়।

যথাযথ মর্যাদা ও ভাব গাম্ভীর্যের সাথে বালক শাখায়ও ২১ ফেব্রুয়ারি 'শহিদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস ২০১৮' পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কবি ও সাংবাদিক মিনার মনসুর। সভাপতিত্ব করেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর রহমান।

ন্যাশনাল গার্লস প্রোগ্রামিং কনটেস্ট

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ এর ইংলিশ ভার্সনের ছাত্রীরা ন্যাশনাল গার্লস প্রোগ্রামিং কনটেস্ট ২০১৮ অংশ-গ্রহণ করে।

রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী ও বর্ষামঙ্গল উদযাপন

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ এর ইংলিশ ভার্সনের মাধ্যম বালিকা শাখার পক্ষ থেকে রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী ও বর্ষামঙ্গল উদযাপন করা হয়। গত ২৫-০৭-২০১৮ ওয়ালিউর রহমান গাজী হলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলাম ও বর্ষা বিষয়ক গান, কবিতা ও নাটক পরিবেশন করে। বাংলা সাহিত্যে দুজন দিকপাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম এর গান, কবিতা, নাটক গল্প-উপন্যাস বাঙালির জীবনকে করেছে সমৃদ্ধ। সেই সাথে ঋতু বৈচিত্রের এ সরস অনুষঙ্গ বর্ষা।

এই বর্ষার বন্দনায় অনেক কবি গানে ও কবিতায় বর্ষাকে আরও মনোরম করে তুলেছেন। এ সবের সমবেত আয়োজনে মুখর হয়েছিল প্রতিষ্ঠানের বালিকা শাখার সাংস্কৃতিক ক্লাবের শিক্ষার্থীরা।

বালক শাখার শিক্ষকদের আয়োজনে আয়োজিত বর্ষামঙ্গল উদযাপনে মাদল দেব বর্মনের হারমোনিয়ামের সুরে শিক্ষকরা গেয়ে শোনান পুরানো দিনের বর্ষার গান। এতে নেতৃত্ব দেন বালক শাখার উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম।

বৃক্ষ মেলা (বালক শাখা) -২০১৮

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের বালক শাখার সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ২৫-০৯-২০১৮ তারিখে প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষ মেলার আয়োজন করে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম দিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৮

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সাহসী ও আপোষহীন নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়েই পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বীর বাঙালি। তার হাত ধরেই বিশ্ব মানচিত্রে মাথা উঁচু করে আত্মপ্রকাশ করে নতুন একটি দেশ বাংলাদেশ। সরকারিভাবে দিবসটি 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়।

১৭ মার্চ ২০১৮ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয়। এতে আবৃত্তি, রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

একাদশ শ্রেণির নবীন বরণ-২০১৮

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজে একাদশ শ্রেণির বালিকা শাখার শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১২-৭-১৮ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০:০০ টায় নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠানের ওয়ালিউর রহমান গাজী হলে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য এবং বাংলাদেশ ইউনির্ভাসি-টির সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার এম.এ. গোলাম দস্তগীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব আশফাক মালিক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কো-অর্ডিনেটর, একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স মিসেস জিনাতুন নেসা ও বালিকা শাখা বাংলা মাধ্যমের উপাধ্যক্ষ আলেয়া ফেরদৌসী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন।

১৬-৭-১৮ রোজ সোমবার সকাল ১০:০০ টায় বালক শাখার একাদশ শ্রেণির নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি বালক শাখার কাজী আজহার আলী হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ম. তামিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন।

প্রথম পর্বের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে আলোচনায় শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায় মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কো-অর্ডিনেটর, একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স মিসেস জিনাতুন নেসা, উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম, বাংলা ভার্সন (বালক শাখা), বেগম রওশন আরা বেগম উপাধ্যক্ষ, জনাব মো. খালেদ মোশাররফ, উপাধ্যক্ষ (ইংলিশ ভার্সন), প্রি-স্কুল শাখার উপাধ্যক্ষ বিলকিস বানু, মাধ্যমিক শাখার বাংলা ভার্সনের উপাধ্যক্ষ আলেয়া ফেরদৌসী, প্রিপারেটরি ইংরেজি ভার্সনের উপাধ্যক্ষ মিসেস মারজানুন নাহার, জনাব কে.এম.মাসুদুর রহমান শিক্ষক প্রতিনিধি বোর্ড অব গভর্নস। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনামূলক স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন দুলাল চন্দ্র মন্ডল ও লিবাস উদ্দিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রবৃন্দ ।

শেষাংশে ছিল কলেজের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে একক ও সমবেত নাচ, দেশাত্ববোধক গান, আবৃত্তি, নাটিকা, কৌতুক ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজে সব সময় উন্নত ফলাফল অর্জন করে আসছে। ছাত্র ছাত্রীরা মাধ্যমিক স্তরের যে ফলাফল নিয়ে এ কলেজে ভর্তি হয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তারা তার চেয়ে আরো ভালোফলাফল অর্জন করে। ২০১৮ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

বিজ্ঞান মেলা- ২০১৮

২২-২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিজ্ঞান মেলা বালিকা ও বালক শাখার জন্য আলাদা আলাদা ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।
বালিকা শাখায় উদ্বোধন করেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর রহমান। বিজ্ঞান মেলার আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন কলেজের সহকারী অধ্যাপক বাবু দীনেশ চন্দ্র সাহা।

বালক শাখায় বিজ্ঞান মেলা উদ্বোধন করেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম.এ. গোলাম দস্তগীর। আরো উপস্থিত ছিলেন বালক শাখার ইংরেজি ভার্সনের উপাধ্যক্ষ মো. খালেদ মোশাররফ, প্রিপারেটরি শাখার উপাধ্যক্ষ রওশন আরা বেগম, প্রভাষক লায়লা জামান, সঞ্জয় কুমার বিশ্বাসসহ আরো অনেকে।

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও অলিম্পিয়াড-২০১৮

শিক্ষার্থীদের অন্তর্জগতের সৃজনশীল স্বত্বাকে আবিষ্কারের লক্ষ্যে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। এজন্য প্রতি বছর 'সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও অলিম্পিয়াড' আয়োজনকরা হয়। সাংস্কৃতিক সপ্তাহে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে বিতর্ক, আবৃত্তি, সঙ্গীত, নাটক, গল্পবলা, অভিনয়, চিত্র কলাসহ সাহিত্য এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর অলিম্পিয়াড (যেমন-গণিত, পদার্থ, রসায়ন, অ্যাকাউন্টিং, আইসিটি) ও বিভিন্ন সৃজনশীল বিষয় গুলো নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

১২ আগস্ট ২০১৮ মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ কতৃর্ক আয়োজিত সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও বিভিন্ন অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়।

সততা স্টোর উদ্বোধন

ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় দেখে দেখে হতাশার গহীনে ডুবতে থাকা মন আবারো জীবন পায়। যখন দেখি ছোট বাচ্চারা নিজেরাই ছুটির পর লাইট-ফ্যানের সুইচ অফ করছে। হারানো জিনিস পেয়ে জমা দিচ্ছে। টাকা জমিয়ে গাছ কেনার উদ্যোগ নিচ্ছে। সারাদিন ক্লাস করার পর হাসিমুখে ভলান্টিয়ার হিসেবে বাড়তি পরিশ্রম করছে। তখন মনে হয় সিলভার লাইনিং আছে। বাচ্চারা সততা নিয়ে এগোচ্ছে। তারই একধাপ এগিয়ে নেয়ার জন্য ২৫-০৯-২০১৮ রোজ মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় ঢাকা মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি তেজগাঁও ও মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের উদ্যোগে সততা স্টোর উদ্বোধন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকার পরিচালক নাসিম আনোয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এর উপ-পরিচালক মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও তেজগাঁও অঞ্চলের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি মহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া ও মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর মাননীয় সভাপতি প্রফেসর ড. ম. তামিম।

ড. ম. তামিম বলেন সততা স্টোর করতে হবে এ ধারণা আমরা স্কুল কলেজে থাকা অবস্থায় অচিন্তনীয় ছিল এবং সেই সময় ভালো মানুষকে কেউ আঙ্গুল দিয়ে দেখাতো না। যারা দুর্নীতিবাজ ছিল, সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু লোক তারা চিহ্নিত ছিল। তাদের মানুষ আঙ্গুল দিয়ে দেখাতো ঐ লোকটা দুর্নীতিবাজ। তারপরে এই দুর্নীতির কালো থাবা সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে ধীরে ধীরে। তার প্রেক্ষিতে আজকে আমরা ভালো মানুষকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাই। মাথা উঁচু করে হাঁটতে হবে। বালিকা শাখায় সততা স্টোর আজ থেকে শুরু হচ্ছে এবং পরবর্তীতে বালক শাখায় শুরু করা হবে। অনুষ্ঠানে একটি সচেতনতামূলক সততা স্টোরের উপর ভিডিও দেখানো হয়।

উন্নয়নের ধ্বনি মহাসমুদ্রে প্রাণে প্রাণে মহাকাশে

(মঞ্চের সম্মুখ ভাগে প্রিপারেটরির বিভিন্ন শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ)

২৮-০৯-২০১৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের ৭২ তম জন্মদিন উপলক্ষে " উন্নয়নের ধ্বনি মহাসমুদ্রে প্রাণে প্রাণে মহাকাশে" এই প্রতিপাদ্যে ঢাকা মহানগরের ১০০ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে সফলভাবে অংশ গ্রহণ করে ৬ জন শিক্ষকের নেতৃত্বে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের ৩২ জন শিক্ষার্থী। তন্মধ্যে ৯ জন শিক্ষার্থী মঞ্চে বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। দলটি অনুষ্ঠান পূর্ববর্তী অনুশীলন পর্বসহ অনুষ্ঠানের সবগুলো পর্ব যেমন জাতীয় সঙ্গীত, বেলুন ওড়ানো, অন্যান্য সঙ্গীত প্রভৃতিতে সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নুর এমপি ও সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। উল্লেখ্য ৯-১০ সেপ্টেম্বর পূর্বেই বিদ্যালয়ের প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধ ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার আলোকে নির্বাচিত ৯টি গান অনুশীলন করান বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শায়লা শারমীন। অনুশীলন কার্যক্রমে তাকে সহযোগিতা করেন তাসনিমা বেগম এলি, মাদল দেব বর্মন, প্রতাপ কুমার মন্ডল ও মাহফুজা লায়লা খান।

ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না। বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে এনে দেশকে গড়া যাবে না। দেশের মধ্যেই পয়সা করতে হবে।- **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

MPSC Gaming Fest-2018
The Very First IT Fest
না থামার এক ভবিষ্যৎ

মু. মুস্তফা হোসেন, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি বিভাগ)

- "আরে, তোমরা! এখানে কি মনে করে? সকাল বেলায় নিজের স্কুলের সামনে নেই কেন?"
- "স্যার, আমরা group gaming fest এ এসেছি এ স্কুলে। স্যার, আমরা গেইমার।"

কথা হচ্ছিল ক্লাস নাইনের কিছু পরিচিত মুখের সাথে। কথায় যেন একটা কষ্ট নাড়া দিলো। আমাদের ছেলেরা বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অদম্য সময়ের স্বাক্ষর রাখতে ছুটে বেড়াচ্ছে নিজ ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে, অন্যের আহ্বানে। দেখলাম প্রতিষ্ঠানটি শুধু ঢাকা নয়, সারাদেশের মাঝে অন্যতম এক প্রতিষ্ঠান। আমাদের প্রতিষ্ঠানটি কি এর থেকে কম? দাঁড়ানো উচিত নয়, লাল কালি ঠেকানোর প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছি যে! কিন্তু আজ থেমে গেলাম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম নাম করা সকল স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা আসছে, হাজারে হাজারে। খোঁজ নিলাম নিজের ফেলে আসা ক্যান্টনমেন্ট কলেজসহ নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সকলেই, এমনকি আমাদের বালিকা শাখায়ও একবার হয়ে গেছে এই গেইমিংফেস্ট। মূলত, শুধু কাগজের পৃষ্ঠায়ই নয়, practical জ্ঞান অর্জনেও আইটি ফেস্ট প্রয়োজন। নিজ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গর্ব করার একটি stone unturned রাখা যাবে না।

আশা ছিল বয়সের উর্দি না পরা, এক দূরন্ত পথিক, উপাধ্যক্ষ ম্যাডাম এর প্রতি। সাথে ছিল IT বিভাগের মাহবুবা মোহসিন এর বাঁধ ভাঙ্গা উচ্ছাস। সাড়া আসতেই ভেসে আসলো শিক্ষার্থীদের নানা সৃজনশীল পরিকল্পনা। প্রস্তুত হয়ে গেলো ঃ The very first IT (Gaming) controler team! আবেদন পড়ল শ'খানেক। উদ্দীপনা দ্বিগুণ উত্তেজনা খুঁজে পেল যখন এর সাথে দ্বিতীয় বারের মত আন্তঃ শ্রেণি রুবিক'স কিউব আর দাবা প্রতিযোগিতাও sports club Gaming ফেস্ট এ যোগ দিলো।

আইটি ফেস্ট কী? ল্যান সংযোগ বলতে আসলে কী বোঝায়? জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিভাবে এটি খেলা হয়? রুবিকস কিউব এর সর্বনিম্ন টাইমিং কী? আচ্ছা, গতবার নাকি ক্লাস সেভেন এর ছাত্র ইলেভেন, সার্ভিস ক্লাবের মেশকাত ভাই কে হারিয়ে প্রতিষ্ঠান শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু হয়েছে?.....প্রশ্ন আসতে থাকলো। যত্ন সহকারে সকলকেই সন্তুষ্ট করার চেষ্টা চলতে থাকলো। ছাত্ররা নিজেরাই র‍্যামসহ নানা আনুষঙ্গিক প্রযুক্তির সন্নিবেশনে চমক লাগিয়ে দিতে থাকলো মাত্র একদিনে।

প্রতিকূলতা ছিল অনেক। অর্থ, সময়, প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটিসহ আর শত না হলেও অর্ধশত অনুক্ত বাধা। তবে সেসবও ভেসে গেলো অদম্য ইচ্ছা শক্তির জোয়ারে। পরীক্ষা মাত্র শেষ। আরও কিছু অনুষ্ঠানের মাঝে সময় করে আশ্চর্যজনক ভাবে ছেলেদের ছোট্ট দলটি বিশাল এক সম্ভাবনার দ্বার উম্মুক্ত করে দিলো গত বৃহস্পতিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ এ। মেধা আর যোগ্যতার সম্মিলনে ছেলেরা দেখালো এটি শুধু খেলায় না। এটি হচ্ছে "আমরাও পারি"র এক দলিল। এখানে দর কার পড়ে systematic plan এবং applied ICT এর সুষম এক পরিকল্পনা। আনন্দময় কো-কারিকোলাম এক্টিভিটিস।

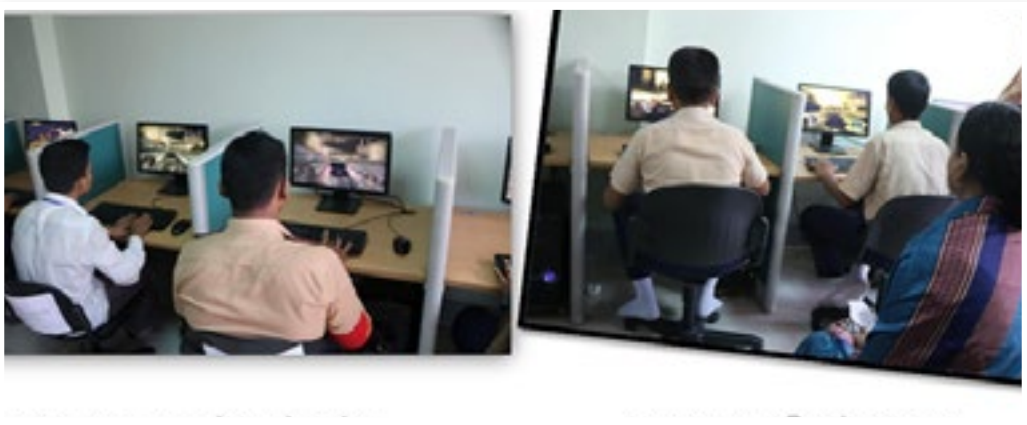

" যখন তোমার পকেট ভর্তি টাকা থাকবে তখন শুধুমাত্র তুমি ভুলে যাবে যে তুমি কে; কিন্তু যখন তোমার পকেট ফাঁকা থাকবে তখন সমগ্র দুনিয়া ভুলে যাবে তুমি কে! " - **বিল গেটস**

স্বাগত জানাচ্ছি এক নতুন অধ্যায়কে। ধন্যবাদ উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম ম্যাডামকে, কৃতজ্ঞ থাকলাম Blaze City কে তাদের postering support এর জন্য, আর সাধুবাদ জানাচ্ছি ল্যাব এর দেলোয়ার স্যারসহ সকল বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রতিটা পদক্ষেপকে।

" দৃঢ় বিশ্বাস, অনবরত প্রচেষ্টা এবং সবার প্রতি ভালোবাসা-জীবনযুদ্ধে এই হলো মানুষের হাতিয়ার "- **আল্লামা ইকবাল**

একাদশ শ্রেণির বনভোজন

২১-০১-২০১৮ তারিখে মোহাম্মদী গার্ডেনে একাদশ শ্রেণির বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। এটি ধামরাইয়ের কালামপুর বাসস্ট্যান্ডের সংযোগ সড়ক ধরে সাটুরিয়া-বালিয়ার মহিষাশী বাজারে অবস্থিত। বনভোজন ও বিনোদনের জন্য গার্ডেনের ভেতরে রয়েছে পুকুর, পুকুরে ভেসে বেড়াচ্ছে নৌকা, কাঠের রাজহাঁস, মাটির শাপলা। পানির ওপরে দোল খাচ্ছে তিন তলা বাড়ি। আর দেয়ালের মাঝখানে এই পার্ক। পুকুরের কিনারা জুড়ে রয়েছে ফুলের বাগান ও নানা প্রজাতির ফল-ফলাদির গাছ। উপভোগের জন্য রয়েছে আনন্দ নিকেতন, আনন্দ ভুবন, বড় বড় গাছের নিচে বসার চেয়ার-টেবিল। ট্রেন, স্লিপার, নাগরদোলা, সুইমিংপুল, দোলনা ইত্যাদি।

এ ছাড়াও দেখার মতো আছে মিনি চিড়িয়াখানা। সেখানে রয়েছে হরিণ, খরগোশ, কবুতর, বানর, বিদেশি কুকুরসহ বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি। ২৫-০১-২০১৮ তারিখে দশম শ্রেণির বাংলা ভার্সনের বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়।

২৮-০১-২০১৮ তারিখে দশম শ্রেণির ইংরেজি ভার্সনের বনভোজন/শিক্ষা সফর সায়েরা গার্ডেন, মদনপুর, নারায়ন-গঞ্জ অনুষ্ঠিত হয়। দিনভর ছাত্রীরা প্রকৃতির সান্নিধ্য পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল। এটি তাদের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন ছিল।

বার্ষিক শিক্ষা সফর (বালক শাখা)-২০১৮

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল ও কলেজের বালক শাখার প্রথম বর্ষের সকল বিভাগের শিক্ষার্থীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ গত ১০-১০-২০১৮ তারিখ রাত ১০টা হতে ১৩-১০-২০১৮ তারিখ ভোর ৬টা পর্যন্ত মোট ৩ রাত ২দিনের বার্ষিক শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলায় গিয়েছিল। খাগড়াছড়ি জেলার সাজেক ভ্যালি, হাজাছড়া ঝরনা, আলুটিলা গুহাসহ নানা দর্শনীয় স্থানগুলো পরিদর্শন করে।

ছাত্ররা সাজেক ভ্যালির মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, মেঘের সাথে পাহাড় এবং তার লুকোচুরি, পাহাড়ের চূড়া থেকে সকালের সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করে। সাজেক ভ্যালির অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ শেষে হাজাছড়া ঝরনার অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করে। উঁচু পর্বতের চূড়া হতে পানি পতনের নান্দনিক দৃশ্য উপভোগেশিক্ষার্থীরা অভিভূত হয়। এরপর শিক্ষার্থীরা আলুটিলা গুহা পরিভ্রমণ করে। মশাল হাতে দুর্গম গুহা পথ পরিভ্রমণ শিক্ষার্থীদের এনে দেয় নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ। কথিত আছে, আলুটিলা পর্বতের এ গুহা পথটি ২য় বিশ্বযুদ্ধকালে ব্রিটিশদের একটি বাংকার ছিল। গুহা পথটি পরিভ্রমণের ফলে একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভের সুযোগ ঘটে।

ভ্রমণটি ছিল প্রাণবন্ত, উৎসবমুখর এবং নানা দিক থেকে শিক্ষণীয়। এ শিক্ষা সফরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পার্বত্য অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি, উপজাতীয় খাবার, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে। যা তাদের বাস্তব জ্ঞানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। মনোরম, আনন্দময় শিক্ষা সফর শেষে পার্বত্য অঞ্চল হতে ১৩-১০-২০১৮ তারিখ রোজ শনিবার ভোর ৬টায় ছাত্ররা ফিরে আসে তাদের প্রাণের ক্যাম্পাসে।

দশম শ্রেণির বনভোজন

ভালুকায় অবস্থিত ড্রিম হলিডে পার্কে দশম শ্রেণির বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। বালক শাখার বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সনের ছাত্ররা অংশ গ্রহণ করেন। নবম শ্রেণির ছাত্ররা প্রাণ বেভারেজ ইন্ড্রাস্টিতে শিক্ষা সফরে গিয়েছিল।

ইকো-ক্লাবের শিক্ষা সফর -২০১৮

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের বালক শাখার ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণির মোট ৮০ জন শিক্ষার্থী এবং ৮ জন শিক্ষক নিয়ে ১৫-১০-২০১৮ তারিখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সফরে যায়। ইকো-ক্লাবের উদ্দেশ্য হলো পরিবেশের স্বাভাবিকতা বজায় রাখা। সেই উদ্দেশ্যে পরিবেশ সম্পর্কে জানার জন্য ইকো-ক্লাবের সদস্যরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যায়য়ের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, বোটানিক্যাল গার্ডেন, মুক্তমঞ্চ, শহীদ মিনার এবং লেক গুলো ঘুরে দেখে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে ছেলেদের বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদের সাথে পরিচয় করে দেন উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সিনিয়র ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট আব্দুর রহিম। সেখানে অনেক মূল্যবান গাছ যেগুলো তাদের পাঠ্যবই-এ পড়েছে সেগুলো স্বচক্ষে দেখে তারা আনন্দিত হয়।

"পরিবেশ বান্ধব" প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তাদের এই শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। আনন্দময় শিক্ষা সফর শেষে তারা দুপুর ১:৩০মিনিটে ক্যাম্পাসে ফিরে আসে।

বার্ষিক রিপোর্ট-২০১৬-২০১৭

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। সারা বছর একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি এখানে নানা ধরনের শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, খেলাধুলা ইত্যাদি পরিচালিত হয়ে থাকে। এর বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সনের মাধ্যমে হাজার হাজার শিক্ষার্থী তাদের মেধা বিকাশ করে যাচ্ছে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয় এর পাশাপাশি সারা বছর ধরে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এবং বাইরে নানা ধরনের সহপাঠক্রমিক কাজে তাদের মেধার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। নিচে সংক্ষিপ্তাকারে ২০১৬ ও ২০১৭ সালের কিছু কার্যক্রমের বর্ণনা দেওয়া হলো।

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ২০১৬ -২০১৭

বছরের শুরুতেই মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। হামদ, নাত, রচনা প্রতিযোগিতা, ক্বিরাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শাখা প্রধানগণ এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণের উপস্থিতিতে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে মোনাজাত করা হয়।

২০-০১-২০১৬ তারিখে বার্ষিক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন আল্লামা মুফতি হাবিবুল্লা মাহমুদ। ১২-০১-২০১৭ তে বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক পরিচালক জনাব কাজী হোবায়রা এবং উপস্থিত সকলে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে দোয়া করেন।

বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান- ২০১৬-২০১৭

২১-০১-২০১৬ তারিখে ২০১৬ সালের বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেণিতে (প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: কায়কোবাদ। এ অনুষ্ঠানে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য ২০১৫ সালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পুরস্কার পান প্রদর্শক মিসেস পারভীন খন্দকার, সহকারী শিক্ষিকা মিসেস লায়লা কবির, মিসেস ফরিদা ইয়াসমিন, মিসেস নাসিমা খাতুন ও মিসেস আফরোজা আইরিন। অফিস সহকারী হিসেবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান খোদেজা আক্তার।

১৪-০১-২০১৭ তারিখে ২০১৭ সালের বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি প্রফেসর মো. মাহবুবুর রহমান চেয়ারম্যান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা বেলা ১০:৩০ মিনিটে তিনি প্রতিষ্ঠানে আগমন করলে তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। তিনি বলেন, "এটি উৎসাহ জাগানো একটি অনুষ্ঠান। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের দশ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটি একটি প্রথম শ্রেণির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন নলেজ ইজ পাওয়ার। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত না হলে নিজের প্রতিভা বিকাশ সম্ভব নয়। সক্রেটিস, এরিস্টটল, প্লেটো সকলের মতে এই জ্ঞান থেকেই সব পূর্ণতা তৈরি হয়। অজ্ঞতা থেকে সব খারাপ এর জন্ম। এটি বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের এ দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও তার পটভূমি জানতে হবে। শিক্ষকরা জাতির বিবেক। তিনি স্কুলের মঙ্গল কামনা করেন। ইঞ্জিনিয়ার মসিহ-উর রহমান বলেন- "প্রতি বছরের মতো এবারও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা ভালো করেছো তারা অনেক ভালো করবে, যারা পারনি তারাও ভালো করবে।"

অনুষ্ঠানে একাডেমিক পুরস্কার ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য ২০১৬ সালের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পুরস্কার পান বালিকা শাখার প্রভাষক মিসেস নাজমা পারভীন ও বালক শাখার সহকারী শিক্ষক মো.সাদেকুল আলম।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০১৬-২০১৭

২৪-০২-২০১৬ রোজ বুধবার প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন, সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সকাল ১০:৩০ মিনিটে প্রধান অতিথি চেয়ারম্যান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সভাপতি ড. ম. তামিম সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দ এবং অধ্যক্ষ মঞ্চে আরোহণ করেন। এ সময় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, তরজমা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত সমবেতভাবে পরিবেশন করা হয়। এরপর মাননীয় সচিব মহোদয় কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন।

১২-০২-২০১৭ তারিখে ২০১৭ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সাহিন আহমদ চৌধুরী। সকাল ৯:৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে চলে দিনব্যাপী। বেলুন উড়িয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। বর্ণিল পোশাকে ছাত্র-ছাত্রীরা মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লে প্রদর্শন করে।

ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি মাননীয় চেয়ারম্যান, ট্রাস্টিবৃন্দ, অধ্যক্ষ, শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকসহ সকলেই খেলাধুলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

শিক্ষা সফর-২০১৬-২০১৭

১৭-০১-২০১৬ তারিখ দশম শ্রেণির শিক্ষা সফর বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। ০৮-০২-২০১৬ তারিখে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। ২৫-০১-২০১৭ তারিখে দশম শ্রেণির বাংলা ভার্সনের বনভোজন তাওফিকা ফুডস অ্যান্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে উৎপাদিত আইসক্রিম 'লাভেলোর' গাজীপুরের ফ্যাক্টরিতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আইসক্রিম ফ্যাক্টরির উৎপাদিত ঐ দিনের আইসক্রিম সকল ছাত্রী-শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে ফ্রি দেওয়া হয়। ঐদিন যে যত পারে আইসক্রিম এর স্বাদ নিয়েছে। এটি ছাত্রীদের কাছে আজও ভোলার নয়।

শিক্ষা সফর ২০১৬ বান্দরবান ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলেজের বালক শাখার ছাত্ররা তিন দিনের সফরে পার্বত্য জেলা বান্দরবান এর বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গা ভ্রমণ করে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নীলাচল, নীলগিরি, রূপালী ঝর্ণা, আদিবাসীদের পল্লী ও তাদের জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি বৌদ্ধবিহার নীলাচলের মেঘের খেলা ছিল ছাত্রদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয়।

১৬-১০-১৭ শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা ধামরাইস্থ আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ কারখানা পরিদর্শন করেন। ছাত্রীরা কারখানা পরিদর্শন করে কর্মী ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হাতে-কলমে জ্ঞান লাভ করে এবং পরীক্ষার অংশ হিসেবে প্রত্যেকে একটি করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে বালক শাখার ছাত্ররা সিলেট বিভাগের জাফলং মৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গল বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জাফলং, ডাউকি ব্রিজ, মাধবকুন্ড ঝর্ণা, লাউয়াছড়া বনের কিছু অংশ, শ্রীমঙ্গলের চা বাগান, আদিবাসীদের পল্লী, পাথর শ্রমিকদের নদী থেকে পাথর উত্তোলন পদ্ধতি ইত্যাদি।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৬-২০১৭

একুশে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে বালক ও বালিকা শাখায় পৃথকভাবে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দেয়াল পত্রিকা ও হাতের লেখা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা একাডেমির সিনিয়র পরিচালক অমরেশ কুমার ব্যানার্জি। তিনি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

২০১৬ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদায় স্কুল এন্ড কলেজ এর বালক শাখা কাজী আজহার আলী হলে মহান শহিদ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক ড. বিমল গুহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপাধ্যক্ষ রওশন আরা বেগম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম ও উপাধ্যক্ষ আলেয়া ফেরদৌসি। এ উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গানের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া ছাত্রদের মাঝে প্রধান অতিথি পুরস্কার তুলে দেন।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বালিকা শাখায় পালন করা হয়। দিনটি উপলক্ষে দেওয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলা এবং ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। দেয়াল পত্রিকা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে সমৃদ্ধ ছিল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমিনুর রহমান সুলতান, উপপরিচালক, বাংলা একাডেমি। তিনি শুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথা বলা এবং সাহিত্য চর্চার উপর গুরুত্ব দেন। সহকারী শিক্ষিকা শারমিন আখতার বানু তাঁর বক্তব্যে বলেন এ দেশের সকলকে মাতৃভাষা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলা শুদ্ধ বানান অভিধান প্রকাশ করতে হবে। এতে প্রধান অতিথি আশ্বাস দেন এ ধরনের একটি অভিধান প্রকাশের চেষ্টা তিনি করবেন। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রধান অতিথিকে সকল দেয়াল পত্রিকা ঘুরে ঘুরে দেখান।

২০১৭ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদায় বালক শাখায় কাজী আজহার আলী হলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহিদ দিবস পালিত হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবদুল মান্নান (কবি আসাদ মান্নান), সাবেক সচিব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার এম.এ. গোলাম দস্তগীর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম, বাংলা মাধ্যম, উপাধ্যক্ষ বেগম রওশন আরা বেগম, উপাধ্যক্ষ আলেয়া ফেরদৌসী, প্রি-স্কুল শাখার উপাধ্যক্ষ বিলকিস বানুসহ আরো অনেকে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ১৭ মার্চ-২০১৬ 'শিশু দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের ওয়ালিউর রহমান গাজী হলে সকাল ১০ ঘটিকায় প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ড. ম. তামিম এর উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতা.ধ্রুব সত্য। তিনি বঞ্চিত মানুষের পক্ষে ছিলেন। তিনি প্রখর স্মৃতি শক্তি ও মেধার অধিকারী ছিলেন।

এ দিনটি শিশু দিবস হওয়া যথার্থ। শিশুদের সঠিকভাবে মানুষ করার মাধ্যমে এ দেশের উন্নতি সম্ভব। ঘাতকরা তাকে হত্যা করার পর শিশুদের মিথ্যা ও ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। সত্য সত্যই। এটিই শিশুদের শেখাতে হবে। তাঁর আদর্শকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা শিশু দিবস পালন করব।

স্বাধীনতা দিবস

২০১৭ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। ঐ দিন প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিষ্ঠান চেয়ারম্যান ড. ম. তামিম বলেন স্বাধীনতা সহজে হয়নি। এর জন্য অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে। এখন সেই সময়ের অবস্থা চিন্তা করতে হবে। ব্যক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে সামষ্টিক উন্নতিও প্রয়োজন। দেশপ্রেমের অংশ সমাজের উন্নতির চেষ্টা। নিজের কাজ সঠিকভাবে করায় দেশের উন্নয়ন না, চেষ্টা করতে হবে ছাত্র ছাত্রীর কাছে আদর্শবান হতে। নিজের আচার-আচরণে উন্নতি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রতি সহমর্মিতা থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন বলেন দেশকে ভালবাসতে হবে। দেশের সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে। নিজেদের দায়িত্ব সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ

একাদশ শ্রেণির ২০১৭ সালের নবীনবরণ বালক শাখায় গত ২৪-০৭-২০১৭ তারিখে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে কাজী আজহার আলী হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য ও চেয়ারম্যান একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স জনাব ইঞ্জিনিয়ার গোলাম দস্তগীর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. ম. তামিম, মাননীয় চেয়ারম্যান বোর্ড অবট্রাস্টিজ ও সদস্য তৌফিকুল ইসলাম।

বালক শাখার বাংলা মাধ্যমের উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম, উপাধ্যক্ষ বেগম রওশন আরা বেগম, উপাধ্যক্ষ আলেয়া ফেরদৌসী নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। কে.এম মাসুদুর রহমান শিক্ষকদের পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সব শেষে মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা হয়।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা-২০১৬-২০১৭

প্রতিষ্ঠানের ওয়ালিউর রহমান গাজী হলে বালিকা শাখায় ২৩-০১-২০১৬ তারিখে ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম. এ গোলাম দস্তগীর। ২৩-০২-২০১৬ তারিখে ২০১৬ সালে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এইচএসসি বিদায় সংবর্ধনা ২০১৭ তে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ড. ম. তামিম ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুয়েট এর আইসিটি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মো: সাইফুল ইসলাম।
বালিকা ও বালক শাখার জন্য আলাদা আলাদভাবে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় শোক দিবস

বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের ৪২ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে ওয়ালিউর রহমান গাজী হলে এক দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ম. তামিম, তিনি তার বক্তব্যে বলেন- "বঙ্গবন্ধু নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানতেন। তিনি পাকিস্তানের ফ্রেমে থেকেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় আসতে চেয়েছিলেন। সত্তরের ব্যাপক বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মেজরিটি পেলেও তাঁকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। সাড়ে চার হাজার দিন জেলে ছিলেন। তাঁর ওপর অনেক রকম চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারপরও তাঁর মনোবল ভেঙে দেওয়া যায়নি। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক ভঙ্গুর অবস্থা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সকলের হাতে অস্ত্র, কিছু লোকের বিরুদ্ধাচারণ-তিনি এদের সকলকেই ক্ষমা করে দেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ সব কিছুর উর্ধ্বে সকলকে ভালোবাসতেন। ব্যক্তি হিসেবে ভালো মানুষের যে ভাবধারা তা অস্বীকার করা যাবে না। তিনি একজন মরমী মানুষ। তাঁকে চিরদিন সম্মান করব এটাই সকলের কাছে চাওয়া।"

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, বিজ্ঞান মেলা ও অলিম্পিয়াড উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বিজ্ঞান মেলা ও অলিম্পিয়াড উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বালক শাখায় ২৯-০৮-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম. এ. গোলাম দস্তগীর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালক শাখার বাংলা মাধ্যমে উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম, উপাধ্যক্ষ বেগম রওশন আরা বেগম ও ইংলিশ ভার্সনের উপাধ্যক্ষ।

২৯-০৮-২০১৭ তারিখে বালক শাখায় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. খবির উদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম।

মহান বুদ্ধিজীবী দিবস

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের পক্ষ থেকে ১৪-১২-২০১৭ ইং তারিখ রায়ের বাজার বধ্যভূমির স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

শিক্ষা কার্যক্রম ২০১৭ বিবিধ সংক্ষিপ্ত আকারেঃ

এখানে জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বার্ষিক নানা কর্মকান্ডের আদ্যপান্ত বিন্যস্ত হলো:

১৮ মার্চ এবং ২৫ মার্চ বালক শাখায় অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

৪ এপ্রিল সকাল ১০ ঘটিকা হতে বেলা ২টা পর্যন্ত বালিকা শাখা শিক্ষকদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়।

৭ অক্টোবর চেয়ারম্যান মহোদয় এবং গভর্নিং বডির সদস্যদের সাথে সকল শিক্ষকের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৫ অক্টোবর ডিজিটাল ক্লাস নেয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং সকল শিক্ষকদের শিক্ষক বাতায়নের সদস্য করা হয়।

৭ নভেম্বর বালক ও বালিকা শাখা শিক্ষকদের সমন্বয়ে সিলেবাস তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়।

১৪ নভেম্বর থানা শিক্ষা অফিসার শিক্ষকদের লেসন প্ল্যান তৈরি করার উপর প্রশিক্ষণ দেন।

১১ ডিসেম্বর বিভিন্ন কমিটির শিক্ষকদের সাথে শাখা প্রধানদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ ডিসেম্বর প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয় এবং একাদশ শ্রেণির অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

২৭ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সকল শিক্ষকদের সমন্বয়ে বালিকা শাখায় সৃজনশীল প্রশ্নের উপর ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

তোমাদের সফলতায় আমরা গর্বিত

এগিয়ে যাও আগামীর পথে ....

আর্দ্রতা খান

একাদশ-বিজ্ঞান (আল-বিরুনী)

বার্ষিক ক্রীড়া সপ্তাহ - ২০০৯ আয়োজক ঃ ম্যাপেল লিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ
বার্ষিক ক্রীড়া সপ্তাহ -২০০৯, দৌড় প্রতিযোগিতা-২য়,
বার্ষিক ক্রীড়া সপ্তাহ -২০০৯, মার্বেল দৌড় প্রতিযোগিতা-২য়
বার্ষিক ক্রীড়া সপ্তাহ -২০১০, দৌড় প্রতিযোগিতা-১ম
ন্যাশনাল হাই স্কুল প্রোগ্রামিং কনটেস্ট - আঞ্চলিক পর্বের কুইজ বিজয়ী-২০১৫।
বাংলাদেশ ক্যাডেট একাডেমী বৃত্তি পরীক্ষা-জেনারেল গ্রেড এ বৃত্তি-২০১৫
নমিনেশন কি আনন্দ -কসপে (জোকার এর বেশে)-২০১৬
দ্বিতীয় বাংলাদেশ জুনিয়র সাইন্স অলিম্পিয়াড (BDJSO)-২০১৬-সেকেন্ড রানার্স আপ।
২য় বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড ক্যাম্প এ সুযোগ পাওয়া-২০১৬
সাফল্যজনক অংশগ্রহণকারী-চিলড্রেনস সাইন্স কংগ্রেস-২০১৬
বাংলাদেশ মডেলওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন সিমুলেশন ওয়ার্কশপ-২০১৬-স্পিকার এবং সাফল্যজনক অংশ গ্রহণকারী-MWHO
জাতীয় শোক দিবস চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা-২০১৬,বিশেষ পুরস্কার, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এণ্ড কলেজ
বার্ষিক মিলাদ মাহফিল উপলক্ষে ইসলামিক রচনা লিখন প্রতিযোগিতা-২০১৬, প্রথম স্থান, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ।
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা-২০১৬, শ্রেষ্ঠ অলংকরণ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এণ্ড কলেজ।

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ- ইংরেজি আবৃত্তি-দ্বিতীয় স্থান, উপস্থিত বক্তৃতা-দ্বিতীয় স্থান-২০১৭-মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ সাংস্মৃতিক সপ্তাহ ।
ছবি প্রদর্শনীর জন্য ফাইনাল রাউন্ডের কনটেস্ট -চিলড্রেন ফটোগ্রাফি কনটেস্ট -দুরন্ত শিশু কিশোর পত্রিকা-২০১৭
ছবি প্রদর্শনীর জন্য ফাইনাল রাউন্ডের কনটেস্ট নমিনেশন- বায়োস্কোপ ২ ফটোগ্রাফি ফেস্ট-২০১৭
তানভীর মুহাম্মদ ত্বকীর ২২তম জন্মদিন উপলক্ষে জাতীয় ত্বকী চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা-২০১৭-৫ম স্থান-সন্ত্রাস-নির্মূল ত্বকী মঞ্চ।

ফার্স্ট ন্যাশনাল ফটো গ্রাফার অ্যাওয়ার্ড -তৃতীয় স্থান -বাংলাদেশ ডিবেটিং সোসাইটি ফটোগ্রাফি ক্লাব-২০১৭
ন্যাশনালহাই স্কুল প্রোগ্রামিং কনটেস্ট -২০১৭- আঞ্চলিক পর্যায়ে ICT কুইজ উইনার।
সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-উপস্থিত বক্তৃতা ইংরেজি -১ম স্থান, বিতর্ক -রানার্স আপ-২০১৭, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ
জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৭, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা বিভাগে সেরা।
বার্ষিক ক্রীড়া সপ্তাহ-২০১৭, বর্শা নিক্ষেপ-৩য়, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ
খুদে গবেষক হিসেবে মনোনীত হওয়া-খুদে গবেষক সম্মেলন-২০১৭-চিন্তার চাষ বিজয়ী-ক্রিয়েটিভ আইডিয়া কম্পটিশন অফ এন্টিবায়োটিক আওয়ার্নেস ক্যাম্পেইন অর্গানাইজড বাই বাংলাদেশ মেডিকেল স্টুডেন্টস সোসাইটি অফলিয়েটেড উইথ IFMSA প্রোগ্রাম ও কমুনিকেবল ডিসিসেস, এ কম্পেটিশন এমং মেডিকেল স্টুডেন্টস-২০১৮
সেরা শিক্ষার্থী অ্যাওয়ার্ড -BSB ফাউন্ডেশন -২০১৮
ছবি প্রদর্শনীর জন্য ফাইনাল রাউন্ডের কনটেস্ট নমিনেশন এবং সার্টিফিকেট অফ অনার -প্রিপারেটরি ল্যাংগুয়েজে ক্লাব আয়োজিত ফটো গ্রাফিক্স টেস্ট-২০১৮
রেমিয়ান্জ ল্যাংগুয়েজ ক্লাব-৫ম ন্যাশনাল ল্যাংগুয়েজ ফেস্ট-এনগ্রামওয়ার্ড বিল্ডিং এ তৃতীয় ও বাংলা স্ক্রিপ্ট রাইটিং এ তৃতীয়-২০১৮
অংশগ্রহণকারী -ওয়ার্কশপ অনলিডারশিপ রোল ইন স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট-২০১৮-ঢাকা ইউনিভার্সিটি হেলথ ক্লাব।
সাফল্য জনক অংশগ্রহণকারী -ইয়ুথ লিডারশিপসামিট-উই দা ড্রিমার্স-২০১৮
সাংস্কৃতিক সপ্তাহ- ইংরেজি কবিতা আবৃতি-১ম স্থান, ইংরেজি উপস্থিত বক্তৃতা -৩য় স্থান, বাংলা উপস্থিত বক্তৃতা -৩য় স্থান, বিতর্ক -বিজয়ী -২০১৮, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ।
কেনেডি লুগার ইয়ুথ এক্সচেঞ্জ এন্ড স্টাডি প্রোগ্রাম-আমেরিকা-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক তরুণ রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত হওয়া -২০১৮
বার্ষিক ক্রীড়া সপ্তাহ-২০১৮, বর্শা নিক্ষেপ-২য়, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ
সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের হাত হতে আলোর মশাল এবং পতাকা নেবার জন্য মনোনয়ন পাওয়া -গণ হত্যা দিবস -২৫ মার্চ -সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম-২০১৮
কুইজ বিজয়ী-দুরন্ত কৈশোর অনুষ্ঠান-কিশোর কিশোরীদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-চ্যানেল আই।

নূর এ আয়েশা সিদ্দিকা

একাদশ-বিজ্ঞান (আল-বিরুনী)

গণিত অলিম্পিয়াড-২০১২, সেকেন্ড রানার্সআপ (বিভাগীয় পর্যায়)
গণিত অলিম্পিয়াড-২০১৫, ফার্স্ট রানার্সআপ (বিভাগীয় পর্যায়)
মিনা দিবস ও শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৫, বির্তক- শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক, কবিতা আবৃত্তি-২য়, উপস্থিত বক্তৃতা-১ম, চিত্রাংঙ্কন প্রতিযোগিতা-১ম।
জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বির্তক উৎসব-২০১৫, রানার্সআপ (দলীয়ভাবে)।
বঙ্গবন্ধুর ৪০ তম মৃতু বার্ষিকী উপলক্ষে খুলনা জেলা পরিষদ আয়োজিত- কবিতা আবৃত্তি- ১ম, রচনা প্রতিযোগিতা-২য়
কাবাডি ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা-২০১৫, বিভাগীয় পর্যায় চাম্পিয়ান এবং জাতীয় পর্যায়ে রানার্সাআপ (দলীয়ভাবে)।
সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০১৭, বছরের সেরা মেধাবী (বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ)।

দিবা বিশ্বাস
একাদশ-ব্যবসায় শিক্ষা (এইচ নিউম্যান)

১) JOSEPITE ENTREPRENEURS' DEN : প্রথমস্থান-Finance and Banking Olympiad
প্রথম স্থান-Business Entrepreneurship Olympiad
তৃতীয় স্থান-Accounting Olympiad
তৃতীয় স্থান-Financial Analyst

২) BAF SHAHEEN COLLEGE BUSINESS FAIR :
প্রথম স্থান-Accounting Olympiad
প্রথম স্থান-Finance and Management Olympiad

৩) MCPSC Science and Business Carnival: প্রথম স্থান-Finance and Banking Olympiad
দ্বিতীয় স্থান-Business Entrepreneurship

৪) SGHSC Science,Chess, and Cultural Festival :
প্রথম স্থান- General Science Olympiad
তৃতীয় স্থান-Accounting Olympiad

৫) JLRC Language Festival : দ্বিতীয় স্থান বাংলা-Olympiad

৬) Notre Dame Cultural Jubilation : প্রথম স্থান- Cultural Olympiad

৭) ACC Business Festival : দ্বিতীয় স্থান-Accounting Olympiad

৮) SAGC Science Festival : প্রথম স্থান- Business Olympiad

৯) DIC Business and Humanities Carnival : প্রথম স্থান-Business Olympiad

১০) LaboratoriansFestival : প্রথম স্থান- Sudoku Competition

১১) Youth Festival : তৃতীয় স্থান বাংলা- Olympiad

সাহিত্য সম্ভার

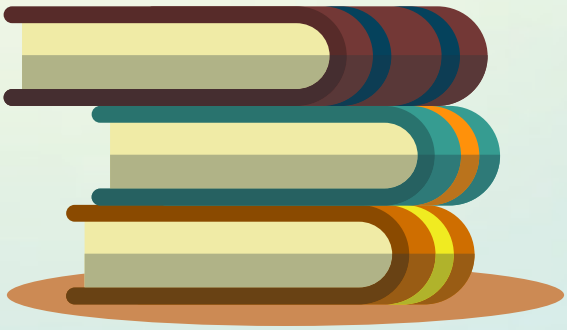

মুজাহাদাহ (ইসলামী বিধি-বিধান পালনে চেষ্টা করা)

মো. বেলায়েত হুসেন
অধ্যক্ষ

মুজাহাদাহ শব্দটি আরবি জুহদুন শব্দ থেকে নির্গত। যার শাব্দিক অর্থ হলো চুড়ান্ত সংগ্রাম, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংগ্রাম করা ইত্যাদি অর্থেও হয়। আরবি ভাষায় মুজাদাহ ও জিহাদ শব্দ দুটি একই অর্থে হয়। (সূত্র- আল মুজামুল ওয়াজিজ)। এছাড়াও মুজাদাহ বা দ্বীনের জন্য এবং আত্মা, শয়তান ও দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরলস চেষ্টা, টানা পরিশ্রম ও আজীবন সংগ্রাম করা।

এই মর্মে কোরআন মাজিদে অসংখ্য আয়াত রয়েছে নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল:

১. যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্ম পরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন (সূত্র- সূরা আনকাবূত ৬৯ আয়াত)

২. আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। (সূত্র- সূরা হিজর ৯৯ আয়াত)

৩. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও। (সূত্র- সূরা মুযযাম্মিল ৮ আয়াত)

৪. সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। (সূত্র- সূরা যিলযাল ৭ আয়াত)

৫. তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহওর পাবে। (সূত্র- সূরা মুযযাম্মিল ২০ আয়াত)

৬. আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। (সূত্র- সূরা বাক্বারাহ ২৭৩ আয়াত)

এই মর্মে অসংখ্য হাদিস আছে নিম্নে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হল:

১। আবু হুরাইরাহ (রা:) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল। আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা-- যা আমি তার উপর ফরয করেছি। (অথ্যাৎ ফরজ ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশী পছন্দনীয়।) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। অত:পর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার ঐ-কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার ঐ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার ঐ হাত হয়ে যায়, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার ঐ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে! আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তাহলে আমি তাকে দিই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায় আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেই।" সহীহুল বুখারী ৬৫০২

২। আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (স:) তার মহান প্রভু হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, "যখন বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তখন আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যখন সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তখন আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হই । আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে তখন আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।" (সহীহুল বুখারী ৭৫৩৬, ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫২৭, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮, ৩৬০৩)

৩। আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (স:) রাতে (এক র্দীঘ) কিয়াম করতেন যে, তার পা দুখানি (ফুলে) ফেটে (দাগ পড়ে) যেত। একদা আমি তাকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এরূপ কাজ কেন করছেন? আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের সমস্ত পাপ মোচন ক'রে দিয়েছেন।' তিনি বললেন,"আমি কি তার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পছন্দ করব না?" (সহীহুল বুখারী ৪৮৩৭, ১১১৮, ১১১৯, মুসলিম ৭৩১)

৪। আবু হুরাইরাহ (রা:) কর্তৃক বর্ণিত, (দেহমনে) সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা বেশী প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তুমি ঐ জিনিসে যত্নবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। যদি তোমার কিছু ক্ষতি হয়, তাহলে একথা বলো না যে, 'যদি আমি এরকম করতাম, তাহলে এরকম হত।' বরং বলো 'আল্লাহ (লিখিত) ভাগ্য এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন ।' কারণ, 'যদি' (শব্দ) শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে দেয়। (সহীহুল বুখারী ২৬৬৪, ইবনে মাজাহ ৭৯, ৪১৬৮, তিরমিযী ২৩০৪)।

৫। আনাস (রা:) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, "তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায়: তার আত্নীয়-স্বজন, তার মাল ও তার আমল । অত:পর দু'টি জিনিস ফিরে আসে এবং একটি জিনিস রয়ে যায়। তার আত্নীয়স্বজন ও তার মাল ফিরে আসে এবং তার আমল (তার সঙ্গে) রয়ে যায়। "(সহীহুল বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ২৯৬০)।

ভার্চুয়াল জগৎ ও আমাদের সন্তানেরা

নাজমা পারভীন
সহকারী অধ্যাপক
সমাজকর্ম বিভাগ

প্রযুক্তি! বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার আমাদের জীবনে কি না এনে দিয়েছে। আমরা আজ বিশ্বের সব জায়গার সব চিত্র লাইভ দেখতে পাই। এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কি হতে পারে। কি অতীত, কি ভবিষ্যৎ, বিশ্ব আজ হাতের মুঠোয়। আর বর্তমান সে তো বলাই বাহুল্য। প্রতি মুহূর্ত প্রযুক্তির সাথেই আছি। প্রযুক্তি ছাড়া আমাদের চলেই না। বিশ্ব অচল হয়ে যায় যদি কয়েক মিনিটের জন্য ইন্টারনেট বন্ধ থাকে। ক্লাসের স্মার্ট মেয়েটি, অফিসের করিৎকর্মা সহকর্মী, প্রতিবেশী কার নেই ফেসবুক আইডি। সবার হাতে হাতে স্মার্ট ফোন। আমরাও চাই। এভাবেই শুরু হয়ে গেল এক ঝাঁক ফেসবুক বন্ধু। কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত বিভিন্ন গবেষণা তথ্য বলছে ফেসবুক চালাতে চালাতে কখন যে এর প্রতি আসক্তি চলে আসে আমরা টেরই পাই না। ফেসবুক ও ইউটিউবসহ ১১টি ভার্চুয়াল যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে গবেষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানীরা। এতে অংশ নেন ১৯ থেকে ৩২ বছর বয়সী ১,৭৮৭ জন। যারা দিনে দুই ঘন্টার বেশি সময় কাটান উপর্যুক্ত প্রযুক্তির সাথে। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে দেখা দিল প্রবল একাকিত্ব। গবেষণায় আরো উঠে এসেছে ভার্চুয়াল জগতে যারা যত বেশি সময় কাটায় তারা তত বেশি নিঃসঙ্গ ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল তাঁর এক লেখায় বলেছেন - 'কোকেন আসক্ত একজন ব্যক্তিকে যদি মাদক না দেয়া হয় তাহলে তার মস্তিস্কে যে কেমিক্যালগুলো বের হয়ে তাকে অস্থির করে তোলে, ফেসবুক আসক্ত ব্যক্তির অনুরূপ আচরণ দেখা দেয়।' শিশু কিশোর সন্তানদের সামলাতে এখন ঘরে ঘরে বাবা-মায়ের নাজেহাল অবস্থা। সন্তান আর তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। এর কারণ সন্তানকে এখন নিয়ন্ত্রণ করছে তাঁদেরই কিনে দেয়া স্মার্ট ফোন আর ভিডিও গেমস। ২০১৬ সালে ইউনিসেফ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বে প্রতি তিন জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একজনই শিশু। যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশনের' তথ্য হলো ২০১০ সাল থেকে বর্তমান বিশ্বে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের বিষন্নতায় ভোগা ও আত্মহত্যা প্রবণতা বেড়ে গেছে। কিশোরীদের ক্ষেত্রে এই হার তুলনামূলক বেশি। পরবর্তী পাঁচ বছরে যা আরো বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৫ ভাগে। আর বিষন্নতায় ভোগার হার বেড়েছে ৩৩ ভাগ। গবেষণায় বলা হয়েছে এজন্য দায়ী প্রযুক্তি পণ্যের অতিরিক্ত ব্যবহার। যে সব কিশোর কিশোরীদের স্মার্টফোন বা অন্যান্য ডিভাইস দিনে পাঁচ ঘন্টার অধিক সময় ব্যয় করছে, তাদের ৪৮ ভাগ অন্তত একবার হলেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে। (হিন্দুস্তান টাইমস, ১৫ নভেম্বর, ২০১৭) ঘন ঘন সেলফি তোলা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করার জন্য ব্যাকুল হওয়ার নামই সেলফিটিস। মনোবিজ্ঞানীরা একে মানসিক রোগ বলে চিহ্নিত করেছেন। যারা হীনমন্যতায় ভোগে এবং অনুকরণ প্রিয় তারাই মূলত সেলফি রোগে আক্রান্ত। (দি টেলিগ্রাফ, ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৭)

একজন ব্যক্তি গড়পড়তা দিনে অন্তত দেড়শ বার স্মার্ট ফোনের মেসেজ বা নোটিফিকেশন চেক করেন। শুধু তাই নয় প্রয়োজন ছাড়াই স্মার্টফোনের স্ক্রিন অন-অফ করেন বা ওয়াল পেপার দেখেন দিনে প্রায় দু'হাজার বার। (দি গার্ডিয়ান ১১ নভেম্বর, ২০১৭)। ছয় মাসের শিশু স্মার্ট ফোনের স্ক্রিন স্ক্রল করা শিখে গেছে। ইউটিউবের ভিডিও না দেখে সে খেতেই চায় না। কিংবা দশ বছরের ছেলেটি মেইল করাসহ কম্পিউটারের যাবতীয় কাজ করতে পারে। মায়ের ফেসবুক খুলে দেয়া, মেইল চেক করা, আইডি, পাসওয়ার্ড হাইড করা অর্থাৎ মায়ের আইটি উপদেষ্টা। মা খুশিতে সবার কাছে গল্প করে সন্তানের স্মার্ট ফোনের জ্ঞান গরিমা নিয়ে। আশ্চর্যের বিষয় হলো অধিকাংশই জানে না যে, স্মার্ট ফোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও ইউটিউব জাতীয় কোম্পানির শীর্ষ নির্বাহীরা প্রযুক্তিপণ্য থেকে তাদের সন্তানদের কতটা দূরে রাখেন। আইফোন ও আইপ্যাডের নতুন মডেল বাজারে আসার আগেই অন লাইনে শত শত পিস আগাম বিক্রি হয়ে যায়। নিজের কিডনি বিক্রি করে এক তরুণ আইপ্যাড কিনেছে এমন নজিরও আছে। যে গ্যাজেট নিয়ে এতো কিছু তার নির্মাতা অ্যাপলের কর্ণধার স্টিভ জবস কখনও তার সন্তানদের আইপ্যাড ব্যবহার করতে দেননি। ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ নিজে কখনও তার একাউন্ট দেখেন না সে জন্য তিনি ১২ জন সহকারী রেখেছেন। বিল গেটসের প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট

সারা পৃথিবীর কম্পিউটার জগৎ দোর্দন্ড প্রতাপে শাসন করছে। অথচ তার সন্তানেরা দিনে সর্বোচ্চ ৪৫ মিনিটের বেশি কম্পিউটার ব্যবহার করার সুযোগ পায় না। ফেসবুকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট চামাথ, সাত বছর ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানোর গুরু দায়িত্বে থাকলেও নিজে ফেসবুক ব্যবহার করেন না। টুইটারের সাবেক চেয়ারম্যান উইলিয়াম ইভান দুই শিশুপুত্রকে আইপ্যাডের বদলে কিনে দিয়েছেন বই। ফেসবুকে লাইকের উদ্ভাবক জাস্টিন রোজেনস্টাইন নিজের ফোন থেকে লাইক বাটনটি সরিয়ে ফেলেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে এটুকু বুঝা গেল সিলিকন ভ্যালির হর্তাকর্তারা নিজে এবং পরিবারকে প্রযুক্তি পণ্য সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপস থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন। কোটি কোটি শিশু কিশোরের মগজের বারোটা বাজালেও এসব প্রযুক্তি উদ্ভাবকেরা নিজের পরিবারকে আগলে রাখেন। যুক্তরাজ্যে ৬০ লাখেরও বেশি কর্মী দুশ্চিন্তায় আছেন। তাঁদের ভয়, আগামী এক দশকের মধ্যে যন্ত্র তাঁদের কাজ দখল করে নেবে। বিশ্বের যে কোন উন্নত দেশের কর্মীদেরই এমন ভয় বিদ্যমান। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এক বিতর্কে প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের ফলে দেশটিতে বেকারত্বের হার বাড়ার আশঙ্কার কথা জানান দেশটির প্রধান বিরোধী দল লেবার পার্টির নেত্রী ইভেট কুপার অর্থনীতির চালিকা শক্তি যদি হয় যন্ত্র, তবে যুক্তরাজ্যে ব্যাপক শ্রেণী বৈষম্য দেখা দিতে পারে। যুক্তরাজ্যের অন লাইন ভিত্তিক খুচরা বিক্রেতা - 'শপ ডিরেক্ট' ইতিমধ্যে প্রায় দুই হাজার কর্মী ছাটাইয়ের পরিকল্পনা করছে। প্রযুক্তি ব্যবহারে নতুন বন্টন কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' যুক্তরাজ্য জুড়ে প্রায় দেড় কোটি লোকের কর্ম হারানোর আগাম বার্তা জানিয়েছে। ইংল্যান্ডের নগর নীতি গবেষণা ইউনিট - সেন্টার ফর সিটিস জানিয়েছে - যুক্তরাজ্যে ৪৪% চাকুরি যন্ত্রের সঙ্গে বদল হবে। (সূত্র- দি গার্ডিয়ান)

তবে প্রযুক্তির উন্নয়নে বেকারত্ব বাড়বে বলে প্রযুক্তি বিকাশে বাঁধা সৃষ্টির পক্ষে আমরা কেউ নই। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে আজকে যেখানে যত অস্থিরতা তার পেছনে রয়েছে ভার্চুয়াল ভাইরাস। একটু একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে ব্যক্তি মানুষের নৈতিকতা, বন্ধন, বিশ্বস্ততা, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা। ফেসবুক, টুইটার, স্ন্যাপচ্যাট, ইন্সটাগ্রাম, ইউটিউব সেলফি ভার্চুয়াল গেম, স্মার্ট টিভি, স্মার্ট ফোন ইত্যাদির লাগামহীন ব্যবহার এখন তৈরি করছে জটিল মনো-দৈহিক রোগ। হুমকির মুখে ফেলেছে মানব সভ্যতার চিরায়ত মূল্যবোধগুলো। আজকের যুব সমাজকে করছে আত্মকেন্দ্রিক, বিষন্ন ও হতাশাগ্রস্ত। এদের সুস্থতা ও রোগ মুক্তির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এখন চালু করছে 'স্মার্ট ফোন' রিহ্যাব সেন্টার।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ কায়কোবাদ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন- "বর্তমানে মোবাইলসহ অন্যান্য গ্যাজেটের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় আমাদের সন্তানেরা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। স্মার্ট ফোন আর এই ধরনের ডিভাইসগুলোর কারণে ক্রমেই চিন্তা ভাবনা করার সামর্থ আমরা হারিয়ে ফেলছি।" তাই আমরা প্রয়োজনে অবশ্যই প্রযুক্তির সাথে থাকবো, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। সেটা যেন আসক্তিতে পরিণত না হয়, সেদিকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। (তথ্যসূত্র: দ্যা গার্ডিয়ান, বিবিসি, দ্য টাইমস, প্রথম আলো, কোয়ান্টাম বুলেটিন।)

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় জীবন কত সহজ ভাবতেও অবাক লাগে!

প্রকাশ কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

দৈনন্দিন জীবনে এখন আর কেউ মোবাইল ফোন ছাড়া এক মুহূর্তও চিন্তা করতে পারে না। এখন ধনী-গরীব সবার হাতেই মোবাইল ফোন দেখা যায়। ফোনটি ব্যবহার করতে গিয়ে ফোনটি নষ্ট হতে পারে, হারিয়ে যেতে পারে, এমনকি চুরিও হতে পারে। আর এর পরই তার ফোনে যত নম্বর সংরক্ষণ করা ছিল তা শেষ হয়ে যাবে। এখন তিনি কিভাবে উক্ত নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করবেন? এ ধরনের কথা প্রায়ই শোনা যায়। আসুন আমরা জেনে নিই, কিভাবে আপনার ফোন চুরি হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলেও আপনার ফোনের সকল নম্বর অক্ষত বা আপনারই থাকবে। নতুন সেট কিনেই

আপনি সকল নম্বরই পেয়ে যেতে পারেন। আপনার কাজ হবে আপনার নামে একটি জিমেইলে একাউন্ট খুলবেন। এরপর যখন কোন ফোন নম্বর সংরক্ষণ করতে যাবেন তখন দেখবেন আপনার ফোনে লেখা আসবে- আপনি উক্ত নম্বরটি কোথায় সংরক্ষণ করতে চান? মোবাইল সেটে? সিমে? নাকি জিমেইল একাউন্টে? এখন আপনি যদি জিমেইল একাউন্টে মোবাইল নম্বরটি সংরক্ষণ করেন তাহলে এ নম্বরটি আর কখনো হারিয়ে যাবে না।

আজকাল মোবাইল ফোনে প্রতারক চক্র ফোন করে বিভিন্ন ধরনের হুমকি এমনকি চাঁদাবাজিও করে থাকে। এ থেকে নিরাপদে থাকার জন্য আপনার ফোনে ট্রুকলার অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন। আপনি যদি না জেনে থাকেন এটির ব্যাপারে, তাহলে বলি, এই অ্যাপটি মূলত আপনার ফোনের সকল ইনকামিং এবং আউটগোয়িং কল এবং টেক্সট মেসেজ আইডেন্টিফাই করে। যেমন, আপনার ফোনে এইমাত্র আসা টেক্সট মেসেজটি বা কলটি আসলে কে করেছে, সেটি কোনো স্প্যাম কিনা এবং মেসেজটি কে করেছে এবং কলটির নাম না উঠলে ফোনটি ধরা ঠিক হবে কিনা আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আপনার ফোনে আসা কলটির নম্বর যদি আপনার কন্টাক্ট লিস্টে পূর্বে সংরক্ষণ করা নাও থাকে, তবুও ট্রুকলার অ্যাপটি আপনাকে বলে দিতে পারবে যে এই কলটি আসলে কে করেছে? তাছাড়া, আপনি নিজেও যদি এমন কোনো নম্বরে ফোন করেন যেটি আপনার কন্টাক্ট লিস্টে সংরক্ষণ করা নেই, তাহলেও ট্রুকলার অ্যাপটি আপনাকে সাথে সাথে জানিয়ে দিতে পারে যে আপনি কলটি আসলে কাকে করছেন? এ থেকে আপনি ফোনের প্রতারণা থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

যেখানে বেশি সুবিধা সেখানেই ঝামেলা। বর্তমানে ই-মেইলে তথ্য আদান-প্রদান করা ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। আর এখানে ফাঁদ পেতে বসে আছে অজস্র হ্যাকার বা প্রতারক চক্র। এজন্য ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের আগেই জানতে হবে কিভাবে ইন্টারনেটে নিরাপদ থাকা যায়। ই-মেইলের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার শিকার হন নাই বা বিভিন্ন ধরনের প্রতারণামূলক মেইল আসে নাই এমন ই-মেইল ব্যবহারকারী পাওয়া দুস্কর। প্রায়ই ই-মেইলের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের স্প্যাম মেসেজ আসে। যেখানে লেখা থাকে আপনি লটারীতে এতো লক্ষ পাউন্ড বা এত ইউরো পেয়েছেন। আপনি একজন সৌভাগ্যবান। অথবা মেইল আসে আপনার তথ্য যাচাই করার পর মনে হচ্ছে আপনি একজন সেই ব্যক্তি যে কিনা আমার সারা জীবনের জমানো সম্পদ আপনার দেশে বা আপনার সাথে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। ই-মেইলগুলো এমন যে, আমার স্বামী/বাবা এখন হাসপাতালে, সে এখন লাইফ সার্পোটে, কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যাবে। তাই আমার যাবতীয় সম্পদ আইনজীবির মাধ্যমে আপনার নামে দিতে চাই। হয়ত এ ধরনের ই-মেইল পাওয়ার পরই আপনি ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে হিসেব করে ফেলেছেন যে, এত পরিমাণ সম্পদ আপনার জীবনে আর হবে না। এ ধরনের লোভনীয় অফারে আপনিও আপনার নাম, ব্যাংকের নামসহ যাবতীয় তথ্য তাদের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর কয়েকদিন পর আপনাকে জানানো হবে যে এ ধরনের ইনভেস্ট করার জন্য প্রসেসিং ফি বাবদ তাদের একাউন্টে ২০০/৩০০ ডলার পাঠাতে হবে। আর আপনি যখনই উক্ত ডলার পাঠাবেন এর পর থেকে আপনার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিবে। এভাবে ঐ ধরনের প্রতারক চক্র বিশ্বের হাজার হাজার লোকের সাথে প্রতারণা করে চলছে। এজন্য এ ধরনের ই-মেইল থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ। তাই আমি বলতে চাই, অনলাইন ব্যবহারকারিরা কখনো অজানা ই-মেইল বা স্প্যামে আসা ই-মেইল চেক করবেন না এবং তাদের সস্তা কথায় নিজেকে প্রতারণায় ফেলবেন না। আপনার ই-মেইল থেকে প্রতারণা করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি করে নিতে পারে। এজন্য আপনার একাউন্টে অনেক সময় এমন ধরনের ই-মেইল পেয়ে থাকবেন যা দেখতে অবিকল সার্ভিস প্রোভাইডার কর্তৃক পাঠানো ই-মেইলের অনুরূপ। সেখানে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ই-মেইলের নাম ও পাসওয়ার্ড দিতে বলা হয়। এভাবে তারা পাসওয়ার্ড পেয়ে যায়। আবার অনেক সময় কেউ একাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে চাচ্ছে এবং আপনার একাউন্টে টাকা জমা দিতে চাচ্ছে। এ ধরনের প্রতারণা ফিশিং এর মাধ্যমে সাধারণত: গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকসেস কোড, পিন নম্বর, ক্রেডিট কার্ড নম্বর, ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ই-মেইলের পাসওয়ার্ড চুরি করে থাকে। পরবর্তীতে আপনার ই-মেইল ব্যবহার করেই আপনার যত ধরনের বন্ধু-বান্ধবেরর সাথে ই-মেইলে যোগাযোগ হয়, তাদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ই-মেইল পাঠাবে। যেমন আপনি অসুস্থ বা আপনি বিদেশে ট্রেনিং এ গিয়ে সব কিছু হারিয়ে এখন হোটেলের বিল পরিশোধ করতে পারছেন না। এ মুহূর্তে আপনার নামে কিছু টাকা পাঠাতে বলা হচ্ছে। হয়ত বা আপনার এ ধরনের বিপদে যে কেউ এগিয়ে আসতেই পারে। আর তখনই আপনার ই-মেইল ব্যবহার করে প্রতারক চক্র আপনাকে ক্ষতি করে ফেলবে। আবার টেলিফোন বা অডিও ব্যবহারে ভয়েস ফিশিং মাধ্যমে আপনাকে লটারি বিজয়ীর সংবাদ জানিয়ে অথবা

ই-মেইল বা ওয়েবসাইটের তথ্য আপডেট করার অনুরোধ করে তথ্য সংগ্রহ করে ক্ষতিসাধন করতে পারে। আপনি সর্তক হন এবং অন্যকে সর্তক হতে সাহায্য করুন।

আজকাল কাউকে কোনো একটি ফাইল ডকুমেন্ট আকারে পাঠাতে বললেই বলে ফেলে, আমি তো টাইপ করতে পারি না বা আমার টাইপ করতে অনেক সময় লাগবে এবং ভুল হতে পারে বা আমার দ্বারা বাংলা বা ইংরেজি টাইপ করে পাঠানো সম্ভব না। এখন কীবোর্ডের মাধ্যমে টাইপ না করেও আপনি অনায়াসে ফাইল ডকুমেন্ট আকারে মুহূর্তের মধ্যে পাঠাতে পারেন। জেনে নিন এ কাজটি কিভাবে করবেন?

ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, মোবাইল বা ট্যাবে অনায়াসে ব্যবহার করা যায় গুগল ড্রাইভ। এ ড্রাইভের সাথে চমৎকারভাবে সিনক্রোনাইজ করে রয়েছে গুগল ডকস। এমএস অফিসের মতই কাজ করে এটি। বাড়তি হিসেবে অনলাইনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণ করা যায়। গুগল ডকসের ব্যবহার আরো সহজ করতে এতে যোগ করা হয়েছে ভয়েস টাইপিং। টাইপ না করেই লেখা যাবে এটি দিয়ে। এ ফিচার ব্যবহার করতে হলে গুগল ক্রোম ব্রাউজার দিয়ে প্রথমে গুগল লিঙ্কে যেতে হবে। যদি জিমেইলে লগইন করা না থাকে তাহলে লগইন করতে হবে। তারপর নতুন একটি ডকুমেন্ট ওপেন করতে হবে। তাহলে এমএস অফিসের মতই ডকুমেন্ট ফাইল ওপেন হবে। তারপর টুল মেনু থেকে ভয়েস টাইপিং অপশনটি নির্বাচন করতে হবে। এরপর ল্যাংগুয়েজ হিসেবে বাংলা বা ইংরেজি যে ভাষায় প্রয়োজন সেই ভাষা সিলেক্ট করে বাম পাশে মাইক্রোফোনের মতো একটি আইকন আসবে। এ আইকনে ক্লিক করে মাইক্রোফোনের সাহায্যে ভয়েস কমান্ড দিলে তা স্বয়ংক্রিভাবে টাইপ হতে থাকবে। কি মজা তাই না? আর আপনাকে টাইপ করতে হবে না। শুধু মুখে বলবেন আর লেখা হয়ে যাবে। তাই বলা যায়, প্রযুক্তির ছোঁয়ায় জীবন কত সহজ ভাবতেও অবাক লাগে!

ফিরে ফিরে আসে

নাসিমা আখতার
প্রভাষক (অর্থনীতি)

কাল রাতেও পারমিতার ভাল ঘুম হয়নি। ভাল মানে- বলতে গেলে ঘুমই হয়নি। ছাড়া ছাড়াভাবে তন্দ্রার মধ্যে দুই মাসের 'নাতী'টার থেকে থেকে কান্নার শব্দে ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসেন, ভাবেন-দৌড়ে পাশের ঘরে গিয়ে 'নাতী'টাকে কোলে তুলে একটু ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আসেন, কিন্তু যান না। না থাক- গভীর রাত- ওদের ঘরে এসময় ঢোকাটা অশোভন হবে- তাছাড়া ওদেরকে তো দায়িত্ব নেয়া শিখতে হবে- পারতে হবে। বেচারী বৌউটা সারাটা দিন বাচ্চাটাকে একা সামলায়- ছেলে সকাল আটটায় অফিসে যায়- বাসায় ফিরে রাত আটটায়- ক্লান্ত থাকলেও এসেই ছেলের উপর হামলে পড়ে- গল্প করা, গান শুনানো- অফিসের সব ছোট ছোট গল্প ছেলেকে শোনায়- ওর ছেলে নাকি সব বুঝে- পাগল আর কি! পারমিতাকে ভোর পাঁচটায় উঠে তড়িঘড়ি রেডি হয়ে ৭ টার মধ্যে নিজের অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হয়। ৩ টার মধ্যে বাসায় ফিরে নিজে খাবেন, বিশ্রাম নিবেন- কাজের লোক সামলাবেন, না নাতী নিবেন! তবুও ওরই মধ্যে, এত ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে নাতীটাকে একটু নেড়ে-চেড়ে আবার মায়ের কোলে দিয়ে দেন। সন্ধার পর ফুসরত হয় নাতীর সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর। এরপর রাতের রান্না করা, টেবিল লাগানো- খাবার ফ্রিজে তোলা- পরদিন সকালের জন্য সকলের নাস্তা রেডি করা- এসব সারতে সারতে রাত বারটা। তার মধ্যেই এতটুকু দেব শিশুটি তাকে টানতে থাকে। একটু পর পর ওকে কোলে নেন, ঘুম পাড়িয়ে দেন। একটু একটু করে এখন শিশুটি চারিদিক দেখতে শিখেছে। চোখে তার অপার বিস্ময়! ঘুমের মধ্যে যখন ফোক্‌লা মাড়িতে হাসে- কি যে ভাল লাগে- কী যাদু যে আছে ঐ হাসিতে- পারমিতা ফিরে যান নিজের মাতৃত্বকালীন সময়ে। যেন তারই সেই ৩৫ বছর আগের ছেলেটি আবার অন্য এক মায়ের কোলে ফিরে এসেছে। নিজের মধ্যে প্রবল এক মাতৃত্বের ক্ষুধা জেগে উঠেছে যেন আবার। অবুঝ শিশুর নানা ভঙ্গী, ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না- ঘুমের মধ্যে হাসি আর কান্না- একি কঠিন ঘোর- আর মায়ার জালে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন- একটু পর পর না দেখলে মন অস্থির হয়ে উঠে- কাঁদলে মনে হয় ওরা পারছে না- ওরা মনে হয় বুঝতে পারছে না শিশুটির কী কষ্ট- তিনি দৌড়ে যেতে চান- মাঝে মাঝে

যান- আবার কখনও কখনও থমকে থেমে যান। বউটা ৪ মাসের ছুটি শেষে নিজ বাসায় চলে যাবে- সেই দিনের কষ্টটা এখন থেকেই তাকে কাঁদাচ্ছে- ভাবাচ্ছে।

আজ সকাল আটটার ফ্লাইটে ওরা কক্সবাজার যাচ্ছে- তাই ভোর ৬ টায় উঠে গোছাচ্ছে- তোড়জোড়, এতেই তার রাতের ঘুম হারাম হয়েছে। ফজরের নামাজ পড়ে তিনি চুপচাপ সোফায় বসে আছেন। ওরা ঘর থেকে বের হলে তিনি নাতীটাকে কোলে নিবেন। তার নিজের বন্ধুদেরকেই দেখেছেন, নাতী নিয়ে নানা আহ্বলাদী করা। তখন তার সবকিছুই একটু বাড়াবাড়িই মনে হত। বছরে দু'একবার কোথাও কোন অনুষ্ঠানে একত্র হলেও নিজেদের কোন কথা কেউ আর বলে না- স্বামীর নামে অভিযোগ করে না। কাজের বুয়াদের কান্ড-কারখানার আলাপের ঢেউ নেই, লেটেষ্ট গয়না-শাড়ীর খোঁজ খবর আদান প্রদান নেই, পছন্দের খাবারের রেসিপি শোনার আগ্রহ নেই, সবাই যার যার নাতী/নাতনীর গল্পে বুঁদ হয়ে থাকত। পারমিতার একেকসময় রাগও হত খুব। আরে! এতদিন পর বন্ধুরা এক জায়গায় হলাম- আয়, একটু নিজেদের কথা বলি- তা নয়- 'জানিস আমার বাবুটা এভাবে হাসে- এভাবে কাঁদে'– এইসব কাহিনী বিস্তার, তারপর বিদায় যে যার জায়গায়। না, ওর নিজের ঘরে তখনও নাতী-পুতি আসেনি- তাই সেদিন বন্ধুদের আনন্দের মর্ম ও বুঝতে পারেনি। আজ হাড়ে হাড়ে বুঝছে সে একী কঠিন টান। তাই বুঝি 'আসলের চেয়ে সুদ মজা' কথাটার এত চল। সোফায় বসে ভাবতে ভাবতে চোখটা আবার লেগে এল পারমিতার। ছেলের ডাকে ঘোর ভাঙ্গে। মা নাও- তোমার নাতীকে কোলে নাও- দেখ, তোমার দেয়া ড্রেসটা ওকে কেমন মানিয়েছে। সত্যি- তাকিয়ে দেখেন কী চমৎকার লাগছে। চোখে ঘুমের ঘোর- ঠোঁটে মধুর এক রহস্যময় হাসি- কে বলবে একটু আগে কাপড় বদলানোর সময় কী ত্রাহী চিৎকার করছিল। ওর চিৎকার করে কান্নার সময় স্থির হয়ে বসে থাকা বুড়ো-বুড়ির জন্য বড়ই কষ্টের- কিন্তু ধৈর্য্য ধরা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

নাতীর মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উনি নিজের ছেলের মুখটাই দেখতে পান। বুকের সাথে চেপে ধরেন শিশুটিকে। আ! কী শান্তি! ছেলে ডাক দেয়- মা দাও ওকে। উনি সেই ডাকের সাড়া দিতে পারেন না- উঠতেও পারেন না- এইতো এখনই ওরা রওনা হবে। কী করে তিনি অফিস থেকে এই শুন্য ঘরে ফিরবেন ! দোলনাটা তো তার নিজের ঘরেই রাখেন- ঘুরে ফিরে দোল দেন- নাতীর সাথে অনাবশ্যক আগডুম বাগডুম কথা বলেন। আজ কী হবে ! ছেলে ডেকেই যায়, উনি স্থবিরের মত বসেই থাকেন- চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে পানি গড়িয়ে পড়ে- তুলে দেন নাতীকে তার ছেলের কোলে। দরজা থেকে দ্রুত ঘরে ফিরে আসেন- বিদায় দিতে আর গাড়ি পর্যন্ত যান না। সুদূর অতীতের একটা এমনই দিন তার মনের পর্দায় ছবির মত ভেসে উঠে।

তখন তার ছেলের বয়স ৬ মাস। ছেলেকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি গ্রামে গিয়ে ১ মাস ছিলেন। ফিরে আসার দিন সকাল থেকে শ্বাশুড়ীকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিদায়ের সময় হয়ে এল- তবুও শ্বাশুড়ীর খোঁজ নেই। এদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে। ট্রেনের সময় মিস্ হয়ে গেলে বাসে যেতে খুব কষ্ট হবে- তাই শ্বাশুড়ীর উপর তীব্র ক্ষোভে মন সেদিন তেঁতে উঠেছিল। মনে মনে বলেছিল- বুড়ো মানুষের যদি কোন কান্ডজ্ঞান থাকে- আরে, ছেলে-বউ নাতী-পুতি বেড়াতে আসবে-হৈ চৈ করবে- সময় মত বিদায় হবে- এটাইতো নিয়ম- তার জন্য এত লুকোচুরি খেলা কেন? যত্তসব! শেষ পর্যন্ত সেদিন শ্বাশুড়ীর সাথে বিদায় না নিয়েই ওরা রওনা দিয়েছিল। তারপর থেকে যতবার ওরা দেশে গিয়েছে, বিদায়ের সময় শ্বাশুড়ীকে আর পাওয়া যেত না- ভোর না হতেই- কোথায় তিনি লুকাতেন বা কেউ তাঁকে ডাকলেও সাড়া দিতেন না। সেসব দিনগুলোতে পারমিতার খুব রাগ হত। বিদায়ের দিনটি তার কাছে ছিল একটি আতঙ্কের মত। কীভাবে সব কুল ঠিক রেখে তাড়াতাড়ি ছোট্ট সোনামণিটাকে নিয়ে নিজের সংসারে ফিরবে এই ব্যকুলতায় সে বিভোর হয়ে থাকতো।

শ্বাশুড়ীর লুকিয়ে থাকার মনস্তত্বটা সেদিন ও বুঝেনি। আজ নিজের নাতীটাকে বিদায় দিতেও লুকায়নি ঠিকই কিন্তু মন সত্যিই লুকাতে চেয়েছিল। মনে হয়েছিল- ওরা চলে যাক- তারপর আমি উঠব। হ্যাঁ! উঠতে তো হবেই- উঠতে হয়। আমি যা দিয়েছি- প্রকৃতিই তা আবার আমাকেই ফেরৎ দিবে। সবার জীবনেই এভাবে জীবন যাপনের কষ্টের মূহুর্তগুলো ফিরে ফিরে আসে। আমি যা প্রত্যাশা করি, তা কী আমি দিয়েছি? আজ নিজের কাছেই নিজের এই প্রশ্ন। সবাই যদি নিজেকে এই প্রশ্নটি করে - তুমি তোমার সন্তানকে উজাড় করে সব দিয়েছ- তোমার সন্তান তার সন্তানকে দিবে এতে দোষের কী? এভাবেই সবাই সবার নিচের দিকেই দিতে থাকবে- উপরে মুখ তুলে তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্থ, স্নেহান্ধ মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে নতুনদের মনে ঝংকার তুলবে- "তোমরা এত অবুঝ কেন?"

আমার নানা রঙের দিনগুলি

দিল আফরোজ
প্রভাষক (গার্হস্থ্য বিজ্ঞান)

সেই দিনটিও ছিল ১ জুলাই। আমার কলেজ জীবনের প্রথম দিন। জীবনের নতুন একটা অধ্যায়ের সূচনা। অদ্ভুত সুন্দর অন্যরকম একটা জীবন, সবার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আমি এই প্রতিষ্ঠানে আমার কলেজের সুন্দর সময়টা পার করেছি। প্রথম দিন এসেই শাহীন ম্যাডামের কমনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেই মুগ্ধতা আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকলো দীনেশ স্যার, বেলায়েত স্যার (বর্তমানে প্রিন্সিপাল স্যার), শফিক স্যার, মোয়াজ্জেম স্যার, দিলরুবা ম্যাডাম, নিলুফার ম্যাডাম, ইয়াসমিন ম্যাডাম সহ অন্যান্য শিক্ষকদের সান্নিধ্যে এসে। যে কোন গ্রুপের ছাত্রীদের ব্যাপারেই তাদের আন্তরিকতা ছিল সীমাহীন। সেই সময় আমাদের শিডিউলে গানের ক্লাস ছিল সপ্তাহে একদিন। প্রথম যেদিন গানের ক্লাস হল, ক্লাসে এসে প্রবেশ করলেন এলি মিস। দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর তাঁর গানের গলা। সেইদিন থেকেই আমার রবীন্দ্র সঙ্গীতের সাথে ভালোবাসার শুরু। আমার আজও মনে আছে, চোখ বন্ধ করে ক্লাসের প্রতিটা মেয়ে ম্যাডামের সাথে গাইছিলাম "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।" অদ্ভুত এক অপার্থিব পরিবেশ পুরো ক্লাসরুম জুড়ে। আমি চোখ বন্ধ করলেই সেই মুহূর্তটা উপভোগ করতে পারি আজও। এলি আপাকে কখনও বলা হয়নি আমি কতটা কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি আমার এই ভালোবাসা তৈরির পিছনে ওনার ভূমিকা অস্বীকার করার দুঃসাহস যেন কখনও আমার না হয়।

শুধু গানের ক্লাস কেন, যখন শাহীন ম্যাডাম বাংলা ক্লাস নিতে আসতেন মনে হতো এত আকর্ষণীয় হতে পারে কোন বাংলা ক্লাস! এতগুলো মেয়ে আমরা ক্লাসে অথচ একটা পিন পড়লেও সেটা শোনা যাবে এমন অবস্থা থাকত। সেই নীরবতা ছিল মুগ্ধতার। লম্বা বেনী, কপালে টিপ ছিমছাম শাড়ীতে কাউকে এত ভালো লাগতে পারে, সেই সময় বুঝেছিলাম। ভালো পড়ানোর পাশাপাশি বোনাস হিসেবে মাঝে মধ্যে ম্যাডামের রবীন্দ্র সঙ্গীত, আহা কী আনন্দময় ক্লাস।

দীনেশ স্যার ছিলেন আমাদের ক্লাস টিচার। একজন শিক্ষক কীভাবে প্রচন্ড স্নেহ নিয়ে ধমক দিতে পারেন তা আমরা স্যারের কাছে শিখেছি। সারাক্ষণ বকছেন, আমরা প্রচন্ড ভয় পাচ্ছি, কিন্তু সেই সাথে স্পষ্ট বুঝতে পারছি সেই ধমকের সাথে কতটা মমতা জড়িয়ে আছে। ছাত্রীদের পড়া ভালোভাবে বোঝানোর ব্যাপারে কোন ছাড় দিতে রাজী না। বাংলাদেশের সব শিক্ষক যদি এমন আন্তরিক হতো।

আর এখন যিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল সেই বেলায়েত স্যার ছিলেন আমাদের অংকের শিক্ষক। ওনার কোন ক্লাস কেউ কখনও ফাঁকি দিতে পারতো না। যেখান থেকেই হোক ঠিকই ধরে নিয়ে আসতেন ক্লাসে। একটা উদ্দেশ্যই সব সময় ওনার মধ্যে দেখেছি যেভাবেই হোক প্রতিটা ছাত্রী যেন অংকে এ+ পায়। আন্তরিকতার এতটুকু ঘাটতি কখনও ছিল না। আমার বড় বোন দিলরুবা এই কলেজ থেকেই পাশ করেছে। স্যার এতই আন্তরিক ছিল কলেজের ব্যাপারে যে ওদের পুরো একটা গ্রুপকে উনি কোন টিউশন ফি ছাড়াই কোচিং করিয়েছেন শুধুমাত্র এই কারণে যে নতুন কলেজ সবাই ভালো রেজাল্ট করলে কলেজের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হবে। আজকাল এই আন্তরিকতা কোথায় পাব আমরা?

আর একজনের কথা না বললে খুবই অন্যায় হবে। উনি হলেন প্রিয় খালেদ স্যার। আমরা তখন ফার্স্ট ইয়ারে। কলেজের কোন ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক নেই। মাঝে মধ্যে স্কুলের রাজ্জাক স্যার এসে আমাদের ক্লাস নেন। খুব আকর্ষণীয় করে উনি ক্লাস নিতেন। হঠাৎ একদিন তখনকার প্রিন্সিপাল জাকেরা ম্যাডাম আসলেন খালেদ স্যারকে সাথে নিয়ে। আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, এখন থেকে ইংলিশ ক্লাস নিবেন। সেই সময় খুব স্বাভাবিকভাবেই বয়সের দোষে আমরা ক্লাসের সবাই স্যারকে বিব্রত করার খুব চেষ্টা করলাম। খুব সাদরে স্যারকে গ্রহণ করেছিলাম এটা বললে একটু মিথ্যাই হয়ে যাবে।
যাই হোক, উনি পড়ানো শুরু করলেন। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরো ক্লাসরুমের চেহারা পাল্টে গেল। সে কী ম্যাজিক্যাল। এত সুন্দর করে একজন স্যার পড়াতে পারে? এতো জ্ঞান! তখন আমাদের সাহিত্য পড়তে হতো। সেই Gift of the

Magi, সেই ভরাট গলায় 'Under the greenwood tree' আবৃত্তি আজও শুনতে পাই। আহারে, কি সুন্দর ছিল সেই সব দিনগুলি! অনেকবারই ভেবেছি শাহীন ম্যাডাম বা খালেদ স্যার যখন মেয়েদের ক্লাস নিবেন তখন পিছনে গিয়ে বসে পড়ব। লজ্জায় আর ইচ্ছাটা পূরণ করা হয়নি।

আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি তখনকার ঠিক উল্টো অবস্থানে। আজ আমি এখানকার শিক্ষক। জানি না কতটুকু পারি, কিন্তু আমি চেষ্টা করি এই গুণী শিক্ষকদের মতো হতে, যারা শুধু আন্তরিকভাবে পড়াতেনই না বরং প্রতিটি ছাত্রীর জীবনের ধ্যান ধারণা পাল্টে দিতে সাহায্য করেছেন।

এখনও কলেজের সমস্ত শিক্ষক এমনই আন্তরিকতার সাথে ক্লাস নেন। আমি আমার অবস্থান থেকে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি, যদি সব ছাত্রীরা শিক্ষকদের ইন্সটিটিউশন মতো পড়ালেখা করে তবে কলেজের উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। তোমরা যারা নতুন এসেছে অথবা পরবর্তীতে ভর্তি হবে এই কলেজে, আমার বিশ্বাস আমার প্রতিটা কথার বাস্তব প্রমাণ তোমরা প্রতি পদে পদে দেখতে পাবে।
আমি অত্যন্ত আনন্দিত, আমার এই ভালোবাসার জায়গায় আমি আবার ফেরত আসতে পেরেছি। সেই সব গুণী শিক্ষকদের খুব কাছ থেকে দেখছি। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় কাছ থেকে দেখেও তাঁদের কোন পরিবর্তন আমার চোখে পড়েনি যা আমার জন্য অত্যন্ত স্বস্তির। আমার বিশ্বাস আজীবন তারা এমনই আন্তরিক থাকবেন তাঁদের কাজের ব্যাপারে যার অভাব আজ সর্বত্র।

এখন আরও অনেক শিক্ষক এই কলেজের সাথে যুক্ত আছেন যারা তাদের উত্তরসুরীদের পথ অনুসরণ করছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো ফলাফলে তারা যেমন আনন্দে হেসে উঠছেন, তেমনি খারাপ যে কোন সংবাদে ব্যথিত হচ্ছেন। এটাই তো আদর্শ একজন শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য। এই চমৎকার কাজের পরিবেশ পেয়েছি বলেই আমার কাজের ক্ষেত্রটাকে আমি এত ভালোবাসি।

সব সময় পাশে থেকে যে কোন সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রিয় নাজমা আপাকে, যিনি পাশে না থাকলে আমার পথচলা এত আনন্দের হতো না। এছাড়া নীলুফার ম্যাডামের বুকভরা মমতা, ইয়াসমিন ম্যাডামের সঠিক নির্দেশ-না, ফাতেমা ম্যাডামের সরলতা , সোমা আপার মতো অন্যান্য সবাই আছেন বলেই প্রতিদিনটাকে মনে হয় আনন্দময়। চাকুরীজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কলেজের সাথে এমন আনন্দময় সময় যেন কাটাতে পারি সৃষ্টিকর্তার কাছে এটাই

আমরা যতই অধ্যয়ন করি ততই আমাদের অজ্ঞানতাকে আবিষ্কার করি- **শেলী**

অনেক কিছু ফিরে আসে, ফিরিয়ে আনা যায়, কিন্তু সময়কে ফিরিয়ে আনা যায়ন না- **আবুল ফজল**

নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে অজ্ঞানতার মতো অজ্ঞান আর তো কিছু নাই- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

গল্প সম্ভার

দুষ্টু টিয়া

রায়া তাসনিম কুঞ্জ
প্রথম-এফ (ভায়োলেট)

একটি বটগাছে বাস করত এক টিয়া পরিবার। টিয়ারা ছিল তিন ভাই বোন। ছানাগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়ে গেল। উড়তে শিখল। প্রতিদিন বিকালে ছানাগুলো গাছে গাছে ফল খেত আর খেলা করত। সন্ধ্যার ঠিক আগেই তারা মায়ের কোলে ফিরে যেত। ছানাগুলো আস্তে আস্তে আরও বড় হয়ে উঠল। প্রতিদিন বাইরে যাবার সময় মা সাবধান করে দিত- বাইরে বেশীক্ষণ থেকোনা, দূরে যেও না, সন্ধ্যার আগে বাসায় এসো। এর মধ্যে ছোট ছানাটি একদিন ভাইদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে উড়ে গেল। সে একটি সুন্দর বাগান দেখতে পেল। বাগান ভর্তি সুন্দর সুন্দর ফলের গাছ, ফুলের গাছ। সে মনে মনে ভাবল বাগানটায় যেতে হবে। কিন্তু সেদিন সাহস হল না। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। অন্য ভাই দুটি মায়ের কাছে ফিরে গেল। ছোট ছানাটি ফিরতে একটু দেরি হল। মা তো চিন্তায় অস্থির। সেদিন ছানাটি মায়ের কাছে বকুনি খেল। মা সাবধান করে দিল- আর যেন কোনদিন এমন না হয়। ছানা বলল- আর হবে না মা। কিন্তু পরের দিন ছানাটি আবার সেই বাগানে গেল। সেদিন সাহস করে বাগানে ঢুকে পরল। কত সুন্দর সুন্দর সুস্বাদু ফল। খেতে খেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। যাবার সময় কয়েকটি ফল সে নিয়ে গেল। সেদিনও সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। মা তো ছোট ছানাটির কাছে ফলগুলো দেখে অবাক হয়ে গেল। এগুলো তুমি কোথায় পেলে? এইতো মা গাছ থেকে নিয়ে এলাম। মা বলল- এ ফলতো রাজার বাড়ী ছাড়া পাওয়া যায় না। তুমি রাজার বাড়ী গিয়েছিলে? ছানা বলল- না মা না। মা সাবধান করে দিল- যেয়ো না কিন্তু। তোমার বিপদ হবে। তোমাকে ওরা ধরে ফেলবে। তুমি ছোট কিন্তু। ছানাটি বলল যে, সে আর যাবে না। কিন্তু মায়ের কথা অমান্য করে সে প্রতিদিনই রাজার বাড়ীতে যেতে লাগল। সেখানে সে ফল খায় আর মনের সুখে গান করে। এদিকে রাজকন্যা প্রতিদিন ছানাটির গান শোনে। ছানাটি যে তার চাই-ই-চাই। রাজাকে বলল সে কথা। রাজার এক কথা- যেভাবেই হোক পাখিটিকে ধরে আনো। যেমন কথা তেমন কাজ। রাজার লোকেরা পাখিটিকে ধরে নিয়ে আসল। রাজকন্যা ছানাটিকে একটি সোনার খাঁচায় রাখল। আর সুন্দর সুন্দর ফল খেতে দিল। ছানাটি তো বিপদে পড়ে গেল। ভাবল মায়ের কথা না শুনে কি ভুলটাই না করেছে সে। রাজকন্যা বলল যে- তুমি সোনার খাঁচায় থাকো, আর আমাকে তোমার সুন্দর গান শোনাও। কিন্তু ছানাটির গলা দিয়ে তো গান বের হচ্ছে না। কান্নায় গলাটা ভারি হয়ে আসছে। বার বার শুধু মায়ের কথা, ভাইয়ের কথা মনে পড়ছে। আজ যদি সে মায়ের কথা শুনতো তাহলে মায়ের সাথে থাকতে পারত। কিন্তু সে আর কোনদিনই মাকে দেখতে পারবে না। ভাইদের সাথে খেলতে পারবে না। মায়ের কোলে ঘুমাতে পারবে না। সেগুলো শুধুই স্মৃতি।

জরিনার কষ্ট

আয়যান বিন আবছার
প্রথম (ওমর খৈয়ম)

এক যে ছিল

জরিনা, তার বয়স ছয়। সে বাবা মার এক মাত্র সন্তান। তার আর কোন ভাই বোন নেই। জরিনা সারাদিন ফুল বিক্রি করে যা টাকা পায় তা দিয়ে তাদের মায়ের সংসার চলে। কারণ তার বাবাও নেই। আজকে জরিনার তাড়া একটা গাড়ী থামাতে ছুটে যাচ্ছে। কারণ তার অসুস্থ মায়ের জন্য তাকে ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে হবে। এই জন্য যাকে পাচ্ছে তার কাছেই ছুটে যাচ্ছে। আপা ফুল নিবেন? কিন্তু পিছন থেকে একটা গাড়ী ছুটে এসে তার সব কষ্টগুলো মুছে দিল। রক্তাক্ত হয়ে গেল তার সারা শরীর, সব কিছু চলে গেল। তার মায়ের জন্য আর কখনও ঔষধ নিয়ে যাওয়া হল না জরিনার।

মোরগ রাজা

রায়া তাসনিম কুঞ্জ
প্রথম-এফ (ভায়োলেট)

এক দেশে ছিল এক বুড়ি। সে শুধু ভিক্ষা করতো। একদিন সে ভিক্ষা করতে করতে অনেক দূরে চলে গেল। এক সময় সে দেখে, একটা বাড়িতে অনেক ডিম। সে বলল, "ভাই আমাকে একটা ডিম দাও"। লোকটি বলল, "কেন দিব? আমি ডিম দিব না"। বুড়ি বলল, "শুধু একটা দাও না ভাই।" লোকটির মায়া হলো, সে একটা ডিম দিলো। বুড়ি তখন ডিম নিয়ে বাড়ি ফিরল।

বাড়ি ফিরে ডিমটাকে একটি চালের হাড়িতে রাখল। ৭ দিন পর তার মনে পড়ল এবং ভাবল আজকে আমি ডিমটা খাবো। সে ঢাকনা খুলে অবাক! দেখে ডিমটা ফেটে মোরগ হয়েছে। মোরগটা চাল খেয়ে বড় হয়েছে। আসলে এই মোরগটা ছিল এক রাজার ছেলে। কিন্তু এক দরবেশ ছেলেটিকে মোরগ করে দিয়েছে। বুড়ি মোরগ দেখে অনেক খুশি হয়ে বলল আজকে তোকে কেটে খাবো।

মোরগ বলল, "বুড়িমা! বুড়িমা! তুমি আমায় খেয়ো না। আমি তোমাকে বাজার করে দেব এবং শাড়ি কিনে দেব।" বুড়ি ভাবল, ও যেহেতু বলছে তাহলে ছেড়ে দিই। তার পরের দিন মোরগ গেল বাজার করতে। সে বুড়ি মায়ের জন্য অনেক কিছু কিনল এবং বাড়ি ফিরে বুড়িমাকে সব কিছু দেখাল। বুড়ি দেখে অবাক! এভাবে কিছু দিন কাটল।

একদিন মোরগ হাঁটতে গেল। এমন সময় দেখল এক রাজকন্যা বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। মোরগের রাজকন্যাকে খুব ভালো লাগল। সে ভাবল, রাজাকে বলা যাক।

সে বলল, "কুক রে কুক! রাজার মেয়েকে বিয়ে করব, কুক রে কুক।" এরকম শুনতে শুনতে রাজা খুব রেগে গেল। রাজা বলল,"যাও সবাই, মোরগটাকে ধরে আন, ওকে আমি খাব।" সবাই গেল কিন্তু মোরগ এমন ঝাড়া দিলো কেউ ধরতে পারল না। মোরগটা গিয়ে বসল এ নদীর পাড়ে। ঐ নদী ছিল মোরগের বন্ধু। মোরগকে দেখে নদী খুব খুশি হলো এবং মোরগ নদীর কাছে সব কথা বলল।

নদীর মাথায় বুদ্ধি এলো, মোরগকে বলল, আমার কাছ থেকে কিছু পানি কানের মধ্যে নিয়ে যাও। মোরগ পানি নিয়ে গেল রাজবাড়িতে। মোরগ রাজাকে বলল,"তোমার মেয়ের সাথে বিয়ে না দিলে তোমার বাড়ি সব পানিতে ভরে যাবে।" এ কথা বলে মোরগ তার কানের পানিতে রাজবাড়ি ভরে দিল। রাজা ভয় পেয়ে তার মেয়ের বিয়ে মোরগের সাথে দিয়ে দিল। একদিন রাতের বেলায় মোরগ তার চামড়া খুলে ঘুমাবে কিন্তু রাজকন্যা ছিল খুব চালাক। সে এক কান্ড করল, একটা হাড়িতে আগুন দিয়ে দিল। আগুনের তাপে রাজকুমার উঠে পড়ল এবং রাজকন্যাকে বলল যে,"তুমি আগুন ধরিয়ে কি করছ?" রাজকন্যা বলল যে,"আমি রাতে খুব ভয় পাই তাই আগুন ধরিয়েছি।" আসলে রাজকন্যা মোরগের চামড়াটি পুড়িয়ে ফেলল। রাজকুমার সকালে দেখে অবাক! দেখে তার চামড়া নেই। সে রাজকুমার হয়ে গেছে। সে নিজেকে দেখে খুশি হয়ে বুড়িমাকে বলল,"বুড়িমা বুড়িমা! দেখ আমি মানুষ হয়ে গেছি।" তারপর রাজকুমার ও রাজকন্যা বুড়িমাকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

প্রিয়, প্রিয়া ও একটি ঘোড়া

লামিয়া আরজুমান্দ অদ্রি
দ্বিতীয় (প্লেটো)

প্রিয় ও প্রিয়া দুইজন ভালো ভাইবোন। তাদের একটি সুন্দর বাদামি রঙের ঘোড়া আছে। প্রিয়া প্রতিদিন ঘোড়াকে ঘাস খেতে দেয়। ওদের একটি দুঃখ ছিল যে, ওদের মা-বাবা ছিল না। কিন্তু ওদের একটি ভালো বন্ধু ছিল। তার নাম ছিল আয়না। সে ছিল অনেক দয়ালু মেয়ে। একদিন প্রিয় কাজে গিয়েছিলো। প্রিয়া ভাবলো যে, আমি একটু আয়নাদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। প্রিয়া আয়নাদের বাড়ি গেল। আয়নাদের বাড়ির পাশেই একটি খেলার পার্ক আছে। আয়না প্রিয়াকে বলল, প্রিয়া চলো পার্কে যাই। তখন প্রিয়া বলল

চলো। কিন্তু হঠাৎ করে সেই সময় ঝড় এলো। আয়না ও প্রিয়া খুব ভয় পেয়ে গেলো। তখন প্রিয়া বলল, বাড়িতে আমাদের ঘোড়াটি একা আছে। তখন আয়না বলল, প্রিয়া আমার একটি ছাতা আছে, তুমি সেই ছাতা নিয়ে বাড়ি যাও। প্রিয়া বলল, ধন্যবাদ আয়না। প্রিয়া ছাতা নিয়ে বাড়ি এলো। বাড়ি পৌঁছাতে পৌঁছাতে বৃষ্টি থেমে গেলো। প্রিয়া বাড়ি এসে রাতের রান্না করলো। প্রিয় রাতে ঘোড়াটিকে খাবার খেতে দিল। প্রিয়-প্রিয়াও খেয়ে ঘুমোতে গেল। প্রিয়া প্রতিদিন ওর মা-বাবার স্বপ্ন দেখে। দিন যায়, মাস যায়, প্রিয়-প্রিয়াও বড় হতে থাকে। একদিন প্রিয় বলল, প্রিয়া চলো বেড়াতে যাই। প্রিয়া বলল, ঠিক আছে। ওরা ঘোড়ার পিঠে উঠে বেড়াতে গেল। যেতে যেতে তারা অনেক দূর চলে গেলো। প্রিয় বলল, চলো এখন বাড়ি ফেরা যাক। ওরা বাড়ি ফিরতে গিয়ে দেখল যে, ওরা পথ হারিয়ে ফেলেছে। প্রিয়া বললো, এখন আমরা কিভাবে বাড়ি যাব? আর আমার অনেক ক্ষুধাও পেয়েছে। প্রিয় বললো, "ভয় পেয়ো না প্রিয়া। আমি পাথর ফেলে, পথের চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলাম যাতে রাস্তা না হারাই। সেই পাথরের জন্য ওরা বাড়ি পৌঁছাতে পারে। একদিন সকালে প্রিয়া ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াচ্ছিল আর কান্না করছিলো। প্রিয় দেখল যে প্রিয়া কান্না করছে। প্রিয়, প্রিয়ার কাছে গেল আর বললো, তুমি কাঁদছো কেন? প্রিয়া বলল, বাবা-মার কথা অনেক মনে পড়ছে। হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেলো। প্রিয়া তখন প্রিয় কে বলল, এখনই ঝড় উঠবে। প্রিয় বলল, ভয় পেয়ো না। কিছুক্ষণ পরেই ঝড় থেমে গেলো। প্রিয়া তখন প্রিয়কে বলল, "আজ আয়না বাড়িতে আসবে"। কিছুক্ষণপর আয়না তাদের বাড়ি এলো। প্রিয় শুনে খুশি হলো। আয়না, প্রিয় ও প্রিয়াদের সাথে অনেক মজা করল। এরপর দেখতে দেখতে ঈদ এলো। প্রিয় ও প্রিয়া আজকে খুব খুশি। ঈদে নতুন পোশাক পরে সারাদিন অনেক আনন্দ করল। এরপর থেকে প্রিয়, প্রিয়া ও তাদের বাদামি রঙের ঘোড়া সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকলো।

একটি সোনার পাখি

নাবিহা রহমান
তৃতীয় (সক্রেটিস)

আকাশে একদিন একটি সোনার পাখি উড়ে যাচ্ছিল। সে হঠাৎ করে দেখল, একটি কুঁড়ে ঘরে একজন মেয়ে ও তার মা। তারা খুব গরিব ছিল। সে দৃশ্য দেখে ঐ পাখিটির খুব দয়া হলো। একদিন পাখিটি ঐ দরজায় ধাক্কা দিল। ছোট্ট মেয়েটি দরজা খুলে অবাক হয়ে বলল, তুমি কে? পাখিটি বলল, আমি একটি সোনার পাখি। আমি তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। এই বলে ঐ পাখিটি তার শরীর থেকে একটি সোনার পালক দিল এবং বলল, এই সোনার পালকটি নাও। এটি ধরে তোমর যা ইচ্ছা তা বলবে। সঙ্গে সঙ্গে তুমি যা চাইবে তা চলে আসবে। এই শুনে মেয়েটি খুব খুশি হলো। পাখিটি বলল, তুমি রোজ সকালে দরজা খুলে দেখবে একটি সোনার পালক পড়ে আছে। সেটি নিয়ে যাবে এবং যা যা বললাম তা করবে। এই বলে পাখিটি উড়ে গেল। বাড়িতে গিয়ে তার মাকে সব বলল। তার মা খুব খুশি হলো। পাখিটি যা বলেছিল, মেয়েটি তাই করল। মা ও মেয়ে দুজনে আনন্দে থাকতে লাগল। মেয়েটি দয়ালু হলেও তার মা ছিল লোভী ও হিংসুটে। মেয়েটির মা মনে মনে বলল, ঐ মেয়েটি একটি বোকা। ও যদি একটি করে না নিয়ে অনেকগুলো নেয় তাহলে আমরা আরও সুখে থাকতে পারব। এই বলে মা তার মেয়ের কাছে গিয়ে বলল আজ আমি যাব ঐ পালক নিতে। তুমি আজ যাবে না। মেয়েটি বলল, আচ্ছা। আজ তুমি যেও। আমি যাব না। মনে মনে তার মা একটি ফন্দি আঁটল।

সে একটি জাল আনল। জাল দিয়ে পাখিটিকে ধরল এবং তার সব পালক নিয়ে নিল। হঠাৎ করে সোনার পালকগুলো সাদা হয়ে গেল। মা তো অবাক হয়ে বলল, এই পালকগুলো সাদা হয়ে গেল কেন? পাখিটি বলল, আমি এ পালকগুলো ভালো মানুষদের দেই। তোমার মতো খারাপ মানুষদের দেই না। এই বলে পাখিটি জাল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। মা ঐ পালকগুলো বাড়ি নিয়ে মেয়েকে দিল। মেয়েটি বলল, মা এই পালকগুলো সাদা কেন? মা তার কাজের জন্য খুব লজ্জিত হলো।

টুনটুনি ও নকল রাণী

মাহফুজা মুতাহারা
চতুর্থ (সক্রেটিস)

এক ছিল টুনটুনি। এক আম গাছের ডালে তার সুন্দর একটি বাসা ছিল। টুনটুনিটি অনেক সুন্দর করে গান গাইতো। একদিন টুনটুনি একটি নদীর উপর দিয়ে উড়ছিল। তখন সে দেখল রাজার রাণীরা স্নান করতে নদীতে নেমেছে। টুনটুনি নদীর কাছেরই একটা গাছে উড়ে গিয়ে বসল। হঠাৎ টুনটুনি খেয়াল করল নদীতে রাজার আট রাণী স্নান করছে। টুনটুনি জানতো, রাজার আছে সাত রাণী। সে তখন ভাবলো, একথা তো রাজাকে জানানো দরকার। টুনটুনি তখন উড়ে গিয়ে রাজপ্রাসাদের জানালায় গিয়ে বসল। টুনটুনি দেখলো রাজা তার মন্ত্রীর সাথে ঘরভরা হাজার থলেতে থাকা স্বর্ণ মুদ্রাগুলো গুনছেন।

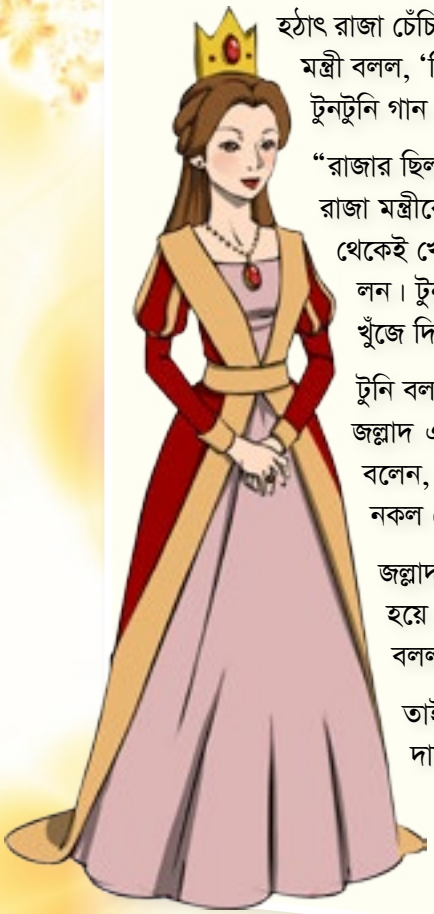

হঠাৎ রাজা চেঁচিয়ে উঠে মন্ত্রীকে বললেন, 'আমার আরেক থলেতে রাখা স্বর্ণমুদ্রাগুলো কোথায়?' তখন মন্ত্রী বলল, 'বিশ্বাস করুন মহারাজ আমি জানি না আরেক থলে স্বর্ণ মুদ্রা কোথায় গেল? ঠিক তখনই টুনটুনি গান গেয়ে উঠল,

"রাজার ছিল সাত রাণী, এখন রাজার আট রাণী।"

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'মন্ত্রী, টুনটুনি এসব কী বলছে?' মন্ত্রী বলল, মহারাজ, আমি অনেক দিন থেকেই খেয়াল করছি। কিন্তু আপনাকে বলিনি।' রাজা তখন টুনটুনিকে প্রাসাদের ভেতর ডাকে-লন। টুনটুনি আসলে রাজা বললেন, 'তুমি আমাকে আমার রাণীদের মধ্যে নকল রাণীটি তুমি খুঁজে দিবে টুনি?'

টুনি বলল, 'অবশ্যই, মহারাজ আপনি জল্লাদকে ডাকুন।' মহারাজ তখন জল্লাদকে ডাকলেন। জল্লাদ এসে পৌঁছানোর পর টুনটুনি মহারাজকে ফিস ফিস করে কিছু বলল। মহারাজ তখন বলেন, 'মন্ত্রী, রাণীদের ডাকো। রাণীরা এসে দাঁড়ালে রাজা বললেন, 'রাণী তোমাদের মধ্যে নকল কে? এখনি বল। নয়তো সবার নাক কাটা যাবে।

জল্লাদ তলোয়ার হাতে এগিয়ে গেল। তখন এক রাণী চিৎকার করে উঠল। 'মহারাজ, ভুল হয়ে গেছে। আমিই নকল। তখন মহারাজ বললেন, 'কেন তুমি নকল রাণী সাজলে?' রাণী বলল, 'আমি ছিলাম এক দাসী। কিন্তু আমার রাণী হবার খুব ইচ্ছা ছিল।

তাই আমি নকল রাণী সেজেছিলাম। রাজা বললেন, 'আমার থলির মুদ্রা কী তুমিই নিয়েছ? দাসীটি বলল, 'হ্যাঁ', তখন রাজা সেই নকল রাণীকে বন্দি করল।

এভাবেই রাজা তার সাত রাণী ফিরে পেল।

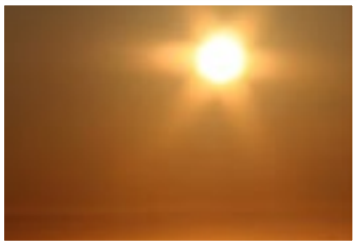

এক অদ্ভুত বিকাল

আদিবা আহম্মেদ নূর
চতুর্থ (আল-বিরুণী)

আমার নাম আদিবা। আমি কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার থানায় থাকি। সেখানে আমার সব আত্মীয় স্বজন থাকে। আমি প্রায় সময় বিকেল বেলায় হাঁটাহাটি করি। রাস্তার ধারে ধান ক্ষেত। স্কুল থেকে এসে একদিন মনে হলো যে বাড়ির পাশে এক বড় ধান ক্ষেত রয়েছে। সেখানে একটু ঘুরে আসি। যে বলা সেই কাজ, হাঁটতে গেলাম ধানক্ষেতে। আকাশটা সেদিন পরিষ্কার ছিল। চারিদিকে সবুজ ঘাস, ধান ক্ষেত, পাখির কলরবে আরোও মনোমুগ্ধকর সেই বিকেল ছিল। মিষ্টি রোদে বিকেলটি যেন আনন্দে ছেয়ে গেল। এক সময় আমি খেয়াল করলাম যে আমি একটা বড় রাস্তায় এসে থেমেছি। আমি রাস্তাটিকে চিনতে পারছিলাম না। হঠাৎ একজন লোক আমাকে দেখে মৃদু হাসি হেসে আমার কাছে এলো এবং বলল, 'তোমার কি হয়েছে? রাস্তা ভুলে গেছো বাড়ি যাবার জন্য' আমি বিস্মিত ভাবে তার দিকে তাকালাম কারণ আমি তাকে একদমই বলিনি যে আমি বাড়ির যাবার জন্য রাস্তা ভুলে গেছি। লোকটি আমার চেনা সোনা লাগল, তিনি আমার বাড়ির ঠিকানা অনুযায়ী সঠিক স্থানে পৌঁছিয়েও দিলেন। কিন্তু আমি কিছু বলিনি এই বিস্ময়ে, আমি সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনি কিভাবে জানলেন যে আমি এই বাড়িতে থাকি? তখন লোকটি আমাকে কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন। আমি আর অত না ভেবে বাড়িতে ফিরে মহা খুশি। কিছুদিন পর আমার মায়ের কাছে গিয়ে বললাম সেই লোকটির কথা। যিনি আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন। মা বর্ণনা শুনে একটু অবাক হলো। তারপর একটা ছবি রাখার অ্যালবাম নিয়ে এসে বলল, 'যে এই ফ্রেম থেকে ছবি বার করো, যদি পেয়ে যাও সেই লোকটিকে তাহলে তো ভালো, আমার মনে হয় লোকটি আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে একজন। তারপর হঠাৎ একটা ছবি মিলে গিয়েছিল সেই লোকটির সাথে, তখন মাকে দেখালাম। মা তো অবাক এবং বলতে লাগলো যে 'এ কিভাবে সম্ভব? তিনি তো ১৫ বছর আগে মারা গিয়েছিলেন! তখন আমি আবার ও ভালো করে ছবিটি দেখে বলি মা তিনিই সেই ব্যক্তি যে কিনা আমাকে বাড়িতে ফিরতে সাহায্য করেছিলো। মা বললো তিনি নাকি আমার বড় মামা হন। তাঁর নাম রফিক, তিনি একদিন বাড়ির পিছনের ধানক্ষেতে হাঁটছিলেন। তখন একটা কেউটা সাপ তাকে কামড় দিয়েছিলো। সে তখনিই মারা যান, আমি সত্যিই একটা অশরীরী লোকের সঙ্গে এতটা পথ হেঁটে এসেছি। যার চিহ্ন পৃথিবীতে একদমই নেই। এরপর থেকে আমি আর ঐ ধানক্ষেতে কখনো যাইনি। এখনো আমার ঐ ঘটনা মনে পড়লে ভয়ে গায়ে কাঁটা ধরে যায়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সুবহা আহমেদ সুহা
চতুর্থ

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে যে কয়জন নেতা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান।

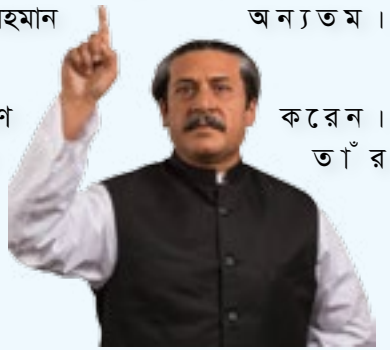

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা লুৎফুর রহমান এবং মা সাহেরা খাতুন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা জীবন শুরু করেন গোপালগঞ্জ থেকে। ছাত্র জীবন থেকেই তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং অদম্য সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সালে তিনি বি.এ. পাস করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি রাজনীতিতে পুরোপুরিভাবে জড়িয়ে

পড়েন। ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেন। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এভাবে তিনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিশাল ভোটে জয়লাভ করেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁর সেই উল্লেখযোগ্য ভাষণ- "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। আজও আমাদের মনে গেঁথে আছে।

১৯৭১ সালে ৯ মাস যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তারপর ১৯৭২ সালে তিনি দেশে ফেরেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট একদল সেনা কর্মকর্তা তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। অকুতোভয় এই নেতা ছিলেন অদম্য সাহসের অধিকারী। শুধু নাম নয় একটি ইতিহাস হয়ে আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

রিনা

মারিয়া বিনতে জামান
চতুর্থ (নিউটন)

ছোট্ট মেয়েটির নাম রিনা। রিনা খুব শান্ত মেয়ে। মা-বাবার খুব আদরের মেয়ে রিনা। সকলে তাকে খুব ভালবাসে। রিনা প্রতিদিন সকাল ৬টায় ঘুম থেকে উঠে ও দাঁত ব্রাশ করে। তারপর সে সকালের নাস্তা করে এবং স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। সে ক্লাস ওয়ানে পড়ে। সকাল ৭টায় তার স্কুল শুরু হয় এবং ১২টায় শেষ হয়। রিনার মা-বাবা দুজনেই চাকুরিজীবী। রিনা স্কুল থেকে এসে প্রতিদিন ১ ঘন্টা টিভি দেখে। রিনার মা অফিস থেকে ১টার সময় বাসায় আসেন। তিনি রিনাকে খাইয়ে, গোসল করিয়ে এবং ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আবার অফিসে যান। রিনাদের একটি কাজের মেয়ে আছে। তার নাম ময়না। ময়না বিকেল ৩টায় রিনাকে ঘুম থেকে উঠার জন্য ডাকে এবং রিনা ঘুম থেকে উঠার পর রিনা ও ময়না এক সাথে খেলার জন্য ছাদে যায়। তারা বিভিন্ন রকম খেলা খেলে। একদিন বাসায় রান্নার হলুদ গুঁড়ো শেষ। কিন্তু রান্নার জন্য হলুদ গুঁড়ো লাগবেই। তাই ময়না রিনাকে বলল, 'রিনা আপা, আমি হলুদ গুঁড়ো কেনার জন্য নিচে যাচ্ছি। আপনি কিন্তু দরজা খুলবেন না। রিনা বলল, 'ঠিক আছে। আমি দরজা খুলব না। তারপর সে দরজা আটকে দিল। ময়না যখন হলুদ গুঁড়ো কেনার পর বাসায় ফিরছিল তখন হঠাৎ পেছন থেকে একজন মহিলা আসল। মহিলাটির মুখ ওড়না দিয়ে ঢাকা। মহিলাটি ময়নাকে বলল, 'তুমি কি কোনো বাসায় কাজ কর? ময়না বলল, 'হ্যাঁ করি।' তখন মহিলাটি বলল, 'এই বাসায় কি কোনো বাচ্চা আছে?' ময়না বলল, 'হ্যাঁ আছে। কিন্তু আপনি জেনে কি করবেন? মহিলাটি বলল, 'আমি বিদেশে বাচ্চা পাচার করি। তুমি যদি ঐ বাচ্চাটিকে আমার কাছে দাও তবে আমি ২ লক্ষ টাকা পাব। তুমি যদি এই কাজ করে দাও তবে আমি তোমাকে এর অর্ধেক টাকা দিব।' ময়না টাকার লোভে রাজি হয়ে যায় এবং বলে, 'ঠিক আছে। কবে করতে হবে এ কাজ?' মহিলাটি বলল, 'কাল বা পরশু বিকেলে করলেই চলবে।' এ কথা শেষ করে মহিলাটি চলে গেল। ময়না তখন আর কি করে। সেও চলে এলো বাসায়। বাসায় এসে সে ভাবতে লাগলো কখন সে টাকা পাবে। এ ভাবনায় তার রাত পার হয়ে গেল। পরদিন বিকেল ৩টার সময় ময়না রিনাকে বলল, 'রিনা আপা, চলেন আমরা লুকোচুরি খেলি।' রিনা বলল, 'ঠিক আছে, চলো।' তারপর রিনা ও ময়না দুজনে মিলে ছাদে গেল। তখন ময়না রিনাকে বলল, আপনি ১ থেকে ২০ পর্যন্ত গুনবেন এবং আমি লুকাবো। রিনা তখন ১ থেকে ২০ পর্যন্ত গোনা শুরু করলো। সে যখন ২০ বলে পিছনে তাকাল, তখন ময়না পিছন থেকে এসে রিনার মুখে একটি রুমাল চেপে ধরল। সেই রুমালে ক্লোরোফরম মাখা ছিল। তাই রিনা সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। পিছন থেকে এসে সেই ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা মহিলাটি রুমাল দিয়ে ময়নার মুখ চেপে ধরল। সাথে সাথে ময়নাও অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর মহিলাটি রিনা এবং ময়নাকে নিয়ে একটি গাড়িতে করে চলে গেল।

বিকেল ৫টায় রিনার মা বাসায় ফিরলেন। দেখলেন বাসার দরজা খোলা। ঘরে কেউ নেই। তিনি ছাদে গেলেন। দেখলেন ছাদেও কেউ নেই। কই গেল রিনা ও ময়না? তিনি অস্থির হয়ে রিনার বাবাকে ফোন করলেন। রিনার বাবা বাড়ি ফিরে দেখলেন রিনার মা বাসায় অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। তিনি রিনার মাকে হাসপাতালে ভর্তি করালেন। রিনার মার জ্ঞান ফেরার পর জ্বর আসল। কিছুতেই জ্বর ১০৪ ডিগ্রির নিচে নামছে না। রিনার বাবা পুলিশকে ফোন করলেন। তিনি পুলিশকে সমস্ত বিষয় খুলে বললেন। পুলিশ অফিসার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন বলে তাঁকে জানালেন। এদিকে রিনা এবং ময়না একটি ঘরে বন্দি। কিছুক্ষণ পর তাদের জ্ঞান ফিরল। তারা দেখল অনেক মানুষ কম্পিউটারে কাজ করায় ব্যস্ত। ময়নার পাশেই ছিল দিয়াশলাই। রিনার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। সে ময়নাকে বলল, 'তুমি দিয়াশলাই থেকে কাঠি বের করে আগুন জ্বালাও।' ময়না আগুন জ্বালালো এবং রিনা কাঠিটি নিয়ে ঘরে জমানো কার্টুনে ফেলে দিল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। পাচারকারীরা আগুন নেভানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এই ফাঁকে রিনা এবং ময়না দুজন হাত ধরাধরি করে বাইরে চলে এলো। ঐ এলাকায় রিনার বাবা ও পুলিশরা তাদের খোঁজ করছিলেন। রিনার বাবা তাদের দেখতে পেয়ে গাড়িতে উঠালেন। পুলিশ পাচারকারীদের ধরে নিয়ে গেল। রিনা এবং ময়নাকে দেখে রিনার মা সুস্থ হয়ে উঠলেন। এভাবেই রিনা এবং ময়নাকে তাদের পরিবার খুঁজে পেল। ময়না তার ভুল বুঝতে পারলো। সমুদয় ঘটনা রিনার মা ময়নার কাছে শুনলেন। ময়না ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দিলেন। তোমরা কিন্তু কখনই অপরিচিত লোকের কথা শুনবে না। সাবধান, এতে বিপদ এর সম্ভাবনা অনেক বেশি।

তুলির স্বপ্ন

অর্জিতা দেবনাথ
৪র্থ-মাদামকুরি
কুমিল্লা জেলার

একটি ছোট্ট গ্রামে বাস করে মিষ্টি মেয়ে তুলি। তুলি লেখাপড়ায় খুব ভালো। একদিন বাড়ির উঠানে একটি টিয়া পাখি পড়েছিল। টিয়া পাখিটা পায়ে খুব ব্যথা পেয়েছিল। তুলি তাকিয়ে দেখলো উপরে একটি কাক ঘুরছিল। সে টিয়ে পাখিটার পায়ে নিজের কাপড় ছিড়ে মলম দিয়ে বেঁধে দিল। সে তার বাবাকে দিয়ে একটি খাঁচা আনিয়ে ছিল। তুলি তখন টিয়া পাখিটাকে সেই খাঁচায় রাখল। তুলি প্রতিদিন ভোর, সকাল, দুপুর, বিকেল ও রাতে পাখিটিকে খাবার দেয়। কিছুদিন পর পাখিটার পায়ের চোট ঠিক হয়ে গেল। তুলি যখন স্কুল থেকে বাড়িতে আসত তখন তাকে দেখে পাখিটিকে ডাকাডাকি করত। কিছুদিন পর টিয়া পাখিটি ৪টি ডিম পাড়ল। তারও কিছুদিন পর ডিম থেকে বাচ্চা বের হলো।

বাচ্চাগুলো বড় হওয়ার সাথে সাথে সুন্দর হতে লাগল। আস্তে আস্তে তারা খেতে শিখল, ঝগড়া শিখল, ডাকাডাকি শিখল। তুলি পাখির বাচ্চাগুলোকে উঠানে উড়তে শিখায়, তারা এভাবে উড়তে শিখল। তারপর থেকে স্কুল থেকে আসার পর পাখির বাচ্চাগুলোও তুলিকে দেখে ডাকাডাকি করে। পাখিগুলার ডাকে তুলির ঘুম ভাঙে। তুলি টিয়া পাখিগুলোকে কথা বলা শিখাল। সে পাখিগুলোর খুব যত্ন করে। যেহেতু পাখিগুলোর সাথে বেশি সময় কাটাত সেহেতু তুলি লেখাপড়ায় মন দিতে পারত না। তুলি প্রায় সারা দিনই এদের নিয়ে থাকত এবং প্রতিদিনই মা-বাবার কাছে বকা শুনত। তার পরীক্ষার রেজাল্ট যে দিন বের হয়েছিল সে দিন তার বাবা-মা খারাপ রেজাল্টের জন্য খুব বকে ছিল। কিন্তু সে পাখিগুলোকে কিছুই করল না। তুলি যখন টিয়া পাখিগুলোকে দেখত তখন মনে হতো ইস! আমি যদি পাখির মত হতাম, পাখিদের কত মজা। তারা উড়তে পারে।

তুলি একদিন স্বপ্ন দেখল, সে একটি টিয়া পাখি। সে আকাশে উড়ছে সে সময়

একটি কাক তার পায়ে কামড় দিল। সে একটি বাড়ির উঠানে পড়ে গেল। একটি বাচ্চা মেয়ে তাকে নিয়ে গেল এবং একটি ছোট খাঁচায় রাখল। তার খুব খারাপ লাগত, ছোট খাঁচায় থাকত। তারপর তুলির ঘুম ভেঙে গেল। সে ভাবল হয়তো টিয়া পাখিটার সাথেও এমনটি হয়েছিল।

পরের দিন সকালে সে টিয়া পাখি ও তার বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দিল। তখন মা টিয়া পাখিটা বলে উঠল, 'তুলি আমার খুব আদরের, তোমায় আমি খুব ভালবাসি', তুলিও বলল, 'আমি তোমাদের খুব ভালবাসি', তারপর তারা উড়ে গেল।

এরপর থেকে তার মন ভাল নেই। মা-বাবা এটা বুঝতে পারল। তারা তুলির জন্য একটি টিয়া পাখির ঘন্টা (ডোর বেল) আনল। তুলি ঘন্টাটা দেখে খুব খুশি হলো। ঘন্টাটা তুলি তার ঘরের দরজায় লাগালো। ঘন্টাটা যখন বাজত তখন তার মনে হতো টিয়ে পাখি এবং তার চার বাচ্চার তার চার পাশে উড়ছে। সে ঘন্টাটা দেখত আর পড়ত।

তুলির পরীক্ষা আসল, সে দিল। পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো, তুলি পুরো স্কুলের মধ্যে প্রথম হয়েছে। এটা দেখে সে খুব খুশি হলো এবং এই রেজাল্ট টিয়া পাখিদের উৎসর্গ করল।

নববর্ষের উপহার

নুজহাত জাহিদ হৃদিতা
৫ম (সক্রেটিস)

সামনে পহেলা বৈশাখ। আদ্রিতার ইচ্ছে বান্ধবীর সাথে রমনার বটমূলে যাবে। কিন্তু মা-বাবা যেতে দেবেন কিনা সে বিষয়ে সে কিছুটা চিন্তিত। সে ৯ম শ্রেণির ছাত্রী। বাবা-মা দুজনেই চাকরি করেন। তাই মা-বাবা বাড়ি ফেরার পর এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মা-বাবা প্রথমেই রাজি হননি।

তারপর আদ্রিতা বলল, মা আমি ৯ম শ্রেণিতে পড়ি। অনেক বড় হয়েছি। মেয়ের কথা শুনে মা-বাবা নিষেধ করতে পারলেন না। অবশেষে ভোরবেলায় আদ্রিতা জেগে উঠে তৈরি হয়ে নিল। লাল-সাদা রংয়ের শাড়ি পরে চুল খোপা করে বেঁধে তৈরি হতেই আদ্রিতার বান্ধবী রাহিমা ও সুমাইয়া এসে উপস্থিত, বলল শুভ নববর্ষ আদ্রিতা। আদ্রিতাও আনন্দের সাথে বলল- শুভ নববর্ষ। এরপর আদ্রিতা বাবা-মাকে বিদায় দিয়ে রওনা হলো। অনেক ভীড় ঠেলে অবশেষে তারা পৌঁছালো রমনার বটমূলে। গান-বাজনা শুরু হয়েছে। বান্ধবীরা ফুচকা-চটপটি খেয়ে গানের অনুষ্ঠান দেখতে বসল। হঠাৎ কীসের যেন বিকট শব্দ। তারপর কি আর্তনাদ, কি চিৎকার শুরু হলো।

হঠাৎ আদ্রিতা জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। এরপর জ্ঞান ফিরে সে দেখে মা-বাবার পাশে বসে আছে। আদ্রিতার তেমন কিছু হয়নি, শুধুই ভয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলো। সে বান্ধবীদের কথা জিজ্ঞেস করায় বাবা-মা বললেন, ওরাও সুস্থ আছে। আদ্রিতা বলল, মা আমি কখনো এমন করবো না। বাবা-মা বললেন, আদ্রিতা মামনি তুমি যে সুস্থ ভাবে বাড়ি ফিরতে পেরেছ এটাই আমাদের নববর্ষের শ্রেষ্ঠ উপহার। আদ্রিতা আবারও ক্ষমা চেয়ে বাবা-মাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু আজও আদ্রিতার মনে একটি প্রশ্ন বার বার জেগে উঠে, কি হয়েছিলো সেদিন? আমি কি আর কখনও নববর্ষের দিন রমনার বটমূলে যেতে পারবো?

বুদ্ধিমান রাজপুত্র

জারিফ আমিন
পঞ্চম (ইবনে সিনা)

এক দেশে ছিল এক ধনী রাজা। তাঁর ছিল প্রচুর ধন সম্পদ। তার ছিল তিন পুত্র ও এক কন্যা। রাজা একদিন রাজসভায় তিনপুত্রকে নিয়ে বৈঠক করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্যকে পরিচালনা করবে কে? তিন পুত্রই আগ্রহী। রাজা তাই তিন পুত্রের বুদ্ধি পরীক্ষা করলেন। তিনি বললেন, যে তাঁর কন্যার ঘরকে ভরে দিতে পারবে সে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নেবে।

বড় পুত্র হীরে দিয়ে ঘরকে ভরার চেষ্টা করল। তাতে অর্ধেকটা ভরল। মেজে পুত্র জামাকাপড় দিয়ে ঘরকে ভরার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘরের কিছু অংশ খালি রইল।

ছোট পুত্র কিছুই না করে একটি মোমবাতি দিয়ে পুরো ঘর আলোকিত করে দিল।

রাজার চতুরতা

নাজমুল হাসান নিলয়
৫ম (ইবনে সিনা)

মোহাম্মদ একজন চালাক রাজা। তিনি একটি ছোট রাজ্যে রাজত্ব করতেন। এক দিন তিনি তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে পাশের রাজ্যে গেলেন। তারা কথা বলতে বলতে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলো। তাঁর বন্ধু তাঁকে থেকে যেতে বললেন। তিনি তার ঘোড়া আস্তাবলে রেখে ঘুমোতে গেলেন। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখলেন আস্তাবলে থাকা ঘোড়া চুরি হয়েছে। রাজা রেগে গিয়ে রাজ্যবাসীকে ডাকলেন ও ভয়-ভীতি দেখাতে লাগলেন। যেই আমার ঘোড়াটি চুরি করে থাকুক, সে যদি তা ফিরিয়ে না দেয়, তা হলে .....' এই কথা বলে থেমে গেল 'তাহলে আপনি কী করবেন?

রাজ্যবাসী জানতে চাইলো। আমি আবার বলছি, আমার বাবা পাশের রাজ্যে ঘোড়া হারিয়ে যা করেছিলেন তা কিন্তু সবার জানা নেই। 'মোহাম্মদ বললো'।

পুরো রাজ্যবাসী আতংকিত হয়ে ঘোড়া খুঁজতে লাগলো। চোর ভয় পেয়ে ঘোড়াটি ফেরত দিতে এলো। ঘোড়া ফিরে পেয়ে মোহাম্মদ ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো। বন্ধুর রাজ্য ত্যাগ করার সময় একজন লোক সাহস করে এগিয়ে এসে বললো, "আপনার বাবা পাশের রাজ্যে ঘোড়া হারিয়ে কী করেছিলেন?" রাজা হেসে বললো, "অনেক দিন আগের কথা আমার বাবা পাশের রাজ্যে ঘোড়া চুরির জন্য রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে অধিবাসীরা ঘোড়া খুঁজে না পাওয়ায় আমার বাবা পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরেছিলেন। আমিও সেই কথা ভাবছিলাম যে আমাকেও বাবার মতো হেঁটে বাড়ি যেতে হবে। চোর মনে মনে ভাবল আমি কি বোকা ভয় পেয়ে ঘোড়াটা ফেরত দিলাম। লোকটি রাজার চতুর জবাব শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎ দেখা

নিবিড় সাহা
ষষ্ঠ (আইনস্টাইন)

ওরা তিন বন্ধু। তনয়, শান্ত ও কবীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করে আজ তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র। তারা একে অপরের প্রতিবেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য ছাত্ররা তাদের এই বন্ধুত্বকে বেশ পছন্দ করে, মাঝে মাঝে বলে তারা সত্যিকারের বন্ধু। তনয়ের বাড়ি রাজশাহী। তার কাছ থেকে রাজশাহীর আম, সিল্ক কাপড় ও পদ্মার পাড়ের গল্প শুনে শান্ত ও কবীর রাজী হয়ে গেল এবং তারা সিদ্ধান্ত নিল যে তনয়ের বাড়ি বেড়াতে যাবে। তনয়ও বেশ খুশি হল। তনয়ের বড় ভাই থাকে বিদেশে। উনি আজ বিকাল বিদেশ থেকে দেশে আসছেন বেড়াতে। আর সে জন্য তনয়ের বাবা তনয়কে মোবাইল করে বললেন, দুদিনের জন্য রাজশাহী যেতে। তনয়ের সাথে শান্ত ও কবীর যাবে ঠিক হলো। পথের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্পট গুলো তাদেরকে চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা বাসে চড়ে যাচ্ছে। তনয় বাড়ি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাদেরকে গ্রহণ করল বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে। দুপুরের খাবার খাওয়ার পর ওরা সবাই পদ্মার পাড়, সিল্কপাড়া, সাহেব বাজার মার্কেট ঘুরল। দুটো দিন তারা বেশ মজা করল। যে দিন তারা ঢাকা আসবে সেদিন তারা এক অবাক ঘটনা দেখল। তারা বাসে উঠল এরপর হঠাৎ কিছুক্ষণ চলার পরে বাসটি পবার কাছে এসে থেমে গেলো। তখন সবাই অবাক হলো। ড্রাইভার বলছিল 'মানুষের বাচ্চা আর কত জানোয়ারে খাবে'- একথা শুনে ওরা তিন বন্ধু তনয়, শান্ত ও কবীর বলল কী হয়েছে, মামা? তখন ড্রাইভার উত্তর দিল। ডাস্টবিনের এখানে একটি ছোট বাচ্চা তা দেখে দুটি কুকুর সেই বাচ্চাটাকে কামড়ানোর চেষ্টা করছে। একথা শুনার পর তনয়, শান্ত ও কবীর বাস থেকে নেমে সেই বাচ্চাটিকে উদ্ধার করল। সেখানে ওরা বাচ্চাটিকে সেই কুকুরের হাত থেকে রক্ষা করে পরে পবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সএ নিয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে শিশুটিকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনে। সেদিন তাদের আর ঢাকা ফেরা হয়নি। নবজাতক টিকে একটি নার্সের কাছে

রেখে পর-দিন ঢাকা ফিরে যায়। নার্সের কাছে সেই শিশুটি বেশ হাসি খুশি ছিল। তারপর অনেক দিন অতিবাহিত হয়। সেই শিশুটি ওরা ভুলতে পারেনি। তাই পাঁচ বছর পর আবার ওকে দেখতে চলে আসে। ওরা সেই শিশুটির নাম দেয় অপূর্ব। তারা সেই শিশুটিকে দেখে বেশ খুশি হয়। তারা সমাজ কল্যাণ করতে পেরে বেশ খুশি হয়। তাদের এতে বেশ নাম হয়েছিল। শিশুটিকে সাহায্য করতে পেরে তারা সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞ।

সিংহ ও চাষী

অভিজিত নন্দী
ষষ্ঠ (ইবনে সিনা)

এক গ্রামে এক চাষি বাস করত। চাষির মেয়ে ছিল খুবই সুন্দরী। একদিন চাষির মেয়েকে দেখে এক সিংহের বড়ই সাধ হলো যে, সে তাকে বিয়ে করবে। চাষিকে সে তার ইচ্ছের কথা জানালো। তার ইচ্ছের কথা শুনে চাষি পড়ল মহা বিপদে। এদিকে চাষি যদি সিংহকে বলে সে এ বিয়ে দিতে পারবে না, তা হলে হিংস্র সিংহটি তার ঘাড় মটকে দিবে। তাই ভাবতে ভাবতে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। সে সিংহকে বলল যে সিংহ যদি তার মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে সে হবে জঙ্গলের রানি। কিন্তু এতে মেয়ের মতামত দরকার। সিংহ এতে রাজি হলো। সে বলল যে, তুমি তার কাছ থেকে মতামত জেনে এসো আমি এখানেই আছি। কিছুক্ষণ পর চাষি বাড়ি থেকে ফিরে এসে বলল মেয়েতো মহা খুশি । কিন্তু তার একটা শর্ত আছে। সিংহ বলল , কি শর্ত? চাষি বলল যে, মেয়ে বলেছে তোমার নখ আর দাঁতগুলোকে তার খুবই ভয় লাগে। যদি তুমি তোমার নখ আর দাঁতগুলো ফেলে দিতে পারো, তাহলে সে এ বিয়েতে রাজি। চাষির মেয়েকে দেখে সিংহ অনেক মুগ্ধ হয়ে ছিল বলে, সে এই শর্তে রাজি হয়ে গেল। সে বলল, যে সে তার নখ আর দাঁত গুলো ফেলে আসছে। সে তখনই বনে গিয়ে প্রথমে তার নখ গুলো টেনে টেনে ওপড়ালো । তার পর বহু কষ্টে সে তার মুখের দাঁতগুলো খসিয়ে ফেললো। সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। তারপর সে চাষির কাছে গেল। চাষি বেশ বেশ ভাল করেছ বলতে বলতে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। সিংহ অপেক্ষা করতে থাকল, কিন্তু চাষি আসছিল না। শরীরের যন্ত্রনায় সিংহের তখন নাজেহাল অবস্থা। চাষি তখনই বাইরে বেরিয়ে এলো একটি শক্ত লাঠি নিয়ে। সেই লাঠি দিয়ে চাষি সিংহের পিঠে সে বারবার মারতে লাগলো । তখন সিংহের গর্জন করা ও গড়াগড়ি খাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কোনোভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে সে দৌড়ে পালালো।

সফলতার গল্প

জয়ী আরুফা নিউসী
সপ্তম (এফ)

কষ্ট ছাড়া জীবনে কখনো সফল হওয়া যায় না। কষ্ট করলেও মনে প্রবল ইচ্ছা থাকলে একজন মালির ঘরের ছেলেও সফলতা অর্জন করতে পারে। তেমনি এক ছেলে যার জন্ম পর্তুগালের ছোট একটি শহরের মালির ঘরে। ছেলেটির মা সংসারের হাল ধরতে মানুষের বাসায় কাজ করতেন। আর একটা ছোট টিনের ঘরে ছিলো চার ভাই বোন সহ ছয় জন মানুষের বসবাস। তাদের পরিবারে অভাবের তার না এতটাই বেশি ছিল যে ছেলেটির মা তাকে জন্ম দিতে চাননি। কিন্তু পরে তার মা সিদ্ধান্ত বদলাই। খুব অল্প বয়স থেকে ছেলেটি হয়ে ওঠে ফুটবলপ্রেমি। মাত্র আট বছর বয়সে সে যোগ দেয় এক অপেশাদার ফুটবললিগে। ১৯৮৫ সালে তার ফুটবল খেলার সুনাম ছড়াতে থাকে পর্তুগালে। এরই

মধ্যে, চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর স্কুলের এক শিক্ষক তার জন্মস্থান নিয়ে বিকৃত করলে সে সেই শিক্ষককে চেয়ার দিয়ে মারে। যার কারণে তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তারপর সে পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে ফুটবলের দিকে মনোযোগ দেয়। যা পরবর্তিতে তার জীবনে খুব ভালো প্রভাব ফেলে। কিন্তু তার ষোল বছর বয়সে মেডিকেল রিপোর্টে হার্টের সমস্যা ধরা পড়ে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বাঁচার জন্য তাকে ফুটবল ছেড়ে দিতে হবে। তাই সে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হার্টের সার্জারি করেন। সৌভাগ্য ক্রমে সার্জারি সফল হয়। আবার সে নিজের স্বপ্নকে সফল করতে নেমে আসে। কিন্তু তাও না। অতিরিক্ত মদ খাওয়ার কারণে তার সবচেয়ে কাছের মানুষ, তার বাবা মারা যায়। তাই সে প্রতিজ্ঞা করে কখনো মদ খাবে না। তাদের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু সে তার স্বপ্ন সফল করতে লেগে থাকে। নিজেকে সে একটি মাত্র জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে। একজন দক্ষ ফুটবলার হিসেবে তৈরি করে নিজেকে। ফুটবলার হয়ে ওঠার কাজটা হয়তো অনেকেই পারে

কিন্তু ভালো মানুষ হয়ে উঠতে সবাই পারে না। মানবিক গুণাবলির দিকেও বড় ভূমিকা রাখে সে। তাই এই কঠোর পরিশ্রমের পর সে একদিন হয়ে ওঠে পেশাদার ফুটবলার। আর তার নাম ক্রিষ্টিয়ানো রোনালদো। বিভিন্ন লিগ খেলার পর সে যোগ দেয় ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেডে। তাকে এই ক্লাব থেকে দেওয়া হয় সতের মিলিয়ন ইউএস ডলার। ইংলিশ লীগের ইতিহাসে কোনো ফুটবলারকে দেওয়া সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক। সে ৪টি শিরোপা জিতিয়ে ইউরোপের সবচেয়ে সফল ক্লাবে পরিণত করে এমইউকে। আর নিজে হয়ে যান বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের একজন। তারপর সে এমইউ ছেড়ে যোগ দেয় স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে। রিয়াল মাদ্রিদকে তাই গুনতে হয় একশত বত্রিশ মিলিয়ন ডলারের চুক্তির রেকর্ড। সেই খানে সে রেকর্ড চারটি গোল করেন। তারপর থেকে সে পৃথিবীর দামি খেলোয়াড় হয়ে ওঠে। নিজের দেশের হয়ে তিনবার বিশ্বকাপ খেলেন তিনি। তার জীবনের গল্প থেকে আমরা জানতে পারি অনেক কিছু। জানতে পারি সফলতার গল্প।

রজনের স্বপ্ন

এএসএম শাহ মানজারুল ইসলাম
সপ্তম (ইবনে সিনা)

আমি ক্রিকেট খেলতে অনেক পছন্দ করি। বাসার পিছনে কয়েকজন বন্ধু নিয়ে খেলি। একদিন খেলতে গিয়ে দেখি একটি ছেলে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। প্রতিদিন পাঁচটায় আমরা খেলা শুরু করি। পরের দিনও দেখি সেই ছেলেটিই দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ডাকলাম। ডেকে বললাম,"তোমার নাম কী?" সে বলল " আমার নাম রজন।" ওকে খেলতে বললাম। সে আমাদের সাথে খেলতে আসল। খুব ভালো খেলে। সেখান থেকেই আমাদের পরিচয় শুরু । একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কোথায় পড়?" সে বলে "আমি এই কাছের প্রাইমারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র।" আমি বললাম "তুমি কোথায় থাক?" সে উত্তরে বলে,"আমি এই কাছের বস্তিতে থাকি।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম,"তোমার মা-বাবা কোথায়?" বলতেই তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে বলল "আমার মা-বাবা কেউই এই পৃথিবীতে নেই।" শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললাম কেমন করে এটা হলো? সে বলল "আমার জন্মের সময় আমার মা মারা যান এবং পাঁচ বছর পরে বাবা একটি দুর্ঘটনায় মারা যান।" আমি বললাম, "তোমার বাসায় আর কে কে আছেন?" সে বলল, "তার চাচা-চাচির সাথে সে থাকে। ওনারাই এখন তার একমাত্র অভিভাবক।"

তারা তাকে খুব আদর ও স্নেহ করে থাকেন। একদিন আমি রজনকে জিজ্ঞাসা করলাম,"তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও?" সে বলল,"আমি বড় হয়ে ডাক্তার হতে চাই।" আমি বললাম "কেন?" সে বলল,"আমি আমার মাকে খুব ভালবাসি।" তিনি চিকিৎসার অভাবেই মারা গেছেন। আমি চাই না আর কোন শিশু আমার মত মা হারাক।" তখন ঘড়ি দেখি ছয়টা বাজে। বললাম "রজন আমি বাসায় যাই, মা অপেক্ষা করছেন।" সে বলল, "তুমি কত ভাগ্যবান। তোমার মা আছেন যিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করেন।" শুনে খুব দুঃখ পেলাম। সেই দিন আমি শুধু এটা নিয়েই ভাবলাম। এভাবেই আমাদের বন্ধুত্ব বেড়ে ওঠে। আমরা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। আমরা প্রতি জন্মদিনেই একে অন্যকে উপহার দেই। সেদিন ছিল ২৭ শে ডিসম্বর, ২০১৬। আমার জন্মদিন। ঠিক এক ঘটিকায় খেলার মাঠে আমি অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু তিনটা বেজে গেল সে আসলো না। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখলাম মানুষের ভিড়। ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দেখলাম একটি ছেলেকে একটি ট্রাক পিষে ফেলে দিয়েছে। পরনে ছিল তার স্কুলের শার্ট ও প্যান্ট। নেমকার্ডে লেখা রজন। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। এটাই কি আমার বন্ধু রজন? হাতে ছিল তার একখানা লাল গোলাপ। বোধহয় সে আমাকেই এটা দিতে চেয়েছিল। অসতর্কতার সাথে দৌঁড়ানোর জন্য এটা ঘটেছে। তার ক্ষতি হলেও গোলাপের কোন ক্ষতি হতে দেয়নি। সে গোলাপটিকে মুঠির মধ্যে শক্ত করে ধরে ছিল। তার ইচ্ছা ছিল ডাক্তার হওয়া যা সে হতে পারে নি। তাই আমি ঠিক করেছি বড় হয়ে আমি রজনের স্বপ্ন পূরণ করব। প্রতি জন্মদিনে এই কথা ভেবে দুঃখ পাই। তার কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমি অতীত স্মৃতি স্বরণ করি বার বার। সে যেন ভাল থাকে এটাই কামনা।

রহস্যের স্কুল ব্যাগ

তাসমিয়া খান
৬ষ্ঠ (এফ)

রাতুল ক্লাস সেভেনে পড়ে। খুব ভালো রেজাল্ট করায়, সে বাবার কাছ থেকে একটা সুন্দর স্কুল ব্যাগ উপহার পায়। মনের সুখে সে এই স্কুল ব্যাগ ব্যবহার করা শুরু করে। প্রথম দুই দিন তার স্কুল ব্যাগের সাথে খুব আনন্দে কাটলেও সেই স্কুল ব্যাগই তাকে পরবর্তী সময়ে নানা সমস্যায় ফেলে দেয়। একদিন রাতুল সুন্দর মতো স্কুল ব্যাগ গুছিয়ে সব বই খাতা নিয়ে স্কুলে যায়। প্রথম ঘণ্টা বাজার পর সঙ্গে সঙ্গে সব ছাত্র-ছাত্রীরা তাড়াতাড়ি ক্লাসে ঢুকে যায়। কারণ এখন সবচেয়ে রাগি টিচার সামাদ স্যারের ক্লাস। তিনি সব সময় ক্লাসে ঢোকার আগে ইয়া বড় একটা লাঠি নিয়ে আসতেন। যদি কেউ একটু কথা বলে বা পড়া না পারে তাহলে ওমনি হাতে এক বাড়ি, তাকে দেখলে মনে হয় যেন চশমার ফাঁকা থেকে চোখ বের করে খেয়ে ফেলবেন। সবাই তার তাকে প্রচন্ড ভয় পেতো। সবাই একবার হলেও লাঠির মার খেয়েছে। যদিও রাতুল একবারও খায়নি। তবে ইতিহাস যেন পাল্টে গেল। রাতুল আজকে লাঠির মার খেয়েছে। কেননা সে সামাদ স্যারের ক্লাসের বাংলা বই আনে নি। কিন্তু রাতুল তো বইটি ঢুকিয়েছিল। রাতুলের কী কান্না। কেউ থামাতে পারে না। সে দেখে তার ব্যাগে কোনো বই খাতা নেই। প্রত্যেকটি ক্লাসে সে শাস্তি রূপে কান ধরে ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বাসায় গিয়ে মায়ের কাছে বকুনি খায়। তার মা বলেন যে, 'তুই আজকে কোনো বই নিয়ে যাসনি ক্যান? আবার সব বই-খাতা ফ্লোরে এদিক সেদিক ফেলে চলে গেছিস। এগুলোর মানে কী? রাতুল তো তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে থাকল। পরের দুদিনও তার সামাদ স্যারের লাঠির মার। প্রত্যেকটি ক্লাসে কান ধরে দাঁড়ানো এবং মায়ের বকুনি খেতে হলো। এমনকি হেড মাষ্টারের বকাও খেতে হলো তাকে। কিন্তু রাতুল তো কিছুই জানে না। সে ভাবা শুরু করল এসব ভুতের কাজ। তাবিজ পরেও কোন ফল হলো না। একদিন বাবা শহরের বাইরে থেকে এসে রাতুলের ভুতের উপর বিশ্বাস করা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে রাতুল?' রাতুল শুধু কাঁদতে থাকল। রাতুল কান্না থামিয়ে সব কাহিনী খুলে বলার পর বাবা তাকে স্কুল ব্যাগটা আনতে বললেন। বাবা দেখে বললেন, 'স্কুল ব্যাগটা তো ছেঁড়া!'

"পাই" [এটি কিন্তু চকোপাই নয়]

নোশিন তাবাসসুম
নবম (আল-জাবের)

আমাদের বাসায় গানের রেওয়াজ সর্বদাই হয়।"কেন মেঘ আসে হৃদয় ও আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না" গান গাইতে গাইতে আজ হঠাৎ মনে পড়ল, আচ্ছা গানগুলো এতো সুন্দর হয় কেন? আবার একটু ছন্দপতন হলেই অন্যরকম লাগে, কখনো কুশ্রী। চিন্তা করতে করতে আমি আমার বাবার বইগুলো সামনে পেলাম। আমার সামনে এগুলো সবসময় অনাদৃত অবস্থাতেই থাকে। বাবা হারমোনিয়াম, গিটার, কী-বোর্ড বাজাতেন। এখনো বাজান। বাবার বইগুলোতে ভেবেছিলাম "কেন মেঘ আসে হৃদয়ও আকাশে....."এর মতো রবি ঠাকুরের কোন গান থাকবে। কিন্তু একি অবাক কান্ড! বই খুলতেই দেখি π, π মত নানা চিহ্ন। দেখতে অনেকটা "পাই" (গণিতে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত) এর মত।" আমি বিজ্ঞানের ছাত্রী। হয়তো বা সেই কারণেই চিহ্নগুলো দেখে পাই এর কথা মনে পড়ল। কিন্তু সত্যিই কি পাই এর সাথে এর কোনো সম্পর্ক রয়েছে?

মনে তো হয় না। কিন্তু কোনো ভাবেই যেন প্রশ্নটা মাথা থেকে বের হচ্ছে না। এভাবেই "পাই" নিয়ে চিন্তা করতে করতে আমার তিনদিন কেটে গেল।

প্রতিদিনের মতো আজও আমি স্কুলে গেলাম। আমি শেষ বেঞ্চে বসেছি। অন্য মনস্ক হয়ে কেবল "পাই" এর কথাই ভাবছিলাম । হঠাৎ কানে ভেসে উঠল স্যার যেন "পাই" নিয়েই কথা বলছেন। মনোযোগ দিলাম স্যারের কথায়। স্যার তখন উচ্চতর গণিতের ত্রিকোনোমিতি পড়াচ্ছিলেন। দেখলাম ০ থেকে বড় বা সমান এবং পাই কে ২ দিয়ে ভাগ করলে তার মধ্যবর্তী অংশ ৯০। আবার ৯০° থেকে ১৮০°, ১৮০° থেকে ২৭০°, ২৭০° থেকে ৩৬০° এভাবে অনেক কোণ উৎপন্ন হয়। তাছাড়া ৩৪০°.....১০০০° ইত্যাদি কোণ। YES! আমি যা ভেবেছিলাম তার সমাধানটা হয়তো পেয়ে গেছি। এবার বুঝেছি এই "পাই" চিহ্নগুলো আসলে শুধু চিহ্নই নয়। এর মধ্যে রয়েছে গণিত। পদার্থবিজ্ঞানে পড়েছি গানগুলো আসলে তরঙ্গ। তবে সুললিত তরঙ্গগুলো যখন যায় তখন তার একটি বিশেষ নিয়ম পালন করে। এগুলোই আসলে একটি সরলরেখা বরাবর $\pi/2$, $3\pi/2$ ইত্যাদি কোণে যেতে থাকে। তখন তরঙ্গের যে রকমফের হয়, তাতেই গানগুলো শ্রুতিমধুর হয়।

স্কুল ছুটির পর বাসায় ফিরে দ্রুতই বাবার সেই গানের বইগুলো খুলে দেখলাম। আমার চিন্তাগুলো মিলে গেছে। আসলে ও গুলো হলো Range আর পাইগুলো হলো যে কোণ উৎপন্ন করবে তা নির্দেশ করে। অধিক কৌতুহলে পাশে থাকা বাবার কি-বোর্ডটি বাজালাম। তখন পাই এর সাথে যে যোগসূত্র তা বুঝতে পারলাম।

৫-৬ দিন পর। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। আচ্ছা বৃষ্টি কেন পড়ছে? পানিগুলো কেন এমন ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে? নাহ! আজ আর চিন্তা করতে ইচ্ছা হলো না। হয়তো বা বিজ্ঞান এভাবেই মিটিয়ে যাবে কৌতূহলী চেতনার কৌতূহলগুলো। আর গড়ে উঠতে থাকবে আইনস্টাইন, পিথাগোরাস। তাই বলবো চিন্তা করো। হয়তোবা তুমিই হতে পারো সেই বিজ্ঞানী যার সূত্র নিউটন বা আইনস্টাইনকেও ছাড়িয়ে যাবে !

একটি বই একশটি বন্ধুর সমান.. কিন্তু একজন ভালো বন্ধু পুরো একটি লাইব্রেরির সমান- এ পি জে আব্দুল কালাম

ইচ্ছা, আগ্রহ ও ক্যারিয়ার

আবিদ হাসান
নবম (কুদরত-ই-খুদা)

কী লিখি কী লিখি করে হঠাৎ মনে হলো গ্রামে এই ঈদের ছুটিতে দেখা পাগলের কথাই লিখি। লোকটি ভবঘুরে। নাম রিংকু। সবাই বলে "রিংকু পাগল"। নানার সুবাদে জানতে পারলাম এক সময় সে গিটার বাজাত। কেউ বলে 'গিটার পাগল'। আজও সে গিটার বাজায়। তবে সেটা রাস্তার ধারে, আমিন সাহেবের দোকানের সামনে, কখনো কখনো ধলেশ্বরীর পাড়ে, নয়তো কোলাহলপূর্ণ বাজারের ঠিক মাঝে। রিংকুর পরিচিতি-দেহের গড়ন হ্যাংলা, পাতলা, উসকো-খুসকো চুল, ছেঁড়া জামা, হাতে গিটার।

পঁচিশ বছর পূর্বে ঃ

গল্পটি একটি ছোট সুখী পরিবারের হলেও হতে পারতো। আমিন সাহেব এলাকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তি। তার ছোট ছেলেটির নাম রিংকু। বয়সে মাত্র ১০-১২ বৎসরের কিশোর হলেও এলাকায় তার নাম-ডাক ছিলো। তার বাবা আমিন সাহেব ব্যবসায়ী, তার মা রিনা বেগম একজন শিক্ষিকা। তাদের আশা ছেলে বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে এবং তাঁর এটা ছাড়া আর কিছু হওয়া যাবে না। কিন্তু রিংকুর মন পড়ার টেবিলে বসে না। সে সারাদিন গান, গিটার নিয়ে পড়ে থাকে। সে তার সুখ-দুঃখের বাহন হিসেবে বেছে নেয় গানকে। এলাকার সবাই তাকে গানের মাধ্যমে চেনে। রিংকু যতটা সুন্দর গান করে, তার চেয়ে সুন্দর গিটার বাজায়। যে কোনো গানের ছন্দ একবার শুনলেই বাজাতে পারত। এ যেন ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা। গিটারই তার ধ্যান-জ্ঞান। রিংকু গান, গিটার ছাড়া তার জীবন কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু তার বাবা মা এগুলো পছন্দ করতো না।

পেশাগত কারণেই আমিন সাহেব বদমেজাজী ছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে তিনি দেখলেন ছেলে গিটার বাজাচ্ছে। তার মেজাজ খারাপ ছিল। তিনি রিংকুর হাত থেকে গিটারটা ছিনিয়ে নিয়ে এক বাড়িতে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল রিংকুর হৃদয়। নিজেকে, নিজের বাবাকে, নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারছিল না সে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল সে।

যখন রিংকু চোখ খুলল তার আচারণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। সে নিজেকে চিনতে পারছিল না। অস্বাভাবিক মুখভঙ্গি করেছিল সে। তাকে মানসিক চিকিৎসকের কাছে নেয়া হলে তিনি বললেন রিংকু ভয়ে শকড্ হয়েছে। সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। সে মানুষের সাথে মিশতে চাইতো না। সারাক্ষণ অন্ধকার ঘরে বসে থাকতো সে। বাইরে বের হতো না। সবাই বুঝতে পারল সে পাগল হয়ে গেছে।

মনে আছে সেই রিংকু পাগলের কথা। এই রিংকুই সে। আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল-

i. রিংকুর এমন অবস্থার পিছনে আপনি কী মনে করেন কে দায়ী?
ii. রিংকু কী গিটার দিয়ে তার ক্যারিয়ার গড়তে পারত না?
iii. রিংকু কী মিনার, ইমরান বা আরিজিৎ সিং হতে পারত না?
iv. আজ কী তাদের পরিবারটি সুখী পরিবার হিসেবে সমাজে বসবাস করতে পারত না? না পারার কারণটা কী রিংকু নাকি রিংকুর ইচ্ছা, গানের প্রতি ভালোবাসা, আগ্রহ নাকি তার বাবার একটি ভুল সিদ্ধান্ত।

আসলে আমাদের সমাজটাই এরকম। বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। ছেলেমেয়ে বড় হয়, সাথে সাথে স্বপ্নগুলোও বড় হয়। তারা স্বপ্ন দেখেন ছেলেটা ভালো চাকরি করবে। কিন্তু তার জন্য সন্তানের আগ্রহের মূল্য না দিয়ে, নিজের আগ্রহটা সন্তানের উপর চাপিয়ে দেয়াটা কী ঠিক হচ্ছে।?

বাবা-মায়েরা স্বপ্ন দেখেন। যখন স্বপ্নগুলো ভেঙে যায়, ভেঙে যায় তাদের হৃদয়গুলোও। তারা ডুবে যায় অতল সমুদ্রের হতাশায়। বেছে নেয় আত্মহত্যাকে, কিন্তু মনে রাখবেন,

'জীবন থেকে পালানো সহজ কিন্তু জীবনের সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া কঠিন'।

পঁচিশ বছর আগে আমিন সাহেব যদি তার ছেলের আগ্রহের দিকটা একবার চিন্তা করতেন যদি চিন্তা করতেন তার ছেলের ভালোবাসার কথা ইচ্ছার কথা। যদি আমিন সাহেব ভুলটা না করতেন। তাহলে হয়তো রিংকু হতো শূন্য বা Warefaze এর Vocal বা গিটারিস্ট, হয়তো বা জেমস না হয় মিনার।

তাই প্রত্যেক বাবা মার উচিত একবার তার সন্তানের আগ্রহের দিকটা চিন্তা করা তাদের আগ্রহের দিকটা প্রাধান্য দেওয়া। তারা তাদের জীবনকে কী ভাবে গড়বে সে সিদ্ধান্ত তাদের নিতে দেওয়া। তাতে সন্তানের জীবনটাও হবে আনন্দময়। মানুষ সব সময় তার আগ্রহের কাজগুলো করতে পছন্দ করে তাই এতে তার সফল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। প্রত্যেকটা কাজে একটা মজার জায়গা আছে, প্রত্যেকের উচিত নিজের আগ্রহের জগৎটা খুঁজে বের করা এবং সে অনুযায়ী ক্যারিয়ার গড়া। তাই কারও যেন রিংকুর পরিবারের মতো অবস্থা না হয় সেই প্রত্যাশাই থাকবে চিরকাল। আর প্রত্যাশা করতে পারি সকলের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা গঠনের। এতে সকলেরই মঙ্গল।

ইউটার্ন

ইমাম হোসেন রিফাত
নবম - বিজ্ঞান (কুদরত-ই-খুদা)

দুষ্টু ছেলে মাহিন। ক্লাস ফাইভে পড়ে। আজ ওর স্কুল বন্ধ হলো। তাতে মাহিনের মনে একটুও আনন্দ নেই বললেই চলে। কারণ সে জানে, স্কুল বন্ধ হলেও কী হবে। সে ক্লাসে বসে মোবাইল গেম খেলে। আর এখন তাকে হোম টিউটর এর কাছে হোমওয়ার্ক করেই সময় কাটাতে হবে। একটু মন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরলো মাহিন। বাড়ি ফিরে ওর মন আর খারাপ থাকল না। কারণ পরিবারের সিদ্ধান্ত হয়েছে, এইবার মাহিনের ছুটিটা সবাই মিলে গ্রামে কাটাবে। মাহিন খবরটা শুনে আনন্দে নেচে উঠলো। কতোদিন হলো সে গ্রামে যায় না। গ্রামের সিগ্ধ বাতাস ছুঁয়ে দেখা হয়নি, কত কাল যে হয়ে গেলো। সব কিছু ঠিকঠাক করে সবাই।বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলো। তাও আবার ট্রেনে। খুশির মধ্যে খুশি। দিনটা ঠিক করা হলো। নির্ধারিত দিনে সবাই গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। সবাই সকাল নয়টার আগেই ট্রেনে উঠে পড়লো। ঠিক নয়টার সময় ঝকা-ঝক-ঝক শব্দ করে ট্রেন চলা শুরু করলো। মাহিন ট্রেনে বসে চারদিকের প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে লাগলো। এ রকম দৃশ্য মাহিনের দেখা খুবই কম হয়ে থাকে। শহরের কোলাহলে মাহিনরা এসব ভুলে গেছে বললেই চলে। মাহিন প্রকৃতির সৌন্দর্য আর পাখির ডানা গুণে দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল তাদের এলাকার স্টেশনে। সবাই স্টেশনে নেমে একটি ভ্যান ভাড়া করে মাহিনের গ্রামে যাওয়া শুরু করলো। পাকা ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে রাস্তার দিকে নির্মল বাতাস খেতে খেতে মাহিন যেন এক স্বপ্নপুরীর রাজ্যে হারিয়ে গেলো। অবশেষে মাহিনের আব্বু, আম্মু, খালা, ছোট বোন ও সে সবাই মিলে নিজেদের গ্রামের বাড়িতে পা রাখলো। গ্রামে বসবাসরত মাহিনের চাচাতো বোন সবাইকে এগিয়ে নিলো। সবাই হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হতে থাকলো। কিন্তু মাহিন তার চাচাতো ভাই রাহিকের সঙ্গে গ্রাম দেখতে বেরিয়ে পড়লো। তার আব্বু আম্মুও আপত্তি করলো না। রাহিকের সঙ্গে মাহিন গ্রামের মেঠোপথে হেঁটে বেড়ালো।

মিষ্টি বাতাস গায়ে লাগিয়ে নিজেকে যেন খুবই হালকা লাগছিলো তার। ফুরফুরে লাগছিলো। ধানক্ষেতের আলপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যার সময় হয়ে এলো। তখন তারা বাড়িতে ফিরলো। বাড়ি ফিরে দেখলো, রাহিকদের ঘরে মুড়িভর্তার আসর বসেছে। আনন্দভরা মন নিয়ে মাহিনও ওদের দলের একজন সদস্য হলো। আনন্দ করতে করতে রাত অনেক হয়ে গেলো। সবাই ঘুমের জন্য প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু মাহিন তার দাদুর ঘরে চলে গেলো। দাদু মাহিনকে বসে বসে গল্প শোনাতে লাগলো। গল্প শুনতে শুনতে মাহিন কখন যে দাদুর কোলে ঘুমিয়ে পড়লো। হৈ-হুল্লোড় করতে করতে এ রকম দুটি দিন পার করলো মাহিন। কিন্তু তারপর ঘন্টা বাজল বাসায় ফেরার। সবকিছু গুছিয়ে এবার ওরা রওনা হলো সেই ইট পাথর

ঘেরা শহরের দিকে। এবার তারা ফেরার জন্য গাড়ি ভাড়া করলো। যাওয়ার পথে মাহিন তার বাবাকে বললো, 'বাবা, দাদুকে আমাদের সাথে নিয়ে চলো।' বাবা বললো, না। মাহিন বলল, কিন্তু কেন? আমি দাদুকে ছাড়া থাকতে পারব না। মাহিন বললো। বাবা বললো, শহরে আমি এবং তোমার মা কাজে ব্যস্ত থাকি, যার জন্য তোমার দাদুর প্রতি আমরা খেয়াল রাখতে পারবো না, তোমার দাদু এখানে আছেন ভালো আছেন। তখন মাহিন বললো, তাহলে আমি যখন বড় হব তখন আমি কি তোমাকে দাদুর মতো এখানে রেখে যাবো? তখন মাহিনের বাবার মন কেঁদে উঠলো। বাবার অসহায়তার কথা বুঝতে পারলো। তখন মাহিনের বাবা ড্রাইভারকে বললো গাড়িটাকে ইউটার্ন নিতে। তখন মাহিনের বাবা তার দাদার কাছে ক্ষমা চেয়ে বাবাকে বললো, আজ থেকে তুমি আমাদের সাথে থাকবে। এ কথা বলে মাহিনের বাবা তার দাদুকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর মাহিনের বাবা তার দাদাকে গাড়িতে তুলে-লা। তারপর মাহিন এবং তার আব্বু আম্মু তার দাদুর খেয়াল রাখতে শুরু করলো। মাহিন তার দাদুর কাছে প্রতিদিন নতুন নতুন গল্প শুনতে থাকে। এভাবে মাহিনের পরিবার সুখী হয়ে উঠলো।

দায়িত্ব

মশিউর রহমান
নবম-বিজ্ঞান (কুদরত-ই-খুদা)

মামুনের বয়স ২৫ কি ২৬ বছর, এর কম নয়। বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়ানো, আড্ডা ইত্যাদি তার নিত্য দিনের কাজ। রাত ১০টার আগে বাড়ি ফেরা কখনও হয় না তার। এ বছর মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়েছে তবে পরিবারের আর্থিক দুরাবস্থা, অসুস্থ বাবা-মা, বোনের পড়ালেখা কিংবা ভাইয়ের কেরানি চাকুরি এসব কিছু নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই। তার এসব উদাসীনতা ভাইয়া ভাবীর বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবী আবার মামুন আর রিতার সম্পর্কের ব্যাপারে জানতে পেরেছে। তবে এ ব্যাপারে তিনি ওদের সাথে আছেন। আজ সকাল সকাল ভাইয়া ভাবী বেরুচ্ছে। এত সকালে ভাইয়া ভাবী কখনও বের হয় না। মামুন প্রশ্নবিদ্ধ মুখে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছো ভাবী?' 'তোমার ভাইয়ার সাথে বের হচ্ছি হাসপাতালে যাবো।' 'হাসপাতালে? হাসপাতালে কেন?' 'কেন তুমি জান না বাবা দুইদিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি।' মামুন কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। সে পরিবারের প্রতি এতই উদাসীন ছিল যে, কে ঘরে নেই তাই সে জানতো না। দুদিন পরে আজ বাবাকে দেখতে গেল। মা কিছুই বললেন না, মনে কঠিন ব্যথাগুলো চোখর জলে প্রকাশ করলো। এসবই মামুনকে ভাবিয়ে তুললো। ডাক্তার বলেছেন এক সপ্তাহের মধ্যে বাবার অপারেশন করতে হবে। এত কম সময়ের মধ্যে অতগুলো টাকা ভাইয়ার পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। আবার বাসা থেকে রিতাকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। এ সব কিছু মামুনকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে। তাই ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে পালিয়ে বিয়ে করবে। বাবার অপারেশনের আগের দিন ওরা বিয়ে করলো। ভাবী সবটাই জানতেন। বিয়ের পর ওরা এক সাথে রিতার বাবার পায়ে পড়ে-

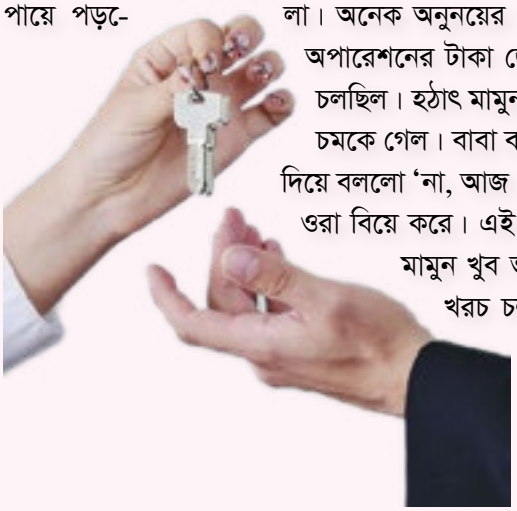

লা। অনেক অনুনয়ের পর তিনি সবটা মেনে নিলেন। এদিকে ভাবী কোথায় থেকে যেন অপারেশনের টাকা জোগাড় করলো। বাবা সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরলো। সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল। হঠাৎ মামুন রিতাকে নিয়ে ওদের বাড়ীতে এসে হাজির। মা কেমন যেন একটা চমকে গেল। বাবা বললেন, 'দু'টাকা আয় করার ক্ষমতা নেই...'। ভাবী বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বললো 'না, আজ এত সুখের কারণ এই মামুন। আপনার অপারেশনের দুই দিন আগে ওরা বিয়ে করে। এই রিতার গয়না বিক্রি করেই আপনার অপারেশন হয়। আর তখনই মামুন খুব ভাল একটা চাকুরী পায়। সেই সব টাকা দিয়ে আপনার চিকিৎসার খরচ চলছে। এই মামুনই পরিবারের হাল ধরেছে। বাবার ওই মায়াভরা চোখের জলই বলে দিচ্ছিল তিনি কতটা গর্বিত।

ফিরে পেলাম

শেখ জারীন মুনিয়াত
দশম (বি)

ছোট বেলায় মায়ের সাথে মেলায় ঘুরতে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া মমতা। আমি মমতার থেকেও ছোট বয়সে হারিয়ে গিয়েছিলাম। নিজের নাম ছাড়া পরিবারের কিছুই আর মনে নেই। মমতার চেহারায় মায়াবতির ছাপ। চোখগুলো টানা টানা, যেন কোন মূর্তি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমিও তার দিকে তাকিয়ে আছি। এরকম একটা জায়গায় আসার পরও তার চোখে মুখে কোনো ভয় দেখতে পাচ্ছি না। শুধু দেখতে পাচ্ছি ক্রোধ। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম নিজেরও খেয়াল নেই। ভোরে উঠে দেখি মেয়েটি ঘরে নেই। যা ভেবেছিলাম তাই হলো। মাসুদা আপার ঘরে উকি দিয়ে দেখি তাকে নোংরা জামাকাপড় পড়িয়ে ভিক্ষা করানোর জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। আমি কি পারি না আমার মতো এই হতভাগাদের উদ্ধার করতে? তীব্র প্রতিজ্ঞা করলাম আমি পারবো। সবাইকে ভিক্ষা করানোর জন্য রাস্তায় নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমি আবারও মমতার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে রাস্তার এক কোনায় জড়সড় হয়ে দাড়িয়ে আছে। ভিক্ষা করছে না। ভিক্ষা করা শেষে তাকে কাছে ডাকি।

মমতা তোমার থালাটা দাও। (আমার থালা থেকে কিছু পয়সা আর নোট তার থালায় দেই)।
এগুলো আমার চাই না। নিয়ে যাও।
মাসুদা আপা যখন থালা চাইবেন, তখন কিন্তু আবার বলে দিও না।
বলে দিব।
তুমি কি চাও ওই দুষ্ট লোকগুলো আমাদের মারধর করুক।
না। (মাথা নিচু করে)।

সবাই এক এক করে মাসুদা আপা আর রহিম ভায়ের কাছে ভিক্ষার থালা দিয়ে খাবারের থালা হাতে নিয়ে ঘরে গেলাম। মমতা হাতে থালা নিয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। বয়স ৬-৭ বছর হবে। আমাকে নিয়ে আসা হয়েছিল ৫ বছর বয়সে।

আপা তোমার নাম কি?
মুনিয়া।

তুমি কেন এখানে আছো? চলো আপা পালিয়ে যাই।
তোমাকে কথা দিচ্ছি। পালিয়ে যাব। কিন্তু আমরা একা কি পারবো?
জানি না। আমি শুধু মা বাবার কাছে ফিরে যেতে চাই।
সবার সাথে কথা বললাম। কিন্তু কেউ রাজি না। সবাই ভীতু হয়ে গিয়েছে। পরের দিন আবার আমার থালা থেকে কয়েকটা নোট দিলাম মমতাকে। মাসুদা আপা মমতার থালার টাকা পয়সা গোনার পর, উচ্চস্বরে হাসা শুরু করলেন।
বাহ, বেশ বেশ! আরেকটু বড় হলে অন্য কাজে লাগিয়ে দেব তোকে। তখন আরো কামাতে পারবি।
তুমি দেখতে অনেক বিদঘুটে।
মমতার সাহস দেখে আমরা সবাই থ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ওর পরিনতি ভেবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।
কি বললি তুই? আমি বিদঘুটে? তোর সাহস তো কম না। জানের মায়া নেই? আছে।

দাঁড়া তোকে বোঝাচ্ছি। রহিম, যা মেয়েটাকে শিক্ষা দিয়ে দে।
বাকিরা খাবার নিয়ে ঘরে গেল। খাবার আমার গলা দিয়ে নামছে না। রুটিটা মমতার জন্য রেখে দিই। পাশের ঘরে উকি দিতেই মমতার মায়াবতী চেহারাটা চোখে পড়ল। রহিম ভাইয়ের আর মমতার কথোপকথন শোনার চেষ্টা করি। চোখের পলকে রহিম ভাই মমতার পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিল। মমতার চিৎকার শুনে থমকে গেলাম। মর্মান্তিক অবস্থায় ফিরে এলো মমতা। পরের দিন মমতাকে ওই অবস্থায় ভিক্ষা করতে বের হতে হলো। রহিম ভাই ও পাহারাদার হয়ে সাথে যায়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি চাপল মাথায়।

রহিম ভাই? আজ কি বার?
শুক্রবার। কেন!
আজ তো বড় নামাজ, না?
হ্যাঁ, তো?
বড় নামাজে তো অনেক মানুষ হয়। চলো আমরা ওখানে যাই। বেশি টাকা উঠবে।
বুদ্ধিটা খারাপ না।
নামাজ শেষে অনেক মানুষের ভিড় হয়েছে। পরিমাণে টাকাও বেশি উঠেছে। মমতা আর আমি তার থেকে কিছু রেখে দিই পালিয়ে যাওয়ার সময় কাজে লাগবে।
দুই শুক্রবার পার হয়ে গেছে। আজই কাজটা করতে হবে। কোনো ভুল করা যাবে না। নামাজ শেষ, লোকজন বের হয়ে আসছে। রহিম ভাইয়ের ছায়াটুকু দেখা যাচ্ছে না।
মমতা শক্ত করে আমার হাত ধরে। দৌড়াবে না। আমার হাত ছাড়বে না।
আচ্ছা।

শক্ত করে মমতার হাত ধরলাম। লোকজনের আড়ালে মসজিদে ঢুকে গিয়েছি। মসজিদটা এতোই বড় যে ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ পরেই হারিয়ে গেলাম। একটা দেয়ালের পেছনে গিয়ে লুকাই আমি আর মমতা। তখনই পেছন থেকে একজন বুড়ো লোক আমাদের দেখে ফেলে। উনাকে পুরো ঘটনা খুলে বলার পর উনি থানায় নিজে যায়। ওখানকার লোকেরা বাকিদেরকেও উদ্ধার করে আমাদের সাথে আশ্রয় দেন। প্রত্যেকের ছবি তোলে বিজ্ঞাপন দেয়া হলো। অনেকেরই মা-বাবা এসে নিয়ে গেছে। প্রায় দু মাস পর আমাকে আর মমতাকে ডেকে আনা হলো। বলা হয়েছিল। আমাদের দু জনরেই মা-বাবা এসেছে। গিয়ে দেখি শুধু একজনের বাবা-মা। কিন্তু বলা হয়েছিল আমাদের দুজনেরই বাবা-মা এসেছেন। মমতা আমার হাত ছুটে দৌঁড়ে গেল তার মা-বাবার কাছে। উনারা শুধু মমতাকে না আমাকেও জাড়িয়ে ধরল। তখনও কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বাড়িতে গিয়ে দেখি এক দেয়ালে মমতার ছবি আটকানো অন্য দেয়ালে আমার ছোট বেলার। জানতাম না যে মমতা আমার নিজেরই আপন বোন। কিন্তু তার প্রতি ছিল অন্যরকম একটা অনুভূতি। প্রায় ছয় বছর পর ফিরে পেলাম মায়ের কোল।

রক্তে ভেজা বর্ণমালা

তাহিয়া মাহ্‌দিয়াত
১০ম (সক্রেটিস)

রূপপুর গ্রামের এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্ম জয়ের। জন্মের পূর্বেই বাবাকে হারানো ছেলেকে জৌলুস কখনো ছুঁতে পারেনি। গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীতে মাঝির কাজ করে জয়। মাকে নিয়ে সে ভাঙা কুঁড়ে ঘরে বাস করে। দেশের অবস্থা ভালো না। তার সাদামাটা জীবন আপন গতিতে চলে, সে নদীর স্রোতের মতো।

একদিন বিকেলে বাজারে যাওয়ার পথে তার চোখ পড়ে চৌধুরী বাড়ির জানালার দিকে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে এক অপরূপা রমনী। চুল যেন মেঘ, যার আড়ালে থেকে উঁকি দেয়া যায়। চোখেই যেন আস্ত এক বিল। তার সাদামাটা জীবনে জায়গা করে নিলো এই অন্যন্যা।

এদিকে দেশের অবস্থা উত্তাল। সরকার ঘোষণা করেছে "উর্দু হবে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" ছাত্র সমাজ তীব্র "না, না" বলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সেদিকে তার কোন ভাবনা নেই। সে তার মনে উথাল পাতাল জোয়ার। অনেক আশা, সংকোচ, ভয় নিয়ে তার মনের কথা জানিয়ে দেয় মেয়েটিকে। কোন উত্তর না পেয়ে সে শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত কাটাতে থাকে। একদিকে আশা অন্য দিকে

হতাশা। অস্থির হয়ে এক চাকরকেই জিজ্ঞাসা করলে সে যে উত্তর পায় তার জন্য আরো সে প্রস্তুতি ছিল না। সে জানতে পারে মেয়েটির নাম সৃজনী। জন্ম থেকেই সে বোবা। জন্ম থেকেই সে সুখ দুঃখ আনন্দ প্রতিটি মুহূর্তের নীরব সাক্ষী চন্দ্র তারার মতো। কথা বলতে পারা, মায়ের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশের সে মর্ম সেই মুহূর্তেই সম্ভবত সে উপলব্ধি করেছিল। সে ভাবল আমাদের আর সৃজনীর মধ্যে পার্থক্য কোথায়! আল্লাহ আমাদের ক্ষমতা দেয়ার পরও আমরা কেন বোবা থাকবো। সেদিনই সে তার বিধবা মায়ের অশ্রু মুছে দিয়ে আন্দোলনে যোগ দিল।

১৯৫২ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি। জয়ের মা দুনিয়ার একমাত্র আপন মানুষ যক্ষের ধনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনারত। এমন সময় দরজায় আচমকা কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে সে দুঃসংবাদের খবর পায়। জয়ের বুকের বাম পাশ দিয়ে গুলি চলে গেছে। উৎভ্রান্তের মতো করে দৌড়ায় তার মা যায় ঘটনাস্থলে। সৃজনীও যায়। লাল তাজা রক্তে ভরে আছে জয়ের দেহ। সে একবার সৃজনী ও তার মায়ের দিকে তাকায়। সৃজনী অস্পষ্ট শব্দ করে। বোধ হয় বলেছিল "জয় এর বাংলা" "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"। জয়ের জীবনের ক্রান্তিকালে তাজা রক্ত আর চোখের পানির স্রোতের সাথে মিশে নিঃশেষ হয়ে গেল তার তাজা মনের রঙিন প্রজাপতির মতো রাঙানো স্বপ্নগুলো।

আমরা শুধু কয়েকজন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের নাম জানি। এমন হাজারো জয় আছে যাদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা নেই। অস্তিত্বের সাথে নামটিও মুছে গেছে তাদের সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এমনই হাজার হাজার জয়ের আত্মত্যাগ, বুক খালি হওয়া মা, সৃজনীদের চোখের নীরব দৃষ্টির বিনিময়েই আমরা বলতে পারি আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বিশ্বের বুকে আমরা আজ অনন্য। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর UNESCO বাংলাদেশের ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবসকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। পৃথিবীর ৬০০০ এর বেশি ভাষার মানুষ এদিনকে স্মরণ করে। আর এই সম্মান শত শত জয়ের। এখন এ সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত।

মা

আনমল আমিরা
দশম (ডি)

মা কে জানো?

মা একটি পৃথিবী, যার কোলে মাথা রেখে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। যার প্রতি থাকে অকৃত্রিম ভালোবাসা। মা যার মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত প্রশান্তি থাকে। মা যার কোলে মাথা রেখে বলে দেওয়া যায়। সারাজীবন এভাবে কোলে রাখবে তো?

মা কে জানো?

যার মধ্যে সমস্ত মানুষের বিশ্বাস লুকিয়ে থাকে। যার কাছে এই দুনিয়ার মূল্য সবচেয়ে তুচ্ছ। মা একটি শব্দ। কিন্তু সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে প্রশান্তির।
কিন্তু মা কে তুমি বলো না?

তুমি কী সেই, যে এই পৃথিবীতে সবার সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে কাছের। কিন্তু কই তুমি? কই তোমার স্থান? আছে, মা একটি শব্দ যা প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে থাকে। মা যাকে প্রত্যেকটি মানুষ খুব ভালোবাসে। মনের সব কথা এক নিশ্বাসে বলে, বিশ্বাস করে।

আমিও খুব ভালবাসি। মনের সব কথা এক নিঃশ্বাসে বলি। সবচেয়ে বিশ্বাস করি যাকে সব সময় কল্পনা করে বলি -
মা আমাকে ছেড়ে যাবে না তো!!!

সংসারী

মালিহা নামলাহ
একাদশ (আল বিরুণী)

এশা তাকে বলে,
- ভিক্ষা করো না, পড়াশোনা কর।
সে অবাক হয়ে এশার দিকে তাকায়,
- পড়াশোনা করলে কি ভাত পাওয়া যায়?
এশা বলে,
- হ্যাঁ, তুমি আমাদের কাছে পড়তে এসো। আমরা প্রতিদিন দুপুরে ভাত খাওয়াই।
- কতোক্ষণ পড়াইবেন?
- দুই ঘন্টা।
সে মনে মনে হিসাব করে, তারপর বলে,
- দুই ঘন্টা ম্যালা সময়, পুষবো না। ট্যাকা কম হইলে মায়ে রাগ করব।
- আমরা তোমাকে প্রতি মাসে টাকাও দেব। তোমার মাকে বলো, কেমন?
- কতো ট্যাকা দিবেন?
দর কষাকষিতে এশা তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তবু ধৈর্য্য ধরে বলল,
- পাঁচশ'র কম দেব না।
সে আবার মনে মনে হিসাব করলো।
- আইচ্ছা, আমু নে।
এমন ভাবে বলল যেন অল্পে রাজি হয়ে এশাকে করুণা করেছে। এশা ওকে নিয়ে দোকানে গেল। এডভান্স কিছু না দিলে মনে থাকবে না স্কুলে আসার কথা। জিজ্ঞেস করল,
- দুপুরে খাওয়া হয়েছে?
- না, হয় নাই।
বেশি টাকা ছিলো না এশার কাছে, অলটাইম বাটার বন কিনে দিলো একটা। সেটা নিয়ে সে চলে গেল। একটা হাসিও উপহার দিলো না। এশার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। ওদের মতো বাচ্চাদেরকে নিয়েই তো সে কাজ করে।
শিশুটির বয়স ৬/৭ বছর। এই বয়সী বাচ্চাগুলো কোমলমতি আর মিষ্টি হয়। হ্যাঁ, তবে পথ শিশুরা ১৫/১৬ বছর বয়সে রুক্ষ আর নিষ্ঠুর হয়ে যায়, তাও এশার দেখা। তবে ৬/৭ বছর বয়সেই পরের দিন ক্লাস করাচ্ছে এশা। সেই বাচ্চাটিও এসেছে। দেখা গেলো এশার কিছু ছাত্র-ছাত্রী চেনে বাচ্চাটিকে, আধা ঘন্টা পার হতে না হতেই সে একটি ছেলের সাথে তুমুল মারামারি বাঁধিয়ে দিলো। অনেক কষ্টে এশা থামাল ওদের। ওকে নিয়ে সে একপাশে চলে এল। বলল,
- তোমার নাম যেন কি?
- জামিলা।
- জামিলা, তুমি ওকে মারলে কেন?
- অয় আমার মায়েরে গালি দিছে।
- ও একটা পচা কাজ করেছে, কিন্তু তুমি তো ওকে মেরে আরো পচা কাজ করলে, তাই না?
- আমার মায়েরে যে গালি দিব, তারে আমি আস্তা রাখুম না।
এশা অনেকক্ষণ ধরে তাকে বুঝালো, কিন্তু কোনোই লাভ হলো না। মনে হলো তার কথাগুলো একটি কঠিন পাথরে লেগে ফিরে আসছে, ভেদ করতে পারছে না কিছুতেই।
ক্লাস শেষ করে এশা সবাইকে খেতে দিলো। সে দেখলো, জামিলা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্লেটের দিকে, খাচ্ছে না। ওর কাছে যেয়ে বলল,
- কি হয়েছে? খাচ্ছ না কেন?
জামিলা কোন কথা বলল না।
- ক্ষুধা নেই?

এবারও সে নিশ্চুপ। একটু পর বলল,
- আমি একটু আইতাছি।
এই বলে সে বাইরে চলে গেল। একটু পর একটা পলিথিন এনে প্লেটের খাবারগুলো পলিথিনে ভরে ফেলল। ততোক্ষণে বাকি বাচ্চারা পেট ভরে খেয়ে উঠেছে। এশা জামিলার কান্ডকারখানা দেখে একটু অবাক না হয়ে পারলো না। কারণ জিজ্ঞেস করায় কোন উত্তর পেল না। পরের দিনও জামিলা একই কাজ করলো, ভাত পলিথিনে ভরে নিলো। এই দুই দিনে এশা তাকে একটিবারও হাসতে দেখেনি। সব সময় কেমন যেন অন্য মনস্ক। যে কথায় অন্য বাচ্চারা হেসে কুটি কুটি হয়, সে কথায়ও সে মুখ ভোতা করে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।
তৃতীয় দিন ক্লাস শেষ হওয়ার পরের ঘটনা। সব বাচ্চাদের সাথে জামিলাও চলে যাচ্ছিলো, এশা পেছন থেকে ডাকলো,
- জামিলা, একটু এদিকে আস।
সে আসলো। এশা পাশের জায়গাটা দেখিয়ে বলল,
- এখানে বস।
এশার পাশে নির্ভয়ে বসলো সে। এশা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল,
- তোমার বাসা কোথায়?
- বেরিবান্দ।
- বাসায় কে কে আছে?
- আমার মায় আর ছোট দুই ভাই।
- মা কি করে?
- কিছু না।
- কিছুই করে না?
- না।
- কেন?
- মায়ের অসুখ।
- কি অসুখ?
- জানি না, বিছানার তন উঠতে পারে না।
- কতোদিন ধরে অসুখ?
- ম্যালা দিন। ২-৩ বচ্ছর হইব।
- তোমার বাবা কোথায়?
- মায়ের অসুখ হওয়ার পর বাপে কই জানি চইল্যা গেছে।
- তোমাদের চলে কিভাবে?
- আমি ট্যাকা আনি, আমার ট্যাকায়ই চলে।

- এই ভাত কি তোমার মা আর ভাইদের জন্য নিয়ে যাও?
জামিলা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো। তার মুখ অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। এশা তাকে এক হাত দিয়ে বুকে টেনে নিলো। সে অঝোরে কাঁদলো। এতো কষ্ট ঐ ছোট্ট বুকটার ভেতরে কিভাবে জমে ছিলো কে জানে। একটু পর সে সচেতনভাবে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়, বলে,
- আমি যাই, ভাই দুইডা না খাইয়া আছে।
এশা কিছু বলল না। জামিলা হাঁটা শুরু করলো। এশা শুধু তাকিয়ে দেখলো, সংসারের বোঝা কাঁধে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একটি শিশু।

যে সময়টা শিশুরা খেলাধুলা করে কাটায়, সে সময়টা জামিলা পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করে। যে বয়সে শিশুরা

পরিবারের আদর পাওয়ার চিন্তায় উদগ্রীব থাকে, সে বয়সে জামিলা পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকে। দায়িত্বের ভার সামলাতে সে তার আবেগ - অনুভূতিটুকুও পায়ে পিষে ফেলেছে, গলা টিপে মেরে ফেলেছে নিজের শৈশবকে। অভিজ্ঞতার ঝুড়ি নিয়ে ৭ বছর বয়সী জামিলা বিচরণ করছে সেই একই চারণভূমিতে, যেখানে তোমার আমার ৭ বছর বয়সী বোন পুতুল খেলায় মত্ত।

এরপর থেকে জামিলা আর স্কুলে আসে নি। কেন আসে নি তা জানে না এশা। বাচ্চাদের কাছ থেকে তেমন কোন তথ্য পায়নি সে ওর ব্যাপারে। তারপর কাজের ব্যস্ততায় ভুলেও গিয়েছিলো ওর কথা। মাঝে মধ্যে মনে পড়ে, বুকটা হু হু করে ওর জন্য। এই ব-দ্বীপেই কতো শত জামিলারা আসে যায়, কয় জনের কথা আমরা জানি? ওর জন্য কিছু করতে পারেনি ভেবে এশার কষ্ট হয়, কিন্তু কিছুই তো আর করার নেই। সুতা কাটা ঘুড়ির মতোই ছন্নছাড়া ওরা, ওদের কি আর খুঁজে পাওয়া যায়? তাই ভুলে যাওয়াটাকেই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়েছে তার। আসলে সত্যি কথা বলতে, জামিলাদেরকেও কেউ মনে রাখে না।

কিংবদন্তির থেকে

স্বর্ণা রাণী পাল
একাদশ (আল বিরুণী)

হঠাৎ করে জীবনের লক্ষ্যটা যেন তিল থেকে তাল হয়ে গেল। আর হ্যাঁ একে জীবনের Turning Point বলেছিলাম শুধুমাত্র বিনোদন হিসেবে।

তাহলে এই সময়টুকু করলাম কী? যদি বন্ধুদের কাছে সেরা বিনোদনদাতা হিসেবেও অভিহিত হতাম তবেও তা নিজের কাছে এক অনন্য অর্জন হয়ে দাঁড়াতো। জীবনের লক্ষ্য তথা The goals of life মোটেও ক্ষুদ্র কোন বিষয় নয়। ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে বলতে গেলে এটি খুঁজে পেতে তথা আবিষ্কার করতে গিয়ে অনেক বিজ্ঞানী মারা গেছে। না মোটেও এরকম নয়। কারণ আমি এখন অনেকটাই জীবনের লক্ষ্যগুলোকে তুলে ধরতে পারি, আর আমি আর অমি যে কোন বিজ্ঞানী নই সেটাতো ..... (সবাই জানে), তোমার জীবনের লক্ষ্য কী? যদি এ বিষয়ে কোন রিসার্চ করা যেতো, তবে আমি নিশ্চিত যে গবেষণায় দেখা যাবে ১০০ জনের মধ্যে একশ পাঁচ জনই (!) বলবে - আমি ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/আর্মি/সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার / কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার/ ক্রিকেটার/ফুটবলার/পাইলট/রিপোর্টার/ পলিটিশিয়ান /সচিব হেন তেন ..... হতে চাই। এর চেয়ে ভাল পাওয়া যাবেই না। অসম্ভব! আরে আমি তো এটাই হবো। কোন মিস নাই। ইত্যাদি, ইত্যাদি....।

তবে সত্যিকার তথা প্রকৃত কিংবা বিশুদ্ধ অর্থে জীবনের লক্ষ্য কখনোই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হতে পারে না। আর হ্যাঁ, কেউ এই মুহূর্তে রাগ করে লেখাটাকে বুলশিট বলে ফেলে দিও না।
নিশ্চয়ই এতটুকু কথা বলার পেছনে আবার কোন রহস্য তার সার কথা লুকায়িত রয়েছে।

একটা ছোটখাটো life chain বানানো যাক-
শৈশবকাল- অদম্য ইচ্ছা, পড়ালেখা- ডাক্তার- টাকা-পয়সা- মৃতঃ
শৈশবকাল - প্রেরণা, চেষ্টা- ইঞ্জিনিয়ার-টাকা পয়সা - আল বিদা
শৈশবকাল - মেধা, শ্রম- সরকারি চাকুরি - টাকা পয়সা - হঠাৎ নাই
এই রকম লক্ষ কোটি শৃঙ্খল। এটা দেখার পর অনেকে হয়তো একটা হাসি দিবে তারপর একটা অস্পষ্ট বিদ্রুপ করবে - এতো জানিই, মরতে তো হবেই।
হ্যাঁ মরতে হবেই। তবে কী জীবনে জীবসত্তার টানে আয় রোজগারের কোন মাধ্যম

মানে পেশা বেছে নিতে হবে না? অবশ্যই নিতে হবে।

এতক্ষণ ডিমের সাদা অংশই একটু একটু করে খেলাম। কুসুম পর্যন্ত পৌছাচ্ছি না। না সেটাকে উপস্থাপন করার জন্য কাউকে অধীর ভাবে আগ্রহ করিয়ে এই লেখাটাকে আকর্ষণীয় করার কোন ইচ্ছা আমার নেই। একজন আদর্শ মানুষ তথা এই। বিশ্বের যত কিংবদন্তি সকলের জীবনের লক্ষ্য সৎকর্ম, মহৎ কীর্তি থেকে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত যে তাঁরা অমর হতে চেয়েছেন এবং পেরেছেন। পেরেছেন বলেই তো তারা কিংবদন্তি। সকল সৃষ্টিই নশ্বর; দেহ চিরঞ্জীব নয়। তবে কীর্তি মহান, অবিনশ্বর। আজও সেই কিংবদন্তির কথা মানুষের মুখে মুখে। তাঁরা সকল শ্রেণির সকল যুগের মানুষের হৃদয়েই স্থান করে নিয়েছেন গভীর শ্রদ্ধার সাথে। এই বিশ্বে রয়েছে কত মহান আদর্শ সকলেই সেই আদর্শ অনুসরণ করে ভাল মানুষ তথা আদর্শ মানুষ তথা আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে চায়। কারণ এই কিংবদন্তিরাই তো পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। এখন তাঁদের গুণগুলো, শ্রেয় দিকগুলো আত্মস্থ করাই সকলের সাধনা।

বন্ধুরা, জীবনের লক্ষ্য থেকে মনে হচ্ছে দূরে সরে যাচ্ছি। মোটেও তা নয়। অবাক হওয়ার ------- নেই, তবে পরম সত্য তো এই যে, একজন আদর্শ মানুষের জীবনের লক্ষ্য হওয়া চাই - নিজেকে অমর হিসেবে গড়ে তোলা।

আর এই অমর হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব অনন্য কীর্তির মাধ্যমে - মানব প্রেমের মাধ্যমে, মানব সেবার মাধ্যমে, আরেক ভাই (মানুষ) এর ভোগান্তিকে স্বীয় সত্তায় উপলব্ধি করার মাধ্যমে, তার সহায়তায় একটি হাত বাড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে। এগুলো হচ্ছে আদর্শ মানুষ হিসেবে চিরঞ্জীব হয়ে থাকার সহজতম চেষ্টাগুলো। আর সৃষ্টিশীলতা হচ্ছে অমর হওয়ার কঠিনতম তথা আরেক শাখার প্রয়াস।

আমরা যদি কিংবদিন্তদের মতোই একটু একটু করে তাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলোর প্রতিনিয়ত চর্চা করতে পারি, তবে হয়তো 'অমর' হওয়ার সাধনা বিফলে যাবে না। অনেক কিংবদন্তি চলে গেছেন, আজও আছেন, আর আগামী পৃথিবী বসে নেই, আরেকজন কিংবদন্তি আসার অপেক্ষার প্রহর গুণছে। কোন মিথ্যা কল্পনা নয় হয়তো আগামীর 'কিংবদন্তির' আমাদের মধ্য থেকেই একজন। আর হ্যাঁ সৃষ্টিকর্তার প্রতি অগাধ আস্থা ছাড়া আদ্যন্ত চিন্তা-ভাবনা প্রয়াস শুধু বৃথা।

আশা

নুর মোহাম্মদ নাদিম
একাদশ (বিএমজে)

একটি ঘরে চারটি মোমবাতি জ্বলছিল। প্রথম মোমবাতিটি বলল, 'আমি শান্তি... বেশিক্ষণ থাকি না। এটি বলেই মোমবাতিটি নিভে গেল। তখন দ্বিতীয় মোমবাতি বলল, "আমি বিশ্বাস, যেখানে শান্তি নেই সেখানে আমি থাকতে পারব না। এই বলে দ্বিতীয় মোমবাতিটিও নিভে গেল।

কিছুক্ষণ পরে একটি বাচ্চা ঘরে প্রবেশ করল। সে দেখল যে, চারটি মোমবাতির মধ্যে তিনটি মোমবাতিটিই নিভে গেছে।

আর একটি মোমবাতি মিট মিট করে জ্বলছে। বাচ্চাটি তখন কাঁদতে কাঁদতে চতুর্থ মোমবাতিটিকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি জ্বলছো কেন?" তখন চতুর্থ মোমবাতিটি উত্তরে বলল যে, 'আমি আশা'। আমি সব সময় থাকি। তুমি চাইলে আমাকে দিয়ে এই তিনটিকে পুনরায় জ্বালিয়ে নিতে পারো। অর্থাৎ তুমি চাইলে 'শান্তি', 'বিশ্বাস' ও 'ভালোবাসা' ফিরিয়ে আনতে পারো।

একটি জিনিস হল এই 'আশা'। ছোট এই শব্দটিই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

অভিমান

নাফিলা মেজবাহ
একাদশ (আল জাবের)

গ্রামের সুনশান রেল স্টেশন। পাশে ছোট চায়ের দোকানে টুং টাং আওয়াজ। ইলেকট্রিসিটি নেই গ্রামটিতে, হারিকেনের আলোয় ও কাঠ গোলাপের গন্ধে অদ্ভুত এক পরিবেশ। লিসা তার চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ভাইকে বললো -
'আচ্ছা, আমি যদি হারিয়ে যাই, খুজবি?'
'না, তুই এসে ধরা দিবি'
'ওমা! আমি তো হারিয়েই যাব। ধরা দেওয়ার জন্য কেউ হারায় বুঝি?'
'বোকা রে, চা খা'

লিসা ও নিলয়। নিলয় লিসার থেকে দুই বছরের বড়। কিন্তু মানুষ দুইজনই খুব অদ্ভুত। তারা দুইজনই বই পাগল। তাদের তর্ক হয় প্রিয় লেখক নিয়ে, কখনো কখনো খুনসুটি চলে - রবি ঠাকুর- দেবী কাদম্বরীকে নিয়ে। এভাবেই তাদের দিন চলে।

কাল সকালে লিসার অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা হঠাৎ তার ভাইয়ের কাছে ফোন আসে যে তার কিছু জরুরী কাজের জন্য ঢাকা যাওয়া লাগবে। কিন্তু লিসা চায় না যে নিলয় ঢাকায় যায়। তাকে বোঝানোর পরও নিলয় লিসাকে না বলেই চলে যায়।

বাসায় এসে লিসা যখন জানতে পারে যে নিলয় চলে গেছে। সে নিলয়কে কল করে। দুইবার রিং হওয়ার পরও কলটা রিসিভ করে না নিলয়। লিসা দুইবারের বেশি কখনো রিং করে না। প্রায়ই এমন করে নিলয়। বড্ড রাগ হয় লিসার। জানিস ই যে আমার পরীক্ষা তাই যেতে মানা করেছিলাম। বেশ, টানা তিনদিন আমার সাথে কথা বলবি না তুই। মনে করবি তিনদিনের জন্য হারিয়ে গেছি। অভিমান নিয়ে ছোট করে মেসেজ করে সে। রাতে লিসার মেসেজ পায় নিলয়। খুবই অভিমানী মেয়েটি। কিন্তু ঠিকই পরীক্ষা শেষে নিজেই যোগাযোগ করবে ভেবে মুচকি হাসে নিলয়। তবে সে সুযোগ তাকে দেওয়া যাবে না। নিলয়কেই প্রথমে যোগাযোগ করে রাগ ভাঙাতে হবে। তাই সে তার কাজ ফেলে ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে যা।
গ্রামে ঢুকতে যে বড় রাস্তা সেখানে প্রচুর জ্যাম। সামনে কি কোনো গাড়ি এক্সিডেন্ট করেছে নাকি। জ্যামে বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে ঘটনা দেখার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যায় নিলয়। হঠাৎ সে শুনতে পায়-

'ভাই কি হয়েছে?' 'এক মেয়েকে একটি গাড়ি ধাক্কা দিয়ে তার উপর দিয়ে চলে গেছে।
সামনে মেয়েটার রক্তাক্ত লাশ কাপড় দিয়ে জড়ানো। এক পলক দেখেই নিলয় পিছনে তার বাসের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। 'কি করতে পারি আমরা? পিছু হটা ছাড়া? মনে মনে প্রশ্ন করে নিজেকে।

হঠাৎ কি ভেবে আবার লাশটির দিকে এগিয়ে যায় সে। এক হাত বের করা ছিল লাশটির। হাতে সেই চুড়ি যা নিলয় লিসাকে দিয়েছে। নিলয় নিশ্চয়ই ভুল দেখছে। অবশ্যই ভুল। বুকে পাথর রেখে মুখের কাপড় তুলতেই সাথে সাথে শব্দহীন হয়ে যায় পৃথিবী। 'লিসা!' তিনদিনের জন্য হারিয়ে যাবি বলে সারা জীবনের জন্য চলে গেলি?' তার মনে হলো লিসা তার অভিমানী ঠোঁট ফুলিয়ে যেন তাকে বলছে, 'দেখছিস তোর কথাই ঠিক হলো। হারিয়ে গিয়েও যেন তোর কাছেই ফিরে আসলাম।'

উপহার

আবদুল্লাহ্-আল-জুনাইদ
একাদশ-বিজ্ঞান (বিএমজে)

শুভ তার বাবা মায়ের একমাত্র আদরের ছেলে। তার বাবা সরকারী কর্মকর্তা। তাই তারা অর্থনৈতিকভাবেও স্বচ্ছল। সামনেই শুভর এস এস সি পরীক্ষা। বাবা-মায়ের তাকে নিয়ে স্বপ্নের কোনো শেষ নেই। তার স্কুলের সকল বন্ধুদের ভালো ভালো স্মার্টফোন। কিন্তু তার কোনো স্মার্টফোন নেই। তাই বন্ধুরা তাকে সবসময় ছোট করে। শুভ তার পড়া লেখায় মনোযোগ দিতে পারছিল না। একদিন সে তার বাবার কাছে একটা স্মার্টফোন চেয়েই বসল। তার মা তার প্রতি খুবই যত্নশীল তাই তিনি কিছুতেই তার আবদার মেনে নিতে পারলেন না।

একদিন সকালে শুভর বাবা তাকে বলল, সামনে তোমার এস এস সি পরীক্ষা। ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা কর। পরীক্ষায় যদি তুমি জিপিএ-৫ অর্জন করতে পার তবে তোমাকে আমি একটি ভালো স্মার্টফোন কিনে দেব। সকালের নাস্তা সেরে শুভ স্কুলে গিয়ে তার সকল বন্ধুদের আনন্দের সাথে কথাটি বলল। সে পড়ালেখায় খুব ভালো ছিল না বলে অন্য বন্ধুরা জিপিএ-৫ এর কথা শুনে ওকে নিয়ে ঠাট্টা করা শুরু করল।

বন্ধুদের এরূপ আচরণে শুভ কষ্ট পায়। এবার সে তার পড়ালেখায় খুবই মনোযোগী হয়ে ওঠে। সারাদিন শুধু পড়ালেখা করে। তার মনোযোগ দেখে বাবা মাও আশ্চর্য হয়। যাইহোক, অবশেষে পরীক্ষা চলে আসল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় তার বাবা তাকে নিয়ে যায় পরীক্ষার হলে। একে একে তার পরীক্ষা শেষ হয়। পরীক্ষা তার ভালোই হয়েছে। এবার ফলাফলের পালা। দীর্ঘ দুই মাস ছুটির পর ফল প্রকাশ। শুভ শুধু তার ফলাফলের অপেক্ষায় দিন গুনছিল। অনেক দিনগুনার পর ফল প্রকাশের দিন আসল।

ফল প্রকাশের দিন তার চোখে ঘুম নেই। বাবা মায়ের মুখে চিন্তার ছাপ। দুপুরের দিকে শুভ তার ফলাফল পায়। সে জিপিএ-৫ পেয়েছে। শুভর বাবা মাও ফলাফল পেয়ে খুব খুশি। তার বন্ধুরা তো অবাক।

কথা অনুযায়ী শুভর বাবা চলে গেলেন ফোন কিনতে। অনেক খোঁজে দেখে শুনে ছেলের জন্য খুব ভালো একটা স্মার্টফোন কিনল। শুভ অধীর আগ্রহে বসে আছে তার ফোন দেখার জন্য। মার্কেট থেকে বের হয়ে একটি রিক্সায় উঠলেন শুভর বাবা। হঠাৎ একটি ট্রাকের ধাক্কায় তিনি রিক্সা থেকে পড়ে গিয়ে ট্রাকের নিচে চাপা পড়েন। সাথে সাথে সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। শুভ তার মায়ের সাথে বসে টিভি দেখছেন। হঠাৎ করে তার মায়ের ফোনে তার বাবার মৃত্যুর খবর আসে। খবরটি শুনে তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। শীঘ্রই তারা সেখানে পৌঁছল। সেখানে পৌঁছে তারা কান্নায় ভেঙে পড়ে। শুভ চিৎকার করে বলতে থাকল-"আমি তো এমন উপহার চাইনি!!"।

অপেক্ষা

জান্নাত আরা রিচি
দ্বাদশ (আল বিরুণী)

রহিম সাহেব। একজন পরিশ্রমী বাবা। অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তার পরিশ্রমের ফল আজ তার স্ত্রী-সন্তানেরা উপভোগ করছে। কিন্তু রহিম সাহেব কখনোই তাদেরকে বুঝতে দিতো না তার কষ্টগুলোকে। রহিম সাহেবের একমাত্র ছেলে সজল সে বর্তমানে প্রচুর ধন সম্পদের মালিক। বর্তমানে রহিম সাহেব বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় কাজ করতে অক্ষম। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে সজলের নিকটে থাকতেন বৃদ্ধ রহিম সাহেব। কিন্তু সজল এতোদিন অর্থ লোভের কারণে রহিম সাহেবকে আশ্রয় দিয়েছে মাত্র। যখন শুনলো সব বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে তখন সজলের কাছেও তার পিতার সমস্ত গুরুত্ব বা দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কখনো কি ভাবা যায় যে বাবা-ছেলের সম্পর্ক শুধু অর্থ সম্পদের সাথে জড়িত। সজল একদিন তার বৃদ্ধ বাবাকে বোঝা মনে করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিল। আজ বৃদ্ধাশ্রমের বিছানায় বসে বসে বৃদ্ধ রহিম সাহেব শুধুই তার চোখের জল ফেলছে। হঠাৎ একদিন

সজলের নিকট ফোন কল আসলো বৃদ্ধাশ্রম থেকে। বৃদ্ধাশ্রমের ডাক্তার সজলকে দেখা করতে বললেন। প্রতি মাসেই বৃদ্ধাশ্রম থেকে সজলের কাছে ফোন আসে কারণ রহিম সাহেব তার ছেলেকে দেখতে চায় কিন্তু সজল নাকি খুব ব্যস্ত তার সময় হবে না এই অজুহাতে বাবার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু আজকে ডাক্তারের প্রচন্ড অনুরোধকে আর অগ্রাহ্য করতে পারল না সজল। বাধ্য হয়ে বৃদ্ধাশ্রমে গেলো সজল। বৃদ্ধ রহিম সাহেবের শরীরটা খুব খারাপ। এজন্যই ছেলেকে শেষবারের মতো দেখতেই অনুরোধ করেছিলো। সজল বলল, 'আমাকে ডেকেছো কেনো?' বৃদ্ধ রহিম সাহেব মৃদু হেসে বলল, 'বাবা, তোকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছিল রে। তাই শেষ বারের জন্য ডেকেছি তোকে।' সজলের মুখে বিরক্তির ছাপরেখা ফুটে উঠল। চোখের জল মুছে রহিম সাহেব ছেলের কাছে অনুরোধ করল, 'বাবা, আমাকে একটা ফ্যান কিনে দিবি?' সজল ভ্রু কুঁচকে বলল, 'তুমি এখন ফ্যান দিয়ে কি করবে? বাবা বলল, 'আমার জন্য নয় বাবা। ভবিষ্যতে তোর এখানে যেন গরমের কষ্ট না লাগে সেই জন্য।'

জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা

মুসফিকা হাসান রিচি
দ্বাদশ (আল বিরুণি)

জীবন যেন একটি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সূচনা। চোকের পলকে শুরু হয় আর হাজারো প্রশ্নের সঞ্চার করে। জীবনে ঘটে যায় হাজারো বৈচিত্র্য ঘটনা, নানা রঙের ঘনঘটা। তাও জীবনটা কেন যেন প্রায় অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। জীবনে আসে নানা ভাবনা, নানা বিপত্তি, নানা রঙের মানুষ। সেই সব কিছুর ভিড়েই যেন হারিয়ে যায় অনেক কিছু। ফেলে যাওয়া পৃথিবীর মানুষগুলো ছুটে চলে জীবনের অর্থ উন্মোচনে, আর চলে যাওয়া মানুষেরা থেকে যায় ইতহাসে পাতার অংশ হিসেবে। মনের ইতিহাসের পাতায় তারা যেন নিয়ে বেঁচে থাকে হাজারো বছর। তেমনি কতকগুলো মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র অংশ স্থান পায় আমাদের জীবনের পাতায়, করে তোলে মানুষের জীবনকে স্বতঃস্ফূর্ত।

জীবন পথ বড় একার ও সংকটময়। তা সত্ত্বেও মানুষের সংকটময় জীবনই যেন হয়ে দাঁড়ায় পরিপূর্ণ জীবনের পাথেয়। জীবন যুদ্ধ মানুষের জীবনের ওপর আকাঙ্খা ও আশার সৃষ্টি করে। দিনের অর্ধভাগে জীবনের সাথে লড়ে যাওয়া ছোট ছোট মুহূর্তগুলো মানুষের জন্য যেন অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন ক্ষেত্রেই বা জীবনের কষ্ট নেই? কোন ক্ষেত্রেই বা চোখের জলের মূল্য নেই? জীবনই জানে মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপের সূচনা। জীবনই মানুষকে নিয়ে যায় মানুসের সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যতের দরজায়। তবুও যেন মানুষ নিজের আশা পূরণে সর্বদাই স্বপ্নের লাগাম শক্ত হাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। খোঁজে জীবনের অর্থ, লক্ষ্য ও পরিপূর্ণতা। কতবার কতজন জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়েছে আবার কেউ বা হেরে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে জীবনের মুখে। প্রশ্ন একটাই 'জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা কোথায়?"। কত প্রাণ হারিয়ে গেছে না ফেরার দেশে, কত মানুষের চোখে জল এসেছে শুধু একটি প্রশ্নের সন্ধানে, "এটাই কী জীবন? এতে কী কোন স্বতঃস্ফূর্ততা নেই?"

অনেকের ভাবনায় জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা অর্জিত হয় তার নিজস্ব অর্জনের মধ্য দিয়ে। এটি হতে পারে ক্ষুদ্র, হতে পারে বৃহৎ। কিন্তু কেবল অর্জনই কী জীবনের লক্ষ্য? মানুষের জীবনের শেষ ভাগে ছোট একটি পদক্ষেপ কি দিতে পারে না মনের স্বতঃস্ফূর্ততা? পথের ধারে বসে থাকা সেই ছোট্ট শিশুটির হাতে স্বপ্ন সত্যি করার আশা জাগ্রত করার মধ্য দিয়ে কি জীবনকে অর্থ পূর্ণ করা যথেষ্ট নয়? জীবনে যারা হতভাগা তাদের অশ্রুময় চক্ষুর মূল্য কি? এতটাই ন্যূন? শত শত নতুন দিনের পথযাত্রী, তরুণ তরুণীরা যাদের স্বপ্ন তিমিরেই রয়ে যাচ্ছে, তাদের মনে আলোর সঞ্চার ঘটানো কি জীবনে স্বতঃস্ফূর্ততা দান করতে পারে না?

মানুষ জীবনে ছুটে চলে অর্জনের পেছনে। যার অর্জন বেশি তার মূল্যও বেশি। অথচ যারা শ্রম দিয়ে সুযোগহীন ভাবে বেঁচে থাকে, তাদেরকে পড়ে থাকতে হয়, এক কোনায়, কোনো এক অন্ধকার জগতে। তাদের জন্য আশার হাত বাড়ানো পদক্ষেপ নেয় না কেউ। তারা রয়ে যায় অবহেলিত ও সুবিধা বঞ্চিত।

নিন্দা ঐ সকল মানুষের জন্য যারা অর্জন করেও অন্যের জন্য সাহায্যের হাত বাড়াতে পারে না। ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবন, যারা মানুষের সেবায় নিজের অর্জনকে অর্থপূর্ণ করে তুলেছেন, তাদের জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততাই শত সকল মানুষের জন্য জীবন শিক্ষা। জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা কর্মের মধ্যে নিহিত থাকে, আর প্রতিফলিত হয় অন্যের হৃদয়ে। মানব হৃদয়ে প্রাণ সঞ্চার ও আশার আলো জাগানোতেই জীবন হয়ে ওঠে সকল ব্যক্তির ন্যায় স্বতঃস্ফূর্ত। সার্থকতা কেবল স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের অংশ। জীবনের কর্মমূখর দিনগুলোতে হাজারো প্রশ্নের উত্তর তখনও ওঠে স্পষ্ট। তারই মাঝে মানুষের জীবন যেন স্বতঃস্ফূর্ত।

Stories

An act of kindness

Tahsin Ahmed
VII-F

Once an old lady's car broke down. A man seeing this came and repaired her car. The old lady thanked him and asked "How much do I owe you?" The man replied: "If you really wish to repay then help someone who is in need and think of me." Then the old lady went away. Now feeling hungry, the lady visited a restaurant. When a waitress brought her order, the lady observed that the waitress was pregnant. But the waitress never let that affect her work. While leaving, the old lady left a five hundred dollar note as a tip on the table. The waitress was shocked. Then she saw something written on a piece of paper "You do not owe me anything. If you really want to pay me back, help someone in need." That night, the waitress told her husband about the old lady. Strange as it would seem, he was the same man who helped the old lady the same day by repairing her car. The man became happy because the old lady helped his wife.

Moral of the story: What goes around comes around.

THE WEIRDO

Atif Abrar Bhuiyan
VII (Al-Khwarizmi)

More or less everybody of us knows about our solar system. There are eight planets moving around the sun and we are living in the third one. Maybe it is the only place where the symbol of life is found.

A boy named Andy lives at Toronto, in Canada. His family is very poor. The 9 years old boy goes to a local school. Often times he says that there are aliens on Venus. He tells this thing to everyone including his parents. But nobody pays attention towards him.

Now Andy is 25 years old. He is an officer of NASA at present. Like his childhood, still he says that aliens actually exist. He wants an opportunity to prove this. He even wanted permission to go to the space-station at the outer-space, for that purpose. But he didn't get permission to go there because of his ridiculous purpose. This time Andy gets permission to go there because he told that he would go there for his other research. But actually he is going there for proving his statement.

He has reached the space station. His space craft has landed in the station. Andy decided to go for his proof after a few days. He will complete his other researches within those days.

All of his researches are completed now. And he is ready to go out at the planet Venus for finding any weird living creature. But he is a little nervous. Andy decided to take one of his friends

with him. His name is Marcus. Marcus also has fiind belief about aliens. So, they have started their journey to Venus in an aircraft. It took one week for them to reach Venus. They landed on Venus, wearing space-suits. They started searching for aliens. They have been searching for two hours. but found nothing. At that mean time, unfortunately the oxygen from their oxygen-cylinder is almost empty. Marcus is telling Andy to return to the space-craft. but Andy still wants to search. After a while, their oxygen-cylinder is empty and that time they are using their emergency oxygen. Andy is also being hopeless. They are running towards their space-craft. Certainly, Andy sees something moving behind a stone. That thing is dark-brown in colour and a kind of slimy. It is looking at Andy with its one eye at the forehead. This alien has no nose, or mouth. It has only an eye. And rest of the body is not seen by Andy. They are in a hurry. So, they could not wait and catch the alien.

Andy informs that incident to Marcus. But Marcus does not believe Andy at all. After returning to Earth, Andy does not tell anybody about the alien. But Andy keeps watching the sky every night by his telescope. His parents notice that. They asks Andy several times but Andy doesn't tell anything to anybody. He just says one thing to his parents. that is, "You should have believed me when I was 9 years old".

One day Andy's parents watch him when he is looking at the sky by his telescope. His parents notice that Andy is talking to someone. But there is nobody to talk with him in that room. Andy's parents feel this weird. Andy does this every nights of his life.

A Why To Want To Be A Writer

Raita Binte Amin
X-B

In no other age can so many people have held such intense emotions of becoming writers. The longing of one day publishing a book – probably a novel or poetry lies close to the center of present aspirations. This is at one level a huge development, a result of widespread writing, reading, understanding and the idea that books or other writing can change lives.

But, looking at from another angle, it may also in private be the result of something more chaotic – An epidemic of isolation and loneliness. The army of writers, readers, editors etc. testifies not only to our love for literature, but also perhaps less intentionally to an unaddressed ocean of painful solitude.

Reasons for wanting to write are many, of course, but the simplest option may be the most universal: We write because there's no one in the vicinity who will listen. We start to want to write down our memories and emotions, imaginations, ideas, on a paper and hope to send them out to the world because our friends can't be bothered to hear us. Because it's been agonizingly long since anyone gave us an uninterrupted length of time in which

we could be attended to with respect and attention. In short- we are indeed very lonely,

Writing, for all its praise and glory owes its origin to despair and a need of someone to cry of feel with. It is when we've screamed for a long time for help but no one has come, that we start to burn to write those emotions instead. Perhaps in a way the birth of literature is a result of social isolation and accusations about our communities. Perhaps if we were perfectly happy and content and full of joy we would never have wanted to become writers. Perhaps writing is a solution to a more sorrowful ambition- to be held, to be heard, to have our feelings interpreted, to be known and appreciated. Perhaps writing is in a way a very polite and artful revenge on a world too busy to listen.

A slightly more conscious awareness of writing may lend us the power to acknowledge our unrequited ache for more natural forms of contact. Whatever be the satisfactions of writing, we should never give up the heaven of mutual understanding and sympathy.

It is far from easy to write a decent novel, it may be harder- yet ultimately more rewarding to learn to locate a circle of true friends who listen. A better world might be one in which we wanted less fervently to become writers, because we had collectively grown better at listening, understanding and making ourselves heard.

Literature's loss might, in the end, be humanity's gain.

Friendship

Tahiat Rahman
X-Newton

"Friends are those persons who live and die for you and for whom you live and die."
It's true that true friends become a shield for us when we need it the most. But we also have to become a shield for them when THEY need it the most. Because becoming each other's strength is the core of comradeship. That's all there is to friendship.

- "Sometimes we have to sacrifice something we love to protect something we love."
It's really common for humans to come across situations in their life where they have to let go of something they love to keep something they love.

- "Friendship and religion-race are on two different boats. Boats that can never encounter each other because they are headed on two different direction. So if we make these two boats encounter each other by force they will class and it's not going to end up pretty."

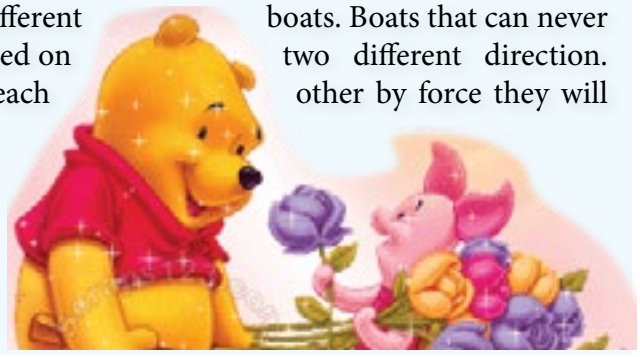

Let's Make Each Other Strong

Tahiat Rahman
X-Newton

I would like to start this article by asking the reader a question. When you think of an answer I want all of you to be fully honest with yourselves. Here goes the question: "When you look at most of the women around you do you feel that they are helpiess and pitiful?" First I am going to give you my answer. For me the answer to this question is really simple and easy. And the answer is 'I Don't'. When I look at the women around me, never have I felt that they need help or that they are fragile. I look at them simply as a human being. When I also look at my classmates and I have no feeling my heart regarding their weakness or their inability to stand up for themselves. I feel like they are independent and strong willed. I feel like in life if they come across any difficult situation they will be able to handle it just fine. The thought that they have to turn to someone for help especially men, never comes to my mind. I am sure you have read this stuff in your grammer book or in any essay about women or their rights. And you may be wondering why I am repeating these things to you. But the thing is that we never give much thought to this simple and obvious things. If we had given proper thought to it we would have realized that these things are so true. That women are so full of passion, beauty and courage. But I am not saying that people can go through life without taking help from each other. Everyone needs assistance and company to go through something as hard as "LIFE". But giving up just because you are a woman and turning to a man without even giving it a single try is no much beyond stupidity. And I am not saying either that every woman is fully dominant. But I believe that if those who are strong work together, they can make those who are not strong, STRONG.

Deja Vu

Sadia Tasnim Biva
X-B

Have you ever experienced something like 'Deja Vu'?? Deja vu is the feeling that the present moment has already occured in the past. It feels just like a forgotten memory. It is a strange feeling when something is happening now, feels like it happened before, even though it hasn't. For example-you might be walking to school when you suddenly feel like you have been in exactly this situation before. Of course you have been in the situation before. You have walked to school many times. But the feeling is so strong and so connected to right now, that you know it should not feel as overwhelming as it does. Then the feeling fades away and you wonder what just happened. That's a Deja vu experience!!! It is a very interesting topic for scientists to investigate. But the question is, what causes deja vu? It is a really important question, but it is also still a mystery. One explanation for deja vu is that there is a split second delay in transferning information from one side of the brain to the other. One side of the brain would then get the information twice-once directly and once from the 'in charge'

side. So, the person would sense that the event had happened before.

Deja vu is really an uncanny feeling. The term in french literally means `already seen' and that's exactly what it's so unnerving. It really feels like you've already experienced a very specific event or been somewhere, even though you haven't or at least you don't think so. The percentage of people who experienced deja vu is probably somewhere between 30% and 100%. Young people experience deja q1vu the most. And the funny fact is that, I have also experienced Deja vu while writing this and I think I'm lucky because, I am the person who have experienced Deja vu many times. Typically, deja vu is not very common. So, if you have ever experienced it, I think you are very LUCKY!!!

The Bangabandhu Satellite-1: Another Milestone

Afina Tahiq
X-B

The Bangabandhu Satellite- is an ambitious intiative of our Prime Minister Sheikh Hasina who has envisioned building Digital Bangladesh by 2021. It is the first Bangladeshi geostationary communication and broadcasting satellite. It was initially planned to be launched on Arian25 a European heavy 1st launch vahile rocket on 16 December, 2017, to celebrate the victory day of Bangladesh. Following the lack of firm guarantee for that date from the European company. Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) choose Falcon 9 launch vehicle instoad. It was named by the father of the nation Bangabandhu Sheikh MujiburRahman. It was designed and manufactured by ThalesAlenio space & its launch provider is space X. The total cost of the satellite projected to be 248 million us Dollars in 2015 (Tk. 19.51 billion). Bangabandhu Satellite-1 carries a total of 40 Ku band and C-Band (A portion of electromagnatic spectrum in microwave range of frequency with a capacity of 1600 Mega Hertz and a predicted life span is 15 years. It was sent to its orbit on May 11 this year (Bangladesh Standard time). The ground station of Bangabandhu satellite -1 at Telipara in Gazipur on the outskirts of capital Dhaka and Bethbunia in Southeastern Bangladesh's Rangamati district was opened by Prime Minister on July 31.

Bangladesh is the 57th nation to have its own satellite on space. "Last but not the least, because the satellite is named after the great man himself, I would like to remember on this day, with utmost respect. Our father of the nation Bangabandhu Sheikh MujiburRahman, who launched the space age by setting up the first ever satellite earth station of the country in 1974", said state Minister for ICT division Zunaid Ahmed Palak.

"Bangladesh attains self sufficiency in the feild of broadcasting and tele communication, ending dependancy on foreign satellite" said the President of Bangladesh Abdul Hamid.

Bangladesh is already become a lower middle income country and met all three Criteria to turn into a developing nation and surely will emerged as a developed nation by 2041.

This inspirational story of the moon landing especially that of the celebrated astronaut Neil Armstrong continues to amage and motivate us to think big in terms of space. Now with the launch of this satellite we are inspired to become such celebrated astronaut like Neil Armstrong. If the development of Bangladesh continues in such way then we will be able for building the shapnershanor Bangla of Bangabandhu
Source: Internet

My Cat

Samin Yeasar Rahman
III- Marconi

Once upon a time I had a cat.She was very fat.She played with me.She caught mice on the floor.She ate rice,milk and fish. She was very nice and cute cat.She was very clever.She had black and white far.I love her very much.It was my favorite cat.She was very lovely.She was fast in everything.Now she is no more with me.I miss her every day.

Service Club

Abdullah Assalahin
XI- Sc (BMR)

Mohammadpur Preparatory School and College has a club named 'Service Club'. Where students participate to see them as a service club member. But only some of them get selected for that club. The one who gets selected for this club gets a badge. Luckily I was selected for this club. It was a proud moment for me to get selected on service club. The moderator of this club is our Vice Principal.

As a service club member it was my duty to serve the school. With me there were 7 more students who got selected from class: 9. So we had our duty to take care of the school rules. We had been ordered to be strict about school rules. It was a proud moment for me to be a service club member because I had another identity having a badge on my shoulders. That gave me another type of confidence. Every morning when I entered the school building, I used to look at my shoulders.

For this club I was more attentive on my studies. Because I was told that if I make a bad result, my badges would be taken off. This club taught me how to face critical moments. This club made me a leader. Because we were no less than the captains, we were beyond them! Lastly, I want to say that I was a boy until I joined this club, this club made me a man. This club made me an "ALPHA"

The Monkey's Fruit Eating

Saad Adnan Khan
IV- Sk (Kepler)

One day there was a watermelon field. A monkey came to the field. The monkey wanted to eat watermelon.There was a cow near the monkey. The cow said,"You don't know how to eat watermelon?!Come here,let me teach you." The monkey said,"It is not necessary to teach,I know better than you."Then he bites the watermelon's peal.Oh! what an awful taste!

Then the cow said, "You should eat the pulps,not the peal." Then the monkey to another tree and plucked each fruit and remembered the cow's words. Then he ate the pulp of the fruit.Yeak!It tastes very bitter.

There was a little bird sitting on a branch of an old banyan tree beside the watermelon field.The bird said to the monkey," You should eat the seeds of the fruit,not the pulp.
."Then the monkey gone to a tall fruit tree.There was many Truits. Then the monkey remembered the bird's words. Then the monkey ate the seed of the fruit.

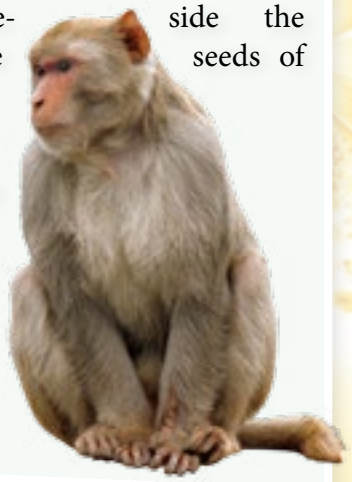

Ouch!It's very hard and bitter.Then from the tree a worm said," You should eat the pulp of the fruit, not the seed. Then the monkey said, "All fruits are bad in this world! I will never eat fruits!"

The Foolish Cock

Samin Ahmed
III- D

Once upon a time, there was a hen in a farm. One day; she came across a toy carriage. She was thrilled and shouted, "All the farm animals refused one by one. But, some wild cats offered to pull the carriage. The hen was jubilant. But the farm animals warned her, "Cats are very clever creatures! Do not be fooled the advice and set off. The carriage, was going smoothly and the hen was enjoying the ride when suddenly it halted. The surprised hen ordered, " Pull on!" But to her horror, the cats started smacking their lips. They eat the hen. And that was the end of the foolish hen!

Motivator

Tanzin Salahuddin Nelal
VIII-D

Hello.
Yes, I am talking to you. Nice to meet you. I am just a friendly stranger. I wanted to ask you, how is it going? I hope everything is well. Sadly, it is not possible for the whole year to be well. But don't worry. I am here to cheer you up. Sometimes you feel so helpless, you end up taking bad decisions. But it's alright. People make mistakes. One has to suffer but as I said before, it's alright. Let yourself out by crying and screaming when you feel bad. It's okay to be not okay. Even when you think there is no one there for you, there is always someone. Most importantly, there is God. I am here too. Remember, on bad days, you must not give up. Your life is worth a lot. Even if it doesn't seem like it, it is. Cheer up. Life is truly a struggle but you can- not blame life. You are the narrator of your own life. So I say, you can do it. You can do many things. You are allowed to be happy. It may be a bad day but it's not a bad life. Pray and work hard. No matter if you are first or last, you still have to run in life's race. There is no stopping. Remove all the negativity, criticism, jealousy, hatred and anger for a day and enjoy. Life is very complicated but to live it to its fullest is what will give you peace. Have no regrets. I say to you, have strength. I'm listening. Anything you have to say. Be positive. It's hard but try. Smile. Keep learning new things about yourself. Love yourself. Then love others.

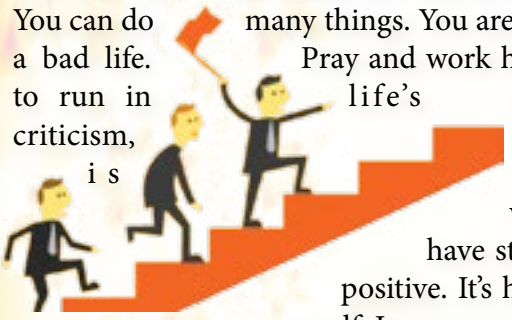

I hope you spread all the nice things in this world. Have a good day.
You're a winner.

Cycle of our life

Nabiha Nazafat Anika
VII-D

Once an Islamic scholar was sleeping at his home. He dreamt that he was passing through a Jungle. Suddenly he turned back and saw that a tiger was coming towards him. He started to run to save his life and the tiger started to chase him. While running he saw a well in front of him. Then he jumped into the well and held a rope. He saw that a snake started to come from the bottom of the well to bite him and the tiger was waiting to eat the man outside of the well. Suddenly, he saw that two rats (one black rat, one white rat) were biting the rope with their sharp teeth which he was holding for support. After so many problems, he saw a bee hive on a tree which was beside the well. He took some honey with his

finger from there and tasted. After tasting, he forgot all his pains and problems because the honey was so sweet. Next morning, when he woke up from his sleep, he started to think about his dream. Later, he realized that, the tiger which chased him was our death, the snake was our grave (which is waiting for us), the black rat is night and the white rat is day, the rope was longevity (the day & nights are shortening our longevity gradually) and the very sweet honey was our life for which we forget our pains, sorrows and try to live with healthy& happy.

The moral of this story is, we should always do good deeds and never practise bad/evil deeds. We must serve our Lord. Because, we can face death at any time. So, to get good results in life after death, we must do good work and remember this story as an example.

যে কখনও ভুল করেনা। সে নতুন কিছু করার চেষ্টা করে না। - **অ্যালবার্ট আইনস্টাইন**

প্রত্যেক নতুন জিনিসকেই উৎকৃষ্ট মনে হয়। কিন্তু, বন্ধুত্ব যতই পুরাতন হয়, ততই উৎকৃষ্ট ও দৃঢ় হয়।- **এরিস্টটল**

কল্পনা জ্ঞানের চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ- **অ্যালবার্ট আইনস্টাইন**

ভ্রমণ কাহিনী

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশে

সাবাবা বাকী
তৃতীয় (সক্রেটিস)

দ্বিতীয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা শেষে আমার আব্বু আম্মু আমাকে বেড়াতে নিয়ে যান চা বাগানের দেশে। খুব সকালে ঢাকা থেকে শ্রীমঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম আমি, আম্মু-বাবা, আমার ছোট আপুনি আর সঙ্গে নানু ভাইয়া। ট্রেনে যাবার পথে শ্রী-মঙ্গলের কাছাকাছি যেতেই দুপাশে চোখে পড়ে উঁচু উঁচু টিলার চা বাগান। ওখানে পৌঁছে আমরা যে কটেজে উঠেছিলাম সেটা ছিল একদম চা বাগানের মাঝখানে। কি যে আনন্দ হচ্ছিল। দুপুরে খেয়েই ঘুরতে বেরোলাম লাউয়াছড়া গভীর বনে। সেখানে বড় বড় অনেক নাম না জানা উঁচু গাছে ঘেরা বন আর মাঝে রেল লাইন। আমার যেমন ভালো লেগেছে তেমনি একটু ভয়ে কেমন গা ছম ছম করছিল। পরদিন সকালে একটা মাইক্রোবাসে করে দেখতে গেলাম ঝর্ণা। বাবা বলেছেন, ওই জায়গার নাম 'মাধবকুন্ডু জলপ্রপাত'। আমার জীবনে দেখা প্রথম ঝর্ণা। যাত্রাপথে অনেক কষ্ট হলেও ঝর্ণা না দেখে আমার সব কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম। ঝরনার পানিতে আমি, আমার ছোট আপুনি নানু ভাই সবাই মিলে অনেক ভিজলাম আর অনেক আনন্দ করলাম। শ্রীমঙ্গলে ফিরে আমরা অনেক শপিং করলাম। বাবা আমাদের দুবোনের জন্য ওখানকার বিশেষ পোশাক যার নাম 'থামি' আর সবার জন্য উপহার স্বরূপ অনেক চা-পাতা কিনে দিলেন। পরদিন সকালে থামি পরে ঘুরতে গেলাম রাবার বাগানে, চা বাগান এবং চা গবেষণা কেন্দ্রে। দেখলাম বালতি ভরা দুধের মত সাদা তরল রাবার। রাবার সংগ্রহ পদ্ধতি। খুব অবাক হয়ে দেখলাম বাগানের কর্মচারীদের কাচা চা পাতা ভর্তা খাওয়ার দৃশ্য। আর বাগানে অনেক সবুজ চা পাতা নিজ হাতে আমি আর আমার বোন তুলেছিলাম। আরো মজা পেলাম ওখানকার বিখ্যাত সাত রঙের চা খেয়ে। সবশেষে ফেরার পালা। তিনদিন তিন রাত চা-বাগানে কাটিয়ে ওখানকার নানা বৈচিত্র্যময় আনন্দ নিয়ে ফিরে আসতে একদম মন চাইছিল না। কিন্তু কি করার। ফিরতেই হলো। আমি এখনও ঘুমের মধ্যে চা বাগানের, ঝর্ণার স্বপ্ন দেখতে পাই।

আমার সমুদ্র দেখা

জাভীর বিন শোয়েব
৩য় (ইংলিশ ভার্সন)

গতবছর ঈদে আমি বাবা মার সাথে প্রথম সমুদ্র দেখতে কক্সবাজার গিয়েছিলাম। ঈদের দিন। অনেক মজা করে রাতের বাসে আমি, আমার ছোট বোন আরিত্রি সহ আব্বু আম্মুকে নিয়ে আমরা কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। বাসে উঠার পর থেকেই আমাদের দুই ভাইবোনের অনেক আনন্দ লাগছিল। অনেক বড় বাস, কিছুদূর পর পর খাওয়ার জন্য আমরা গাড়ি থেকে নেমেছিলাম, আর বাকি সময় আমরা গাড়িতে ঘুমিয়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি আমরা কক্সবাজার পৌঁছে গেছি। নতুন জায়গা, দূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের গর্জন শুনে আমরা দুই ভাইবোনতো অবাক। এর পর আমরা হোটেল শৈবালে উঠি। সেখানে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে সমুদ্র দেখার জন্য সৈকতে যাই। কি বিশাল সমুদ্র, অনেক বড় বড় ঢেউ। আমি যা ভেবেছি সমুদ্র তার চেয়েও বড়। আব্বুর হাত ধরে আমি,আর আম্মুর হাত ধরে আমার বোন গুটিগুটি পায়ে প্রথম সমুদ্রে নামি। আমাদের খুব ভালো লাগছিল। হটাৎ খেয়াল করলাম আমার পায়ের নিচ থেকে বালি সরে যাচ্ছে। ঢেউ আমাদের ফেলে দিতে চাচ্ছিল। আমরা আব্বু আম্মুর হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম। আব্বু বলল বেশী ভিতরে না যেতে আর উনার হাত ধরে রাখতে । ভয় লাগলেও আমাদের খুব মজা লাগছিল। আমাদের দুই ভাইবোনের এত ভালো লাগছিলো যে আব্বু আম্মু আমাদের পানি থেকে তুলতেই পারছিলেন-না । আমরা সমুদ্রে অনেকক্ষণ থাকলাম। এর মাঝে আমরা কিছু নোনা পানিও

খেয়ে ফেলেছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা ঝিনুক কুঁড়াতে শুরু করি এবং অল্প সময়ের মাঝেই আমরা এক ব্যাগ ঝিনুক কুড়িয়ে ফেলি। ঝিনুক গুলো ছিল অনেক সুন্দর । একজন লোক দেখলাম সৈকতে ঘোড়া নিয়ে এসেছেন, আমি তাতে উঠলাম। এদিকে আমার বোন বালু দিয়ে ঘর বানাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ করেই ঢেউ এসে সেটা ভেঙ্গে দিল আর তার সাথে তার জুতোটাও নিয়ে গেল। এ দেখে তার কি কান্না । আমার বোন ভেবেছিল সমুদ্র তার বাবুর জন্য জুতোটা নিয়ে গিয়েছে । আব্বু তাকে বোঝাল দেখ সমুদ্র কিছু নেয় না, কিছুক্ষণ পর তুমি তোমার জুতো আবার ফেরত পাবে। কিছুক্ষণ পর সে সত্যি সত্যি জুতোটা ফেরত পেলো। সে বলল আম্মু দেখ জুতোটা সমুদ্রের বাবুর পায়ে লাগেনি তাই ফেরত দিয়েছে। আমরা সবাই এক সাথে হেসে উঠলাম। আকাশে অনেক গুলো পাখি উড়ছিল আর অনেক দূরে বেশকিছু নৌকা ভেসে যাচ্ছিল। আম্মু বলল ওই নৌকায় করেই নাকি জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। আমরা দুই দিন কক্সবাজার ছিলাম। ফেরার দিন আমাদের খুব মন খারাপ লাগছিল। আমাদের সমুদ্রকে ফেলে একদম আসতে ইচ্ছা করছিলনা। বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলাম। আমাদের মন খারাপ দেখে আব্বু বললেন আমরা যদি পরীক্ষায় ভালো করি তাহলে সামনের বার্ষিক পরীক্ষার পর আবার আমাদের নিয়ে কক্সবাজার আসবেন। আমি সমুদ্র দেখতে খুব ভালবাসি আর তাই বারবার আমি সেখানে যেতে চাই।

ভূ-স্বর্গে কয়েক দিন

তানিশা তাবাসসুম
তৃতীয় (নিউটন)

কুরবানি ঈদের আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। সময়টা ছিল আগস্ট মাস। আমরা সকাল ৪ টার দিকে ভ্রমণের জন্য বের হলাম। আমার সাথে আমার মা, বাবা ও ভাইয়েরা গিয়েছিল। আরো গিয়েছিল আমার দাদি, চাচা, চাচি, চাচাতো বোন ও চাচাতো ভাইয়েরা। ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে শুরু হল আমাদের যাত্রা। সবার আগে গেলাম দিল্লী এয়ারপোর্ট, দিল্লীর উড়োজাহাজ দেরি করে যাওয়ার জন্য আমাদের কাশ্মীরের উড়োজাহাজ মিস হয়েছিল। তার জন্যে আমাদের একদিন দিল্লীতে থাকতে হলো। প্রথমে একটু মন খারাপ হলেও একটু বিশ্রাম নিয়ে বের হয়ে পড়লাম দিল্লীর লাড্ডুর খোঁজে। লাড্ডুর দেখা না হলেও দেখলাম কতুব মিনার, লাল কেল্লা ও বিখ্যাত দিল্লীর জামে মসজিদ। পরদিন সকালে আমরা বের হলাম ভূস্বর্গ কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে, সেখানে ছিল উঁচু উঁচু পাহাড়। কাশ্মীরে পৌঁছে আমরা চলে গেলাম পহেলগামে। যাওয়ার পথে দেখতে পেলাম রাস্তার দুই পাশ জুড়ে সারি সারি আপেল গাছ আর মাঠের পর মাঠ জাফরান। সেখানে আমরা একটি হোটেলে উঠলাম। হোটেলের নাম ছিল ফরেস্ট হিল। হোটেলটি ছিল পাহাড়ের উপরে। হোটেলের আসে পাশে ছিল সুন্দর নানারকম ফুলের বাগান, বাগানে ছিল গোলাপ, সূর্যমুখি, ডালিয়া, লোটাস, কৃষ্ণচূড়া ও আরও অনেক নাম না জানা ফুল। হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে বিকাল বেলায় গেলাম পাহাড় থেকে নেমে আসা ছোট্ট একটা নদীর ধারে। কাচের মত পরিষ্কার আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিল নদীর পানি। পানিতে খেলা করছিল ছোট ছোট মাছ। নদীর ধারে অসংখ্য পাহাড়ি নুড়ি পাথর, কয়েকটি ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছিল নিজের মনমতো। ঠাণ্ডা বাতাসে আমাদের শরীর কাঁপছিল। মেঘ আমাদের শরীরকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। আমরাও মেঘকে ছুঁতে পারছিলাম। মেঘের জন্য আমরা সূর্যাস্ত দেখতে পারলাম না। এভাবেই কেটে গেল প্রথম দিন।

পরদিন সকালে শুরু হলো আবার ঘোরাঘুরি। আমরা ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিলাম বেতাব ভ্যালির উদ্দেশ্যে। বাবা-মায়েরা আমাদের ছোটদের নিয়ে ভয় পাচ্ছিল যদি আমরা ঘোড়া থেকে পড়ে যাই। কিন্তু আমরা অল্প সময়েই ঘোড়ায় চড়তে শিখে গেলাম, অনেক মজা হল। আমাদের ঘোড়া চলল লাইন পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পথে ধরে উপরে উঠতে লাগলো। হঠাৎ করেই ঝুম ঝুম বৃষ্টি, যদিও আমাদের সাথে রেইনকোর্ট ছিল

তাও আমরা সবাই ভিজে চুপসে গেলাম। তখন আমরা বিশ্রামের জন্য একটি বাসাতে কিছুক্ষণ থাকলাম। সব বড়রা কফি খেয়েছিল ও আমি আর আমার চাচাতো ভাই-বোন নুডুলস খেয়েছিলাম। বৃষ্টির কারণে আমরা ভ্যালিতে ঘুরতে পারলাম না। ক্লান্ত শরীরে হোটেলে গিয়েই ঘুম।

পরদিন রওনা হলাম শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। শ্রীনগরের রাস্তায় সুন্দর সুন্দর কাশ্মিরি ছেলে মেয়েদের সাথে বন্দুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা মিলিটারির গাড়িগুলো ছিলো বড়ই বেমানান। শ্রীনগর থেকে আমাদের পরবর্তী স্পট ছিল গুলমার্গ। সেখানে আমরা ক্যাবল কারে চড়ে পাহাড়ের অনেক উপরে চলে গেলাম বরফের খোঁজে। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর ঝড়ের কারণে আমরা বেশীদূর যেতে পারলাম না। বরফ দেখতে না পারায় মনটা খারাপ হয়ে গেল। পরের দিন কুরবানির ঈদ। শ্রীনগরে গিয়ে দেখতে গেলাম পশুর হাট। সেখানে দেখতে পেলাম অদ্ভুত সুন্দর সব কাশ্মিরি ভেড়া। ভেড়াগুলো ছিল দেখতে বেশ মোটা-তাজা গায়ে ছিল মোটা মোটা পশম, মাথার শিং দুটি ছিল বাঁকানো। তারা দেখতে অনেক সুন্দর। ভেড়াগুলোকে আমরা অনেক সময় ধরে আদর করলাম আর ছবিও তুললাম। ভেড়াগুলোকে আমার অনেক ভালো লেগেছে। কাশ্মীরের মানুষ অতিথিদেরকে অনেক যত্ন করেন। ঈদের দিনে তাদের বাসায় আমাদের দাওয়াত ছিল। ঈদের দিন সকালে নামাজ পড়ে আমরা রওনা দিলাম সোনমর্গের উদ্দেশ্যে। পাহাড়ি আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে আমাদের গাড়ি চলে গেল হাজার ফুট উপরে। পথের মাঝে আমরা কাশ্মীরী ছেলে মেয়েদের সাথে কিছু সময় ঈদের আনন্দ করলাম। গাড়ি থেকে নেমে আবারও ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিলাম বরফের খোঁজে। অসম্ভব সুন্দর সেখানের দৃশ্য। মনে হয় সারাজীবন সেখানেই থেকে যাই। পাহাড়ের গাঁ বেয়ে চিকন রাস্তাধরে ঘোড়াগুলো যখন উপরে উঠছিল তখন আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। ঘোড়ায় চড়ে দীর্ঘ পাহাড়ি নদী পার হওয়ার মজাই আলাদা। অবশেষে বরফের দেখা মিলল। আমরা বরফ দিয়ে স্নোম্যান বানিয়ে খেলা করলাম। যখন ফিরছি তখন সূর্যাস্ত। অপরূপ সুন্দর সেই দৃশ্য। আকাশ লাল করে পাহাড়ের পিছনে সূর্যের লুকিয়ে যাওয়া দেখলাম। সবাই মিলে আমরা উড়োজাহাজে করে বাংলাদেশে ফিরে এলাম। সঙ্গে নিয়ে আসলাম স্বপ্নের মত সুন্দর কিছু স্মৃতি। স্বপ্নের মতো সুন্দর ও মনোরম। আমি কখনো এই ভ্রমণের কথা ভুলবনা।

জেদ্দার পুরোনো দিনগুলি

সালওয়া শওকত লাবণ্য
চতুর্থ (মাদামকুরি)

সৌদি আরবের জেদ্দায় আমার জন্ম। অনেক আদর-যত্নে আমি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকলাম। আমরা চার ভাই-বোন। সবার মধ্যে আমি ছোট। সবার ছোট হওয়ায় আমার আহ্লাদটাও ছিল খুব বেশি। তাই যখন যা চাইতাম, তা পেয়ে যেতাম।

আমাদের একটা টয়োটা গাড়ি ছিল। সাদা রঙের এই গাড়িটা আমার খুবই প্রিয়ছিল। আমার বড় ভাইবোনেরা যখন পড়ালেখায় ব্যস্ততা থাকতো, তখন আমি সুন্দর সুন্দর ড্রেস পরে রোজ রাতে আব্বুর সাথে বাইরে বেরিয়ে পড়তাম। আমার ভাই বোনেরা তখন পড়ার রুম থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে খুঁজতো। এদিকে আমি মনের আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে সুপার মার্কেটে চলে যেতাম। মার্কেটের নানান জিনিস পত্রদেখে আমি হাহয়েতাকিয়ে থাকতাম। এরপর ছুটোছুটি করতে করতে আইসক্রিম, কেক, চকোলেট কিনতাম। আমার আব্বু এরপর বাসার জন্য অন্যান্য দরকারি জিনিস পত্র কিনতেন। মজার ব্যাপার হল, ঘুরতে যাওয়ার আনন্দের আতিশয্যে মাঝেমধ্যে জুতো ফেলে বাইরে দৌড় দিতাম।

সেখানে প্রতিটি শুক্রবার ছিল ঈদের দিনের মত। সেদিন আমাদের বাসাতে একটি আনন্দঘন পরিবেশ বিরাজ করতো। দুপুরে খাওয়ার পরই সকলে মিলে সী বিচে ঘুরতে চলে যেতাম। এই সিবি চহল সেই বিখ্যাত লোহিত সাগর উপকূল যার মাঝখান দিয়ে নবী হযরত মূসা (আ:) ও তাঁর অনুসারীগণ আল্লাহর নির্দেশে নির্বিঘ্নে সাগর পার হন। সে সেই

সীবীচে গিয়ে

আমরা পাটি বিছিয়ে আরাম করে বসে যেতাম আর উপভোগ করতাম অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আমার আম্মু মাঝে মাঝে খাবার বানিয়েনিয়ে দিতেন। তবে বেশির ভাগ সময়েই সেখানকার ছোট ছোট অস্থায়ী দোকান থেকে খাবার কিনে খেতাম। তাছাড়াও ২-১ মাস পর পর মক্কা শরীফ যেতাম পবিত্র কাবা ঘর তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে।

হঠাৎ একদিন আম্মুর কথায় আমার বুকটা লাফিয়ে উঠলো। কেন? পড়তে বসতে হবে যে! শুরু হল আমার অ আ ক খ অর্থাৎ প্রাথমিক জ্ঞানচর্চা। খুব দ্রুত আম্মুর সহায়তায় বর্ণগুলো নিজের আয়ত্তে এনে ফেললাম। এরপর শিখতে শুরু করলাম আমার নিজের নাম লিখা শেখা, পরিবারের সকলের নাম লিখা। প্রথম কয়েক দিন আমার বানান ভুল হতে থাকলো। এরপর একদিন সবার নাম শুদ্ধভাবে লিখতে পেরে মহাপত বনে গেলাম! আমার খুব কাছের কিছু প্রতিবেশী বন্ধু ছিল। তাদের সাথে আমি রোজ মজা করে খেলতাম। প্রতি বছর খুব ঘটা করে আমার জন্মদিন পালন করা হত বাসায়। সেই স্মৃতির এখনো এক-আধটু মনে পড়ে।

এরপর একদিন হঠাৎ বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠলো। ফুরিয়ে যেতে লাগলো মজার দিনগুলি। তখন ছিল ২০১২সাল, আমার বড় ভাই মেডিকেল কলেজে চান্স পাবার কারণে আমাদের পরিবারের সবাইকে বেদনা-বিধুর অন্তর নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসতে হয়। সেই দিন হতে আমি মনে প্রাণে বাঙালি বনে গেলাম! আমার লেখাটা কারো নিকট অতিরঞ্জিত মনে হলে ক্ষমা করবেন।

ময়মনসিংহ ভ্রমণ কাহিনী

ফাতেমা হারুন রায়া
পঞ্চম (ইবনে সিনা)

পঞ্চম শ্রেণির প্রথম পরীক্ষা শেষ। এরপর প্রায় এক সপ্তাহের মতো ছুটি। আমরা সবাই মিলে মা ও বাবাকে ঢাকার আশে-পাশের কোনো জেলাতে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করালাম। পরিকল্পনা অনুযায়ী জুন মাসের এক বৃহস্পতিবার সকাল ৭টায় আমি, বড় আপু, বাবা, মা ও আমাদের একজন ফুপাতো ভাইকে নিয়ে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে রওনা করলাম। গাড়িতে নানা ধরনের গল্পগুজব করতে করতে প্রায় পৌনে ১১টার দিকে পৌঁছালাম গন্তব্যস্থলে। প্রথমেই আমরা বিখ্যাত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের গ্যালারিতে, যেখানে রয়েছে তাঁর অঙ্কিত বহু চিত্র অধিকাংশই অবশ্য দুর্ভিক্ষের। গ্যালারিতে ঢোকার পথে তাঁর জীবনের বিভিন্ন স্মরণীয় মুহূর্তের ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ছাড়াও ওই গ্যালারির ভেতরে রয়েছে তাঁর বিভিন্ন প্রশংসাপত্র, তাঁর ব্যবহৃত পোশাক, জুতা, রং, তুলি, খাট, চশমা, ব্যাগ ইত্যাদি। এরপর আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে ময়মনসিংহের বিখ্যাত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টির ভেতরে ঘুরে ফিরে দেখলাম। ভেতরের জায়গাটি খুব বড়, সুন্দর আর বিভিন্ন রকমের গাছপালায় ভরা। বিশ্ববিদ্যালয়টির ভেতরেরই একটি ডরমিটরিতে বিশ্রাম নিয়ে নিলাম। এরপর রওনা হলাম আমাদের জন্য নির্ধারিত রেস্ট হাউজ এর দিকে। পৌঁছে দেখি সেখানকার সার্কিটে একটু গন্ডগোল হওয়ার জন্য কারেন্ট চলে গেছে। কী আর করি, সবাই মিলে বারান্দায় গিয়ে কিছুক্ষণ ধরে গান শুনলাম। কারেন্ট আসার পর গোসল করলাম। সারাদিন ঘোরাফেরা করার পর সবাই ক্লান্ত ছিলাম তাই বিছানার স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে নাস্তা করেই গেলাম ময়মনসিংহের বিখ্যাত মুক্তাগাছা জমিদার বাড়িতে। বাড়িটি খুব বড়। একজন গাইড আমাদেরকে ঘুরে ফিরে সব দেখালেন। সেখানে মঞ্চ, রাজার ঘর, রানির ঘর, হাওয়া মহল, সুড়ঙ্গ, মন্দির,

নৃত্য শিল্পীদের ঘর, দাসদাসীদের ঘর, বাথরুম, কাপড় বদলানোর ঘর, রান্না ঘর - এরকম অনেক রকমের ঘর দেখলাম। রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট আছে। এই দিন খুব গরম ছিল তাই ঘোরাফেরা করতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। এই জমিদার বাড়িটির নাম প্রথমে ছিল 'বিনোদবাড়ী'। পরবর্তীতে এর নাম হয় আট আনি জমিদার বাড়ি। তখন এখানকার জমিদারের নাম ছিল শ্রী কৃষ্ণ আচার্য। তিনি এ বাড়িতে আসার পর অনেকেই তাকে অনেক উপহার দেন। জমিদারের সবচেয়ে পছন্দ হয় মুক্তারাম কর্মকার নামক এক ব্যক্তির তৈরি ব্রোঞ্জের একটি বড় ল্যাম্প স্ট্যান্ট। এটি পরিচিত ছিল 'গাছা' নামে। ঐ গাছাটি খুব পছন্দ হওয়ায় তিনি মুক্তারামের অনুরোধে বাড়িটির নামকরণ করেন মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ি। এটাই এই বাড়ির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বর্তমানে বাড়িটির সংস্কার কাজ চলছে। মুক্তাগাছার বিখ্যাত মন্ডা খেয়ে আমরা রওনা হলাম আরো একটি বিখ্যাত স্থান 'শশী লজ' এ। এটি ময়মনসিংহের মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ঠিক পাশেই অবস্থিত। এর রাজা ছিলেন মহারাজ শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী। তিনি ছিলেন মহারাজ সূর্য কান্ত আচার্য চৌধুরীর পালিত পুত্র। আর সূর্য কান্তের পিতাই ছিলেন মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য। এই বাড়িটিও অনেক বড় এবং সুন্দর। বাড়ির ভেতরে যেহেতু ভ্রমণকারীদের প্রবেশ নিষেধ, তাই আমরা বাড়ীর আশেপাশেই ঘুরে বেড়ালাম। দেশ-বিদেশ থেকে প্রতিনিয়ত ভ্রমণকারীরা এখানে এই নিদর্শনগুলো দেখতে আসে। এরপর দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ ব্রহ্মপুত্র নদে নৌকায় করে ঘুরলাম। অবশেষে ফিরে এলাম রেস্ট হাউজে। পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম। এবার ফেরার পালা। ময়মনসিংহের এই দুই দিনের স্মৃতি বুকে নিয়ে গাড়ীতে করে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ফিরে এলাম ব্যস্ত ঢাকায়। এটি আমার জীবনের একটি অন্যতম

ইউরোপে ভ্রমণ

নুসরাত জাহান
পঞ্চম (আল বিরুণী)

বাবা ঠিক করলেন আমরা ইউরোপ ভ্রমণে যাব। আমাদের ফ্লাইট ঠিক হলো ১৯শে মার্চ রাত ১০টায়। সেদিন আমরা সন্ধ্যায় বের হলাম গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। তারপর আমরা চেক-ইন করে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করলাম। উড়োজাহাজটি ঠিক ১০:০০ টায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করল। উড়োজাহাজটিতে ৩০০ জন যাত্রী ছিল। আমরা ৫ ঘণ্টায় আবুধাবি পৌঁছালাম। তার পর ৯ ঘন্টায় ট্রানজিটে বসে রইলাম। তারপর আমরা ফ্রান্সের প্যারিসে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আবু ধাবি থেকে ৮ ঘণ্টায় আমরা ফ্রান্সের প্যারিসে পৌঁছালাম। মোট ২২ ঘন্টা লেগেছিল আমাদের প্যারিসে পৌঁছাতে। তারপর আমরা এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি করে হোটেলে গেলাম। প্যারিসের সময় দুপুর ১২:০০ টায় পৌঁছালাম। তারপর বিশ্রাম নিয়ে আমরা সন্ধ্যায় আশেপাশের এলাকা ঘুরতে বের হলাম। শীতে আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। তখন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস-২। আমরা তখন কনকর্ড, প্যারিস গেটসহ এলাকার বিভিন্ন সুন্দর স্থান পরিদর্শন করলাম। পর দিন সকালে আমরা গার্দো নদ, আইফেল টাওয়ার, ল্যুভর যাদুঘর পরিদর্শন করলাম। পর দিন সকালে আমরা ট্রেনে করে সুইজারল্যান্ডে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। তবে সেখানে ট্রেন ধর্মঘট ছিল। তাই আমরা ৩ ঘণ্টা অপেক্ষার পর ট্রেনে উঠলাম। আমরা পরে সুইজারল্যান্ডে গেলাম। সুইজারল্যান্ডে পৌঁছাতে আমাদের ৩ ঘণ্টা সময় লাগল। আমরা হোটেলে গেলাম। আমরা সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় গিয়েছিলাম। আমরা জেনেভা লেক, জাতিসংঘ ও চার্চ পার্ক পরিদর্শন করলাম। তার পরের দিন আমরা ইতালির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ইতালির বাসটি আবার ফ্রান্সের লিওনে গিয়েছিল। তারপর আমরা ইতালির ভিসেনজার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পরে আমরা হোটেলে গেলাম। সন্ধ্যায় আমরা আশেপাশের এলাকা ও পার্কে গেলাম। পরের দিন আমরা ট্রেনে করে ভেনিসে গেলাম। এই শহরটি পানির উপরে। সেখানে মানুষ নৌকা দিয়ে যাতায়াত করে। সেখানে আছে অসংখ্য ব্রিজ। আমরা সারাদিন ভেনিস ঘোরার পর ট্রেনে করে ফিরে এলাম। পরের দিন আমরা রোমিও জুলিয়েট এর পাহাড়ে গেলাম। জায়গাটি বেশ সুন্দর।

পরের দিন আমরা ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে উড়োজাহাজে করে রওনা দিলাম। উড়োজাহাজে করে যেতে আমাদের মোট ২ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। তার পরের দিন আমরা ট্রেনে করে ভার্সাই গেলাম। সেখানে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজা লুই এর বাড়ি পরিদর্শন। তারপর সারাদিন ঘোরার পর ট্রেনে করে আবার ফিরে এলাম। পরের দিন আমরা ডিজনি ওয়ার্ল্ডে গেলাম। অসাধারণ সুন্দর জায়গাটি। সারাদিন আমরা সেখানে ঘুরলাম। পরে সন্ধ্যায় আমরা পাহাড়ের ওপর একটি চার্চে গেলাম। সেখান থেকে প্যারিস শহর দেখা যায়। পরে রাতে প্যাকিং শুরু করলাম। পরের দিন দুপুরে আমাদের ফ্লাইট ছিল। আমরা ফ্রান্স ত্যাগ করে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমরা পরের দিন বাংলাদেশের সময় রাত ৮:০০ টায় পৌঁছালাম। শেষ হলো আমার ভ্রমণ। এ ভ্রমণ আমার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ঘুরে দেখলাম ইতালি

জাবের আল সাওয়াদ
৬ষ্ঠ (ইবনে সিনা)

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। আমি এবং আমার মা একসাথে চিন্তা করলাম ইতালিতে আমার বাবার কাছে ঘুরতে যাব। আমার বাবা সেখানে চাকরি করে। তাই সে বাংলাদেশে আসে না বললেই চলে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আগামী ২৫ তারিখ ইতালি এর উদ্দেশ্যে রওনা হবো। আজ ২৫ তারিখ। সকালে ৬টায় ঘুম থেকে উঠে নাস্তা খেয়ে তৈরি হয়ে গেলাম। সকাল ৭টায় বাড়ি থেকে রওনা হলাম। আমরা সাড়ে ৭টায় এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম। তারপর ৯টা বাজে আমাদের ফ্লাইটের যাত্রা শুরু হলো। ১১ ঘন্টা পরে আমরা আমাদের গন্তব্য পৌঁছালাম। আমার সাথে ছিল আমার ভাই ও আমার মা। ইতালির এয়ারপোর্ট এ আমার বাবা আমাদের নিতে এসেছিল। তারপর আমরা আমার বাবার সাথে গাড়ি দিয়ে বাসায় গেলাম। বাসায় যাওয়ার পর কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। কারণ সেই মুহূর্তে আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

কিছুদিন পর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা কলোসিয়াম এ ঘুরতে যাবো। আমরা যে এলাকায় থাকি তার নাম হচ্ছে চড়সবুরধ, যা রোমে শহরে অবস্থিত। সেখান থেকে কলোসিয়াম বেশি দূর না।

প্রথম আমরা বাস দিয়ে ট্রেন স্টেশন এ গেলাম। সেখান থেকে আমরা কলোসিয়াম এ যাবো। কিছুক্ষণ পর ট্রেন দিয়ে আমরা কলোসিয়ামে পৌঁছালাম। জায়গাটা অনেক প্রাচীন নিদর্শন দিয়ে ভরপুর। সেখানে নানান দেশের মানুষ ঘুরতে আসে। প্রথমে আমরা কলোসিয়ামে প্রবেশ করলাম। কলোসিয়াম দেখলেই বুঝা যায় যে, এটি ৭০ খ্রিস্টাব্দে বানানো হয়েছে। কলোসিয়াম অনুষ্ঠানের উৎসব, খেলাধূলার ইভেন্টস এবং অন্যান্য জিনিসের জন্য বিখ্যাত ছিল। এটি ৫১৩ ফুট বা ১৫৫ মিটার উঁচু। এর ভিতরে ৫০০০০ এর বেশি মানুষের বসার জায়গা আছে। অপরাধী বা যুদ্ধ বন্দীদের রাখার জন্য এখানে জায়গা আছে। জায়গাটা দেখতে খুবই সুন্দর। এখানে আমরা অনেক ছবি তুললাম। এটার ভিতর একবার প্রবেশ করলে আর বের হতে মন চায় না। সেখান থেকে বের হয়ে আমরা পুরো শহরটা ঘুরে দেখলাম। পুরো শহরটি ঘুরে দেখার পর আমরা আবার বাড়ি ফিরে গেলাম।

আমরা আবার কিছুদিন পর ভ্যাটিকান সিটিতে গেলাম। ভ্যাটিকান সিটি চতুর্থ শতকে নির্মিত হয়েছিল। এটিও একটি পর্যটন কেন্দ্র। এখানে প্রতি বছর অনেক পর্যটক আসে। এর ভিতর আমরা ইতালিয়ান ধর্ম যাজকদের জীবন কাহিনী দেখলাম। তারপর সেখানকার ইতিহাস পরে দেখলাম। যা পড়ে অনেক কিছু বুঝতে পারলাম। এখানে আগের কালের রাজাদের মূর্তি ছিল। পুরো জায়গাটা দেখার পর আমরা সেখান থেকে চলে আসলাম। এত কিছু দেখার পর আমি অনেক মজা পেলাম পাশাপাশি অনেক কিছু জানতে পারলাম। এরূপ অভিজ্ঞতার কথা আমি সারাজীবন মনে রাখবো।

আমার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘতম যাত্রা

মুশাররাত সাইমা চৌধুরী
৬ষ্ঠ (ধ্রুবতারা)

আমার বয়স যখন ৯ বছর ছিল তখন আমার একবার বান্দরবান যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। দিনাজপুর থেকে আমার দিদা-দাদু, চাচ্চু, ফুপি-ফুপা, চাচাত ও ফুফাত বোন এসেছিল। যেহেতু ঐ সময়টা ছিল অনেক স্মরণীয়, তাই আমার এখনও তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে। তারিখটা ছিল ২২শে নভেম্বর, ২০১৩ ইং। দিনাজপুর থেকে আমার আত্মীয়স্বজনেরা রাত ১০:৩০ মিনিটে পৌঁছাল। তাদের হাত-মুখ ধোয়া, খাওয়া-দাওয়া ও বাসার দরজা-জানালা লাগাতে লাগাতে বেজে গেল রাত ১:৩০ মিনিট। মাইক্রোবাস এলো রাত ২:০০ টার দিকে। আমরা দুটি মাইক্রোবাস নিয়ে গিয়েছিলাম। একটি নিজস্ব ও একটি ভাড়া করা। ভাড়া মাইক্রোবাসটিতে আমরা অনেক কষ্ট করে বসলাম। তারপর জাপান গার্ডেন সিটি থেকে আরেকটি মাইক্রোবাস নিয়ে সেখানে আমাদের মাইক্রোবাস থেকে কিছু লোক উঠল এবংআমর বান্দরবানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমরা সব বোনরা পিছনে বসেছিলাম। কথা বলতে বলতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি। মাঝখানে জেগেছি কিন্তু বেশিক্ষণ না। সকাল ৮:৩০টার দিকে ঘুম ভেঙেছিল। আমার চাচাত বোনটার আর আমার বলতে গেলে সবার ক্ষুধা লেগেছিল। কখন কোথায় ছিলাম মনে নেই মাইক্রোবাস দাঁড়া করিয়ে এক হোটেলে খেলাম। পরে আমরা হাসি ঠাট্টা করতে করতে অনেক দূর চলে আসলাম প্রায় পাহাড়ি এলাকায়, পাশেই চা বাগান। রাস্তাগুলো ছিল বিদেশের মতো পরিষ্কার। মাইক্রোবাস রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে ছবি তুললাম। পরে আগানোর সাথে সাথে পাহাড় দেখলাম। একটা পাহাড় দেখলে মাইক্রোবাসের সব বাচ্চাকাচ্চাগুলো 'ওয়াও' বলে চিল্লাতাম। এভাবে অনেক সময় কেটে গেল। হঠাৎ দুপুর ৩:০০ টার দিকে আমরা এমন একটি রাস্তায় পৌঁছালাম যার একদম মুখোমুখি আরও দুটি রাস্তা ছিল। আমাদের ড্রাইভারটা একটা রাস্তা বলল অন্য মাইক্রোবাস ড্রাইভারটা অন্য রাস্তা বলল। অবশ্য দুটি রাস্তা দিয়েই বান্দরবান যাওয়া যেত। অন্য মাইক্রোবাস ড্রাইভারটা ছিল বদমেজাজী। কথা না শুনলে চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিত। তাই তার কথা মতো রাস্তাটা ধরা হলো। প্রায় ১৫ মিনিট পর এক ট্রাক ভর্তি পাহাড়ি মানুষ হাতে তলোয়ার, লাঠি, বটি নিয়ে আসল। পরে আরও একটি ট্রাক আসল। চাচ্চু আমাদের মুখে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল এবং কম্বলটি উঠাতে মানা করেছিল কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। তারা মাইক্রোবাসের চাবিগুলো চাচ্ছিল কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলে, বাঙালিরা তাদের গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে আমাদের সামনেও যেতে দেওয়া হবে না পেছনেও যেতে দেওয়া হবে না। আমরা বোনগুলোর তখন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই আমরা কম্বলটা মুখ থেকে সরিয়ে ফেললাম। সাথে সাথে একজন লোক আমাদের দিকে তাকাল এবং অন্যদের সাথে কথা বলল। তখন তারা বলল, আচ্ছা তোমাদের যেতে দেওয়া হবে কিন্তু পেছনে। সাথে আমরা মাইক্রোবাস নিয়ে পেছনে চলে গেলাম। সেখানে যেয়ে ২:০০ ঘণ্টা থাকলাম তখন বাজে বিকাল ৫:০০ টা। আশেপাশে কোনো হোটেল নেই। আমাদের কিছু চিড়া, মিষ্টি ছিল। সেগুলো দিয়ে কাজ চালালাম। পরে বিকল্প পথ দিয়ে রওনা দিলাম ও রাতের দিকে চট্টগ্রাম পৌঁছালাম। সেখানে মাইক্রোবাস থামিয়ে ভাত খেলাম। তারপর আবার যাওয়ার পথে পিঠা খেলাম। চট্টগ্রামে অনেক জ্যাম ছিল। অবশেষে রাত ৩:০০টার দিকে অর্থাৎ ২৫ ঘন্টা যাত্রা করে আমরা বান্দরবান হোটেলে পৌঁছালাম। সফরটি মজাদার ছিল কারণ সব ছিল নিজস্ব আত্মীয়-স্বজন। তাও আবার ১৯ জন।

টাইম ট্রেভেল

তাহসিনা তাবাস্‌সুম (মাহিতা)
৯ম (নিউটন)

১৯৫৭ সালের কথা, একবার একটি প্লেন নিউইয়র্ক থেকে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে ৭০ জন যাত্রী নিয়ে রওনা হলো, সেদিন ছিল ১৯৫৭ সালের ২৯ শে আগস্ট, প্লেনের পাইলট ছিলেন জন মাইকেল, প্লেন চলা অবস্থায় যখন প্লেনটি প্রায় মাঝ গন্তব্যের পথে এসে পড়ল, তখন পাইলট লক্ষ্য করলেন যে প্লেনটির লোকেশন সিস্টেমটি লোকেশন দেখাচ্ছে না, ফলে মাইকেল কোন পথ খুজে পাচ্ছিলেন না, তিনি কিছুক্ষন আকাশের মধ্যেই প্লেনটিকে এমনিই চালাতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলেন লোকেশনে নিকটস্থ একটি এয়ারপোর্ট দেখাচ্ছে, তাই তিনি সেখানকার হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করে প্লেনটি সেখানে নামাবার অনুমতি নিলেন এবং হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগের সময় ও তারিখ জিজ্ঞেস করলেন। তারা মাইকেলকে বললেন, এখন সময় সকাল ১১.০০টা, ২৯ শে আগস্ট ১৯৯২ সাল। তিনি তখন বললেন এখন তো ১৯৫৭ সাল, তারা তখন বলল, "না এখন ১৯৯২ সাল"। তারপর যখন প্লেনটি ল্যান্ড করা হলো তখন মাইকেল সকল যাত্রীদের জিজ্ঞেস করলেন, আজ কত সাল ও তারিখ? প্রত্যেকেই বলল "আজ ১৯৫৭ সালের ২৯ শে আগস্ট" পাইলট ঐ এয়ারপোর্টে স্টাফদের জিজ্ঞেস করলে তিনি দেখলেন সবাই একই কথা বলল যে এখন ১৯৯২ সাল। শুধু নিজ প্লেনের স্টাফ ও যাত্রীরাই বলল এখন ১৯৫৭ সাল। পাইলট কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, কিন্তু তিনি একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন এই অজানা এয়ারপোর্টের অনেক কিছুই ১৯৫৭ সাল থেকেও উন্নত প্রযুক্তির। পাইলট কিছুই বুঝতে না পেরে তিনি প্লেনটি নিয়ে আবার রওনা দিলেন। যাওয়ার সময় পাইলট মাইকেল সেই এয়ারপোর্টে স্টাফদের একটি ক্যালেন্ডার দিয়ে গেলেন, যা ছিল ১৯৫৭ সালের। তারপর প্লেনটি কোথায় গেল তার রহস্য আজও কেউ বের করতে পারেনি। আসলে কি এটা টাইম ট্রেভেল ছিল?

এলিজাবেথের দেশে

মাহিমা বিনতে মনির
নবম (শুকতারা)

২০১৬ সালের ঈদের দিন রাতে অর্থাৎ ৭ই জুলাই আমি ও আমার পরিবার রওনা দিলাম লন্ডনের উদ্দেশ্যে। এগারো ঘন্টার সফরের পর ৮ই জুলাই আমরা পৌঁছালাম লন্ডনের হেড্রিউ এয়ারপোর্টে। পা দিলাম লন্ডনের মাটিতে। গাড়ি করে যখন হোটেলে যাচ্ছিলাম তখন চোখে পড়ল বিশাল বিশাল ইমারত এবং ব্রিটিশ যুগের বাড়ি। কোনোটা ডিম্বাকার আবার কোনটা চৌকনাকার। রাস্তা দিয়ে যেতে ট্রাফালগার স্কয়ার, ওয়েস্ট মিনিস্টার রোড, সিটি অফ লন্ডন, মন্দির সহ আরও অনেক জায়গা দেখলাম।

দ্বিতীয় দিন 'মাদাম তুসো ওয়ার্ল্ড মিউজিয়াম' এ গেলাম। এই জাদুঘরে ছিল মোমের তৈরি বড় বড় রাজনীতিবিদ, নায়ক-নায়িকা, বিভিন্ন কার্টুন চরিত্রের পুতুল। সেখানে আমরা একটি থ্রিডি ছবি দেখলাম যেদিউ 'সুপরাহিরো' দের উপর নির্মিত ছিল। তৃতীয় দিন গেলাম বাকিংহাম প্যালেসে। এর সামনে ছিল ফুলের বাগান। বাকিংহাম প্যালেসের দরজার সামনে রানীর সৈন্যরা অনড় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। প্যালেসের সামনে একটি বড় স্থাপত্য ছিল। সেদিন বাকিংহাম প্যালেসের কাছে 'দ্যা মল' নামের একটি জায়গায় গিয়েছিলাম।

পরের দিন আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে করে 'বিগ বেন' দেখতে গেলাম। এটি পার্লামেন্টের কাছে অবস্থিত। 'বিগ বেন' এর কাছেই 'লন্ডন আই' রয়েছে। সেখান থেকে পুরো লন্ডন শহর দেখা যায়।

এরপর গেলাম লন্ডনের একটি বিখ্যাত পার্ক। যার নাম 'রিজেন্ট পার্কিং' এ পার্কে অনেক ফুল রয়েছে। এ পার্কের লেকে বিভিন্ন ধরনের হাঁস রয়েছে। এই পার্কটি লন্ডনের সবচেয়ে বড় পার্ক।

লন্ডন ইংল্যান্ডের রাজধানী এবং পৃথিবীর একটি ঐতিহ্যবাহী শহর। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে এখানে পর্যটক আসে। এর সৌন্দর্য তুলনীয়।

মহাবিশ্বে ভ্রমণ

সামস আবেদীন রাজিব
৯ম (কে কে)

একটি কৌতুহলী জাতি হিসাবে মানুষ সব সময়েই মহাবিশ্বের নানান বিষয় নিয়ে কৌতুহল। আমাদের মহাবিশ্ব হল একটি বিশাল বড় জায়গা এবং অনেক প্রসারিত। অনেক আগে থেকেই আমরা এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানতে নানা চেষ্টা করেছি এবং অনেকটা সফল হয়েছি। কিন্তু আমরা কী কোন দিন এক গ্যালেক্সি থেকে অন্য গ্যালাক্সিতে ভ্রমণ করতে পারব। এটা প্রায়ই অসম্ভব কেননা আমাদের সবচেয়ে নিকটতম গ্যালাক্সিতে এনড্রোমেজ পৃথিবী থেকে ২.৫ আলোক বর্ষ দূরে। ফলে আমাদের সবচেয়ে দ্রুতগামি রকেটের সেখানে পৌঁছাতে লাগবে ৮০ বছর। যা প্রায়ই অসম্ভব আমাদের জন্য। তবে কী আমরা অন্য গ্যালাক্সি ভ্রমণ করতে পারব না। বিজ্ঞানিদের মতে তা আমাদের জন্য কঠিন হলেও তা সম্ভব। এটি সম্ভব ওয়ার্মহোল দ্বারা। ভৌত বিজ্ঞানের মতে ওয়ার্মহোল বা আইনস্টাইন রোজেন সেতু হল এমন এক কাল্পনিক রাস্তা যা দ্বারা আলোর গতিতে বা তার থেকেও দ্রুত যাত্রা করা সম্ভব এবং এটি এক গ্যালাক্সি থেকে অন্য গ্যালেক্সির মধ্যে একটি সুরঙ্গ তৈরি করে যা তাদের দূরত্ব অনেক কমিয়ে দেয়। উদাহরণ দিয়ে জিনিসটা সহজ করা যায়।

কাগজের একটি তলকে মহাবিশ্ব হিসাবে ধরা যাক। এর এক স্থানে রয়েছে একটি ছিদ্র (ধরা যাক এটি একটি গ্যালেক্সি) যা থেকে একটা সুরঙ্গ বের হয় এবং সেটি কাগজের অন্য একটি অংশে আর একটি ছিদ্র (এটি অন্য আর একটি গ্যালেক্সি ধরি) গিয়ে মিলিত হয়। এখন কাগজের উপর দিয়ে দেখলে চিত্রে দুটির দূরত্ব অনেক হলেও ছিদ্রের সুরঙ্গ দিয়ে এদের দুরুত্ব কম। কারণ এটি কাগজটিকে বাকিয়ে দিয়ে সুরঙ্গ পথটি দৈর্ঘ্য কমিয়ে দিয়েছে। এটাই ওয়ার্মহোল। এখন কথা হল কাগজ তো আর মহাবিশ্ব না যে বাকিয়ে তা ছোট করা সম্ভব। তবে বিজ্ঞানিদের ধারণা যে প্রাকৃতিকভাবে ওয়ার্ম হোল তৈরি হয়ে তবে তা আজ পর্যন্ত দেখা যেতে পারেনি। তাও তারা বলেন তা কৃত্রিমভাবে তৈরি সম্ভব। আর তা যদি কোন দিন সম্ভব হয় তাহলে তার মাধ্যমে আমরা এক গ্যালেক্সি হতে অন্য গ্যালাক্সি যেতে পারব। কেননা ওয়ার্ম হোল দিয়ে আলোর বেগে যাতায়াত সম্ভব।

ওয়ার্ম হোল আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত না হলেও যদি আমরা আমাদের কঠোর পরিশ্রম ও মেধা খাটিয়ে তা আবিষ্কৃত করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের পৃথিবীকে এক নতুন সভ্যতা দানে সক্ষম হবো এবং আমাদের বহুকাল ধরে যে মহাবিশ্বের ভ্রমণের ইচ্ছা তা পূরণ হবে।

ভ্রমণ কাহিনী

হাসান ফেরদৌস
দশম (ব্যবসায় শিক্ষা)

ভ্রমণ সর্বদাই আনন্দদায়ক। ভ্রমণ মানুষের জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করে। ভ্রমণ প্রকৃতি সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দেয়। এটি আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ ছিল না। এর আগে আমি মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব এবং ভারত গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রত্যেক বিদেশ ভ্রমণে আমি নতুন দেশের সংস্কৃতি এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানতে পারি। এ বছরের ঈদুল ফিতরের সময় আমি আমার পরিবার সহ থাইল্যান্ড ভ্রমণের সুবর্ণ সুযোগ পাই।

ঈদের পরের দিন সকাল দশটায় আমাদের ফ্লাইট ছিল বিমানে অনেকবার যাত্রা করায় আমার যাত্রা সময়ে কোনো ভয় লাগে না। আমরা থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অবতরণ করেছিলাম। ব্যাংকক সেখানকার বসবাসকারীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তীতা রয়েছে। রাস্তায় সর্বদা পুলিশ থাকায় চুরি, ছিনতাই কম হয়। প্রথমে যে পার্থক্য চোখে পড়ল তা হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস। তারা মশলাবিহনী ও অসেদ্ধ খাবার পছন্দ করে। তবে আমাদের হোটেলে কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট হওয়ায় আমরা সকালে ভালো নাস্তা করতে পেরেছি। আমরা দুপুর ও রাতে সকল খাবার বাংলা হোটেলে খেয়েছিলাম। প্রথম দিন হোটেলে পৌঁছাতে সন্ধ্যা পার হয়ে যাওয়ায়, সেদিন আর ঘোরা হয়নি। আমরা তিন পরিবার মিলে গিয়েছিলাম। বলে আমাদের একজন মহিলা গাইডও রাখা হয়।

পরের দিন আমরা সি ওয়ার্ল্ড এবং মাদাম টুসোতে যাই। ওশোন সি ওয়ার্ল্ড জায়গাটি ছিল চমৎকার সেখানে বিভিন্ন প্রকারের মাছ রয়েছে। সেখানে হাঙর থেকে শুরু করে অক্টোপাস পর্যন্ত সব প্রকার সামুদ্রিক জীব ছিল। মাদাম টুশো ছিল আরেক অবিষ্কয়কর জায়গা। সেখানে সকল বিখ্যাত-প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মোমের পুতুল রয়েছে। যেমন: বারাক ওবামা, ভ্লাদিমির পুটিন, নরেন্দ্র মোদি, রোনাল্ডো, মার্ক জাকারবার্গ এবং আইনস্টাইনের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের পুতুল রয়েছে। পুতুলগুলো দেখতে প্রায় আসল মানুষের মতো। সেদিন খুব মজা হয়েছিল। ব্যাংককে যতই বিদেশীদের মধ্যে থাকি না কেন সব খানেই বাংলাদেশীদের পাওয়া যায়। পরের দিন আমরা সকাল ড্রিম ওয়ার্ল্ডে গিয়েছিলাম। এটি একটি পার্ক যা বিশাল জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে। সেখানে রোলার কোস্টারটি আকা-বাকা, উঁচু-নিচু পথ দিয়ে গঠিত। সেখানে অনেক মজা হয়েছিল। ওয়াটার ওয়ার্ল্ডও ছিল পার্কের মধ্যে। সেখানেও আমরা গিয়েছিলাম। পুরো দিনটাই আমরা ড্রিম ওয়ার্ল্ডে কাটিয়ে দিয়ে রাতে মেক ডোনাল্ডস-এ বার্গার খেয়েছিলাম। তবে পরের দিন সকালে কোথায় যাওয়ার আগে আমি আর আমার বড় ভাই হোটেলের বড় সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে যাই। যদিও আমি সাঁতার পারিনা। আমার উচ্চতার বেশি গভীরতা সম্পন্ন জায়গাটিতে আমি ডুবে যেতে গিয়েছিলাম। তবে আমার বড় ভাই আমাকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। সে সাঁতার কাটতে পারে। সাঁতার কাটার পরে আমরা থাইল্যান্ডের পাতায়ায় যাই। পাতায়া দূরে অবস্থান করায় সেখানে যেতে তিন ঘন্টা লেগেছিল। আমরা সেখানে মাইক্রো বাসে গিয়েছিলাম। পাতায়া জায়গাটিতে অনেক পর্যটক আসে। পাতায়া থেকে আমরা কোরাল দ্বীপে যাই। এটি আমাদের সেন্ট মার্টিনের মতোই আমি আগে সেন্ট মার্টিন গিয়েছিলাম। আমরা সকলে কোরাল দ্বীপের নীলাভ-সবুজ পানিতে গোসল করি। সেদিন পাতায়ার একটা বাংলা রেস্তোরায় আমরা ভোজন করি। পরে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। পরের দিন 'রবিনসন' ও 'সিয়াম' শপিং কমপেক্সে আমরা কিছু কেনা-কাটা করি। রবিনসন ও সিয়াম থাইল্যান্ডের সবচেয়ে বড় শপিং কমপ্লেক্স। এছাড়াও ইন্দ্রিরা ও ভুবনেশ্বর শপিংমলেও আমরা গিয়েছিলাম। সেখানেও আমরা কেনা-কাটা করি। বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের কারেন্সির পার্থক্য বেশি নয়। বাংলাদেশের আড়াই টাকা থাইল্যান্ডের এক বাথ। ব্যাংককের ফুটপাতে অনেকে ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। অনেক সময় আমি নিজে একা রাতের বেলা বের হয়েছিলাম। সেখানের রাস্তাঘাট অত্যন্ত সুরক্ষিত। অবশেষে যাওয়ার দিন চলে এলো সেখানে আরও থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সম্ভব ছিল না। থাইল্যান্ডে যাওয়ার পাঁচদিন পরে ফিরে এলাম মাতৃভূমিতে।

বিদেশ ভ্রমণের ফলে আমি যেটা সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করতে পেরেছি তা হলো - 'মাতৃভাষার গুরুত্ব'। আমি ইংরেজিতে দ্রুত কথা বলতে পারলেও সকল মনোভাব প্রকাশ করতে পারি না। অবশ্য কেউ তা মাতৃভাষা ছাড়া পারবে না। থাইল্যান্ড যতই উন্নত হোক না কেন বাংলাদেশ আমার মাতৃভূমি এবং এর জায়গা কেনো দেশ নিতে পারবে না।

ট্রেনে ভ্রমণ

তাসিন রশিদ মাইসা
নবম-বিজ্ঞান (নিউটন)

ভ্রমণের মাঝে লুকিয়ে থাকে নানা অভিজ্ঞতার কথা। অন্য সব যানবাহনে ভ্রমণের মজাই সম্পূর্ণ আলাদা। দেশে এবং বিদেশে অসংখ্য বার ট্রেনে ভ্রমণ করেছি। একেক দেশে ট্রেনের একেক নাম। আর ট্রেনের নামগুলো মূলত ভিন্ন দেশ অনুযায়ী তাদের স্থানীয় ভাষায়।

আমার জীবনের ট্রেন ভ্রমণের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। তার মধ্যে আমি একটি বিশেষ ভ্রমণের কথা আজ তুলে ধরছি আমার গল্পে।

সময়টি হল ২০১৭ সালের ২০শে মে। আমি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম গিয়ে ছিলাম চাচার সঙ্গে। ট্রেনটির নাম ছিল তূর্ণা নিশিতা এক্সপ্রেস। ট্রেনটির কোড নং ছিল ৭৪২। ছাড়ার সময় ছিল ১১.৩০ মিনিট।

আমরা মূলত আমার চাচাতো ভাইয়ের চাকুরির কাজে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম। বাসা থেকে প্রয়োজনীয় ব্যাগ ও কাগজ পত্র নিয়ে আমরা যথাসময়ে ঢাকা রেল স্টেশনে অর্থাৎ কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছালাম। টিকেট আগে থেকে ক্রয় করা ছিল বলে টিকেটের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়নি।

আমাদের ব্যাগ বোঝাইয়ের জন্য একজন কুলিকে ডাকা হলো সে বিনয়ীর সাথে আমাদের ব্যাগগুলো নিয়ে ৭ নং প্লাটফর্মে পৌছে দিল। ট্রেনটি অবশ্য আগে থেকে ৭ নং লাইনে দাঁড়ানো ছিল। আমাদের সিট নম্বর ছিল ৫৬-৫৭ ও বগি নং গ। এটি ছিল শোভন চেয়ার। মূলত দুটি আরামদায়ক ও নরম বসে যাওয়ার জন্য এই সিট। টিকিটের এক একটির ক্রয়মূল্য ছিল ৩৪৫ টাকা।

ঠিক রাত ১১.৩০ মিনিটে ট্রেনটি ঢাকা স্টেশন ছেড়ে গেল। লম্বা হুইসেল ও হর্ণ দিয়ে ট্রেনটি চলা শুরু করল। রাতের ট্রেনে জানালার পাশে বসে মুহূর্তটা খুবই উপভোগ্য। মন আবেগী হয়ে যায়, অনেক ভাবনা কল্পনা সৃষ্টি হয় হৃদয়ে। রাতের আধারে দৃশ্যগুলো ঠিক ভাবে দেখা যায় না। কল্পনায় আবিষ্কার করতাম কী এখানে। ধীরে ধীরে স্টেশনগুলো পার হয়ে যাচ্ছিল। মোট ১১টি স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়ায়। প্রথমে দাঁড়ালো বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে। সেখানে সবচেয়ে বেশি ভিড় লক্ষ্য করা যায়। অনেকে ট্রেনের ছাদে বসে ভ্রমণ করে। যা আইনত দন্ডনীয়। তা ভাবনা সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভ্রমণ করে। ছুটে যায় জীবিকার তাগিদে কেউ বা নাড়ির টানে। এতে মানুষের প্রাণও যায় অহরহ। এ জন্য যাত্রী সাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত। কঠোর, আইন প্রয়োগে বালাই নেই।

আমরা একে একে পার হতে থাকি স্টেশন ও জংশনগুলো। মাঝপথে মেঘনা সহ বেশ কিছু ছোট নদী পড়েছিল। রাতের বেলার ব্রিজের দৃশ্য ছিল অপূর্ব। বিশেষ করে তিতাস দ্বিতীয় ব্রিজটি অবশ্য ১০০ বছরের পুরানো। এটি ব্রিটিশ আমলে তৈরি করা হয়েছিল। উক্ত ব্রিজটি আখাউড়া রেলওয়ের জংশন পরে ছিল।

ট্রেন ভ্রমণের ফলে। সাধারণ মানুষের অবস্থা জানা যায়। অনেকের সাথে পরিচয় হয়। একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠে। আমাদের পাশের সিটে যারা বসেছিল, তারা ব্যবসায়ী।

ভোর হতেই হকারদের ডাকে মুখরিত হতে থাকল ট্রেনটি। বিভিন্ন ধরনের হকাররা আসল। আমরা সকালের নাস্তা খাই ট্রেনের খাবার গাড়িতে। সেখানে টেবিলে বসে চা, বিস্কুট, চানাচু খাই।

আমাদের শেষ স্টেশন ছিল চট্টগ্রাম।

যার মাধ্যমে আমার স্মরণীয় ভ্রমণ কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটল।

আমি মনে করি প্রত্যেক মানুষের কিছুদিন পর পর ভ্রমণ করা উচিত। এতে তার একঘেয়েমিতা দূর হয়, মানসিক অবসাদ দূর হয়।

আন্দামান ভ্রমণ

তাহসীন রশিদ মাইশা

সময় নদীর স্রোতের মতো কারো জন্য অপেক্ষা করে না। দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা দিন। একাকি ভাবলে মনে হয় এ যেন নিমিষে হল এক পলক দেখার মতো। আমার বাবা একজন চাকুরিজীবি। কাজের সূত্রে তিনি কলকাতায় থাকেন। এবারের ঈদে আমরা আমার বাবার সাথে ঈদ করলাম। হঠাৎ করেই আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে ঈদের পরের দিন আমরা আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে যাব। আমরা সবাই অনেক খুশি ছিলাম। ঈদের পরের দিন আমরা তৈরি হলাম আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার জন্য। দিনটি ছিল ১৭ জুন, ২৩০১৮। আমাদের ফ্লাইট ছিল সকাল ১০.২৫। কলকাতা থেকে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ যেতে ২ ঘন্টা সময় লাগে। আমরা আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে দুপুর ১২.২৫ মিনিটে পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছাই। সেখানে আমরা একটা হোটেলে উঠি। হোটেলটা এয়ারপোর্টের এক কদম সামনেই ছিল। আমরা হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর সেলুলার জেল এ যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। ছোট থেকে সেখানে যাওয়ার পথে আমরা আঁকাবাকা পাহাড়ি পথ দেখলাম। আমরা বিকেলে সেলুলার জেল পৌঁছাই। সেখানে আমরা পুরো জায়গা ঘুরে দেখলাম। সেলুলার জেলকে কালাপানিও বলা হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বহু আন্দোলনকারীকে ব্রিটিশরা এই কারাগারে বন্দী করে রাখত। এই জেল থেকে কেউ পালাতে পারত না কারণ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চারদিকে পানি ছিল। পানিতে হাওরের বসবাস ছিল। কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল না এই পানিতে সাঁতা কাটা। সন্ধ্যার প র 'সেলুলার জেল'-এ লাইটিং শো (খরমযঃরহম ঝযড়ৎ) হয়। এই লাইটিং শো এর মাধ্যমে আমি বুঝতে পেরেছিলাম ব্রিটিশরা কতটা নির্যাতন করেছিল আন্দোলনকারীদের। তাদেরকে খেতে দিত না। নির্বিচারে তাদের ফাঁসি দিত। অনেক খারাপ লেগেছিল তখন। পরের দিন আমরা পোর্ট ব্লেয়ার থেকে জাহাজে করে হেভলক দ্বীপে সেখানে যেতে ২ ঘন্টা লাগে। হেভলক দ্বীপে আমরা একদিন থাকলাম। সেখানে আমরা 'কালাপাথার' ও 'রাথানগর' সমুদ্র সৈকতে যাই। সেখানের পানি অনেক স্বচ্ছ ছিল। সেদিন আমরা অনেক আনন্দ করেছিলাম। হেভলক দ্বীপ থেকে আমরা দিগ্লিপুরে যাই। সেখানে যেতে আমাদের ৩ ঘন্টা লেগেছিল। দিগ্লিপুর যাওয়ার পথে আমরা 'জারোয়া' আদিবাসী দেখতে পাই। 'জারোয়া' মানে হল 'প্রতিকুল মানুষ'। তাদের সমাজ ও বিবরণ বোধ দূর্বল। তার এখনও বাইরের জগতের সাথে অপরিচিত। দিগ্লিপুরে আমরা ৩ দিন ছিলাম। পরের দিন আমরা সকালের নাস্তা করে লাইমস্টন কেইবস এ গেলাম। গুহাটা ছিল চুনাপাথরের তৈরি। এই গুহায় আমরা স্পিড বোটে করে যাই। সেখানে যেতে ১.৩০ মিনিট লাগে। আমরা অনেক মজা করেছিলাম। যখন আমরা গুহা থেকে আবার ফিরে আসব তখন অনেক বর্ষা হয়। এবং আমরা ভিজতে ভিজতে স্পিড বোটে ব্যাক করি। এর মাধ্যমে আমি নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করি। এরপরের দিন আমরা 'রস' ও 'স্মীথ' দ্বীপে যাই। এই দ্বীপটি হল ২টি দ্বীপ যেখানে বালুর পথ দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত যেতে হয়। আমি দেখে অনেক অবাক হলাম। এরপরের দিন আমরা কালিপুর সমুদ্রে গেলাম। জায়গাটা অনেক সুন্দর। সেখানে অনেক কোরাল, শামুক, ঝিনুক দেখলাম। এছাড়া অনেক কাঠবিড়ালীও দেখলাম। এরপরের দিন আমরা দিগ্লিপুর থেকে পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরে আসি। সেদিন আমরা কোথাও ঘুরি নাই, আমরা বিশ্রাম নিয়েছিলাম। এরপরের দিন আমরা সানসেট পয়েন্ট বীজ এ যাই। সেখানে সন্ধ্যার সূর্যাস্ত দেখতে অপূর্ব। আমি মুগ্দ হয়ে সেটা দেখলাম। এর পরের দিন আমরা আবার কলকাতাই ফিরে আসলাম। আমরা ৮দিন ছিলাম সেখানে। সেখানে আনন্দ করেছিলাম ও নতুন অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছি। আমি অনেক জায়গা ভ্রমণ করেছি কিন্তু 'আন্দামান ও নিকবার দ্বীপপুঞ্জ' ভ্রমণ হল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ।

Chondrogona and Smith

Aflaha Islam
II-B (Green)

Once upon a time, there lived a beautiful girl named Chondrogona. She lived with her friend shondhimoni. They lived beside a river. There was a big mountain in front of the river. One day, Chondrogona and her friend were riding on their boat. Chondrogona heard a sound behind the mountain. She looked behind it. She saw a boy holding a piece of wood and trying to fire up and there were many boys and horses behind him. Chondrogona asked Shondhimoni, "Who is that"? She said, "He is Prince Smith." She went to him and became his friend.

Then everyday she came behind the mountain and gossiped with him day to night. One day, the Prince said to his mother about Chondrogona. She said the entire soldier in the palace to go and come back with Chondrogona. They did as told. When they came, queen said, "Please come back next day and meet me." Next day she came. Queen said, "Will you marry my son." ? She agreed and then they married and lived happily ever after.

Travel History

Hridika Hasan Khan
IV-D (Pink)

Hello every one, I am Hridika Hasan Khan, Today I am telling a nice travel story to you. The story is about journey to Mohastanghor. Do you know where is Mohastanghor. It was situated in district of Bogra. Bogra is my Grand Father's home. Last year I was going to Bogra. Then I am going to Mohastanghor with my Mother, Grand Mother, Uncle & Aunty & Cousin. Here is a nice place. The heritage of the King.

Mohasthangarh is one of the main attractions in north Bengal. It was the capital of Kingdom of the Mourjo, the Gupta and the Sen Dynasty. This is the ancient archeological and historical place which was, established in 2500 BC. It is the oldest archaeological site of Bangladesh and it is on the western bank of river Karatoa 18 km. north of Bogra town beside Bogra-Rangpur Road. The spectacular site is an imposing landmark in the area having a fortified, oblong enclosure measuring 5000 ft. by 4500 ft. with an average height of 15 ft. from the surrounding paddy fields. Beyond the fortified area, other ancient ruins fan out within a semicircle of about five miles radius. Several isolated mounds, the local names of which are Govinda Bhita Temple, Khodai Pathar Mound, Mankalir Kunda, Parasuramer Bedi, Jiyat Kunda etc. surround the fortified city. This 3rd century archaeological site is still held to be of great sanctity by the Hindus. Every year (mid-April) and once in every 12 years (December) thousands of Hindu devotees join the bathing ceremony on the bank of river Karatoa.

A visit to Mahasthangarh site museum will open up for you a

wide variety of antiquities, ranging from terracotta objects to gold ornaments and coins recovered from the site. Now it is one of the major tourist spots maintained by Bangladesh archeological Department.

You can go to Mohasthanagar from Bogra town, 10 km. away. Don't forget to visit Mohasthangar museum while visiting Mohasthangar. Mohasthan Buddhist Stambho is another attraction for the tourists; it is locally called as Behula's Basar.

An Unforgettable visit to Bangabandhu Safari Park, Gazipur

A S M Aynan E Tajrian
VI (Newton)

Bangladesh is a country full of natural resources. It seems that nature has unfolded its beauty in this small country. There are many beautiful places in our country. I visited one of them last Friday which is Bangabandhu Safari park , situated in Gazipur. On that day I myself with my parents and sister started our journey from Mohammadpur, Dhaka at7:30 am, after one hour and fifteen minutes we reached the safari park. There is a beautiful picture of father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at front of the gate. Then we bought ticket and went inside. After entering we went to see birds Macaw, parrot and many other good-looking birds in that area. Macaw was red, yellow and white. Parrot was of green, red and sky blue colour. Then we went to see fish aquarium. We saw many kinds and colourful fishes there. We saw many birds and animals like peacock, Kangaroo, dear, snake, tortoise and zebra. We also went to a museum there.We saw a most interesting things there that is skin of Royel Bengal Tiger but it was not killed. After that we rode on a bus , it took us to the main safari in the jaungle. I was lucky enough to see Royel Bengal Tiger, Lion, African white lion, Bear, Giraffe in front of me. At last we saw 9D movie there. All after with a joyful memory me and my family came back home. It was a thrilling tour of my life. I will never forget this tour.

My tour to India

Ashjai Arabi
VII-A

I have travelled to different places of Bangladesh. It is very beautiful. But I would like to share my experience of foreign tour to India. Last year in 2017 my family went to India. We went in a group of 12 people. We were in India for 14 days. It was a big tour away from own country, Bangladesh. On 17th December, we had a flight to India. It took only 30 minutes to go there as it is so near to us. At first we went to Kolkata. We were in Kolkata as transit. We reached there at 6:00 pm. We didn't go to any other places at night as we were tired. In the dawn we had a flight to Jaipur. It took 2 hours to go there. We landed in Jaipur at 8:00 am. At first we went to hotel, got fresh and had break-fast. Then we went out for travelling. There are many places to travel in Jaipur. At first we went to Pink city for a few kilometers all buildings are pink in color. Then we went to a place known as palace of King Mann Singh in the mountains which is preserved. It is very large and beautiful. We came to know about the history and lifestyle of the people of that time by this place. We also went to city place. There is a place named "Jal Mahal" which is a place in the midst of a river. It looks stunning I also sat in a camel. Camel is the specialty of Jaipur. Then we went to hotel and came out in the evening for shopping. Many historic things are available here. Then in the next morning we went to "Hawa Mahal" where the kings and queens used to sit for getting fresh air. It is included in Pink City. Then we went to Jantar-Mantar of Jaipur. It has many historic things preserved here. It's like a museum. In ancient time people used to know time by the shadow of sun. They discovered many things. Then we went to Amer fort. I liked a room decorated with mirrors all around which is present here. It is the most beautiful thing I had seen in Jaipur. When all the places of travelling were finished, we went back to hotel. Then in the dawn again we had a flight to Delhi. It took 2 hours and 10 minutes to travel to Delhi. Delhi is the capital of India. So, It's developed. When we reached Delhi, we were very excited to see it. At first we went to hotel and got fresh. Then we were out to travel. We went to Delhi Gate, Museum of Indira Gandhi, the Delhi fort, the Lotus Temple, the Jame Mashjid, Qutub Minar etc. All these are very beautiful. There is also a place of Mahatma Gandhi's memory. They are all very beautiful. From Delhi we went to Agra and went to the one of the wonders of the world "The Tajmahal". It was built by the king Shahjahan for his love for wife, Mamtaz. It is very beautiful. It is made of mamore stones. If anyone sees it , he can't get it out of the mind. Then we went to Shimla by mini bus. It was very cold there. It took 15 hours to go to Shimla. The roads of Shimla are like snakes. They are curvy, not straight. It didn't snow at that time. The roads of Shimla are very beautiful. It looks like a picture. At night it looks more beautiful. We could see Himalayas from there.

In the morning we went to Kufri. It is a place where we had to go by horse riding in a narrow road of hill which is very risky and dangerous. But we went there and it was just amazing. It is a place where people can't stop seeing. Its beauty is flawless and endless. It can't be expressed in words. After that we came to Delhi and stayed a night for transit. Then we had a flight to Kolkata. In Delhi I also went to Jantar Mantar It is also like the one of Jaipur. In Kolkata we travelled to many places like the Hawra Bridge, the Victoria Palace, the zoo of Kolkata etc. It was very beautiful. It can't be expressed in words about the beauty of the world. It's just amazing. We came back to Bangladesh on 31st December in the morning. I met my one friend in Kolkata. It is surprising. Two Bangladeshis met in another country. In a word, my tour to India was a lot of fun. I have learnt about many things of Indian culture, history and lifestyle.

Nepal the Country of Wonder

Nazmus Sakib Hossain
X-Science (KK)

I was just nine or ten, when I went to Nepal, where I had my best travelling experience. Moreover, we stayed there for a month. At first I was so much annoyed to visit Nepal because I was promised to be taken to Singapore. It was my 7th or maybe 8th time plane journey, but obviously the uncomfortable one. When we got down from the plane, I didn't like the airport and the plane was literally as tiny as a bus. But, after these horrible things, something wonderful happened in my life.

I was wearing a half shirt as it was summer in Bangladesh. But unfortunately, Nepal was much freezing colder than I expected. We first went to Siliguri. It had so charming view. The roads are so narrow and kind of spiral through the hill. It was very dangerous but beautiful also.
I must say Nepal had the worst hotel services. But, that didn't matter for us as we were travelling freaks. The country is full of Hinduism tradition. A funny thing happened in Nagorkot. The hotel bathroom was just above the front gate of the hotel. I found a lizard, which I threw out of the bathroom window and it accidently fell on the head of an American tourist. She screamed so loud that everyone rushed to her.

We visited wonderful places like-Nagorkot, Bhaktapur, Lumbini, Gorkha and I can't remember the rest of the names. The only transportation to roam in Nepal is Bus. Even then, we had to spend more than ten hours in few journeys.

The Nepalese call watermelon as 'Kharmooz'. The watermelons were so juicy to eat. Nepali foods are really very Indian but much delicious to eat. They add various types of spice ingredients in their food.

One day at night we faced a bus accident while coming from Pokhra. At midnight a team of robbers tried to stop our bus by throwing huge stones. But, the driver didn't stop even after he was injured, which saved our lives.

Nepal is enriched with ancient temples. There are enormous temples but the beautiful ones are - Maju Dega and Narayan Vishu temples, Kasthamaldap. The Everest view from Nagorkoat took my soul away. If felt like everything to me. The white waterfall in Pokhra was so charming to see.

I never spent so long in any travel before. I talked with foreigners, danced with the tribal and so on. So sweet to have the wonderful memories in Nepal. Now I get amused that I ignored it at first. To visit Nepal again means to dream a wonderful dream again to me!

কবিতা গুচ্ছ

ভাল লাগে

জিনাত আনজুম জেবা
প্রথম (ইবনে সিনা)

ভাল লাগে ঘুরতে
আরও দেখতে নতুন কিছু,
ভাল লাগে দৌড়াতে
প্রজাপতির পিছু পিছু।

মেঘের ডানায় ভর করে
পারতাম যদি উড়তে,
ঘুরতাম সারাটা দিন
বাতাসের ভেলায় চড়তে।

কল্প লোকের গল্প শুনে
ঘুমাতে ভাল লাগে,
দাদিমার আদর পেতে
প্রতিদিন সাধ জাগে।

কারও কিছু উপকার
করতে ভাল লাগে,
বিপদে যেন এগিয়ে যাই
সবার আগে আগে।

মেলার মালা

ইনারা বিনতে কাওছার
১ম শ্রেণি- সি (হলুদ)

নাম তার মেলা
করে শুধু খেলা।
যখন তখন গাছে উঠে
ফুল পেড়ে গাঁথে মালা।
মালা নিয়ে বিক্রি করে
দূরের বাজার-হাটে,
সবাই তখন মালা কিনতে
চলে আসে তার কাছে।
সব মালা বিক্রি করে
যায় মায়ের কাছে,
মায়ের কাছে গিয়ে মেলা
মনের আনন্দে নাচে।

আমার স্কুল

রাইসা ইসলাম
প্রথম (এফ)

আমার প্রিপারেটরি স্কুল,
তুমি আমার প্রিয়।
হে স্কুল তুমি আমায়
মানুষের মতো মানুষ করে দিও।

ভালোবাসি তোমায় আমি,
ভালোবাসি সব শিক্ষকদের।
তোমার সম্মান রক্ষা করবো
এ শিক্ষা দিও আমাদের।

খোকন সোনা

ফারহান আশরাফ
১ম (ইবনে খালদুন)

খোকন সোনা, চাঁদের কণা
আর ঘুমিও না।
ভোর হয়েছে, ডাকছে পাখি
এবার তুমি খোল আঁখি।
ঘুমাও যদি পড়বে কখন?
মা এসে বকবে তখন।

শৈশব

ফাইজা ফেরদৌস
শাখা- মাদামকুরি

আর কতক্ষণ পড়বো মাগো
দাওনা এবার ছুটি,
আমারও তো ইচ্ছে করে
করি ছোটাছুটি।
পুতুল বিয়ে দেয়নি আজও
গল্প শুধুই শুনি,
একটা সময় দাওনা মাগো
একটু পুতুল খেলি।
বইয়ের ভারে যাচ্ছি নুয়ে
যাচ্ছি হয়ে যন্ত্র,
সকাল থেকে রাত অবধি
নেই পড়ালেখার অন্ত।
এমন হলে পাব না তো
মধুর শৈশব,
সময় এখন একটু ভাবো
আমাদের শৈশব।

মা এর মমতা

নাতাসা রহমান নিতু
২য়-বি-(সবুজ)

মা মমতার মহল,
মা পিপাসার পানি,
মা ভালবাসার খনি।
মা উত্তম বন্ধু,
মা অসুখের ঔষধ,
মা কষ্টের মাঝে সুখ।
মা চাঁদের ঝিলিক,
মা স্বর্গের হিরক,
মা এর তুলনা মা।
মা এর মিষ্টি আদর,
যার তুলনা হয় না,
পৃথিবীর কিছুর সাথে।

বাংলাদেশ

জেনিয়া জান্নাত জ্যোতি
দ্বিতীয় (আল বিরুনী)

আমার দেশ বাংলাদেশ
দেখতে যে ভাই সুন্দর বেশ,
এত সুন্দর তোমার আলো
হাসি-খুশি থাকো ভালো।
তুমি আমার মাতৃভূমি
তুমিই আমার সব,
তোমার কোলে থাকে প্রকৃতি
পাখির কলরব।
তোমায় নিয়ে স্বপ্ন আমার
তোমায় নিয়ে আশা,
দিলাম তোমায় সব আবেগের
দারুণ ভালোবাসা।

প্রকৃতি

মালিহা তাসনিম
২য়-বি (সবুজ)

ফুলে ফলে সৌরভে
ভরে যায় প্রাণ,
গাছে গাছে পাখিরা
গেয়ে যায় গান।
এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি
করে কতো ভান,
প্রকৃতিও আড়ি পেতে
শুনে সেই গান।
সবটাই তার গড়া,
প্রকৃতির এত সাজ
কত নিখুঁত এই ধরা
অবাক কারুকাজ।

দুষ্টু ছেলে হীরু

মো. আইমান হামিদ
২য় (ইবনে খালদুন)

এক যে ছিল দুষ্টু ছেলে
নাম ছিল তার হীরু,
পড়তে বসলে খেলার খবর
ভূতের ভয়ে ভীরু।
অংক কষতে বললে তাকে
বাংলা বই মেলে,
ইংরেজিটার কথা শুনলে
সমাজের বই খোলে।
বিজ্ঞানে সে অতি পাকা
একশোতে পায় ছয়,
ধর্মের বই পড়তে গেলে
হা করেই রয়।
ছাত্র ভাল হীরু মোদের
খারাপ মোটেও নয়,
হীরুর বাবা পাড়ায় পাড়ায়
সবার কাছে কয়।

বাবাকেই ভালোবাসি

জান্নাতুল ফেরদাউস তুবা
২য় (প্লেটো)

বাবার মুখের মিষ্টি হাসি
প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি,
আমার যত আবদার, যত বায়না
কোনটি বাবা ছাড়া পূরণ হয় না।
বিদ্যালয় প্রথম গেলাম
বাবার কাঁধে চড়ে,
তাইতো বাবা রয়েছে
আমার জীবন জুড়ে।
বাবার কাছে আমার যত
গল্প আর হাসি,
তাই তো আমি সবার চেয়ে
বাবাকেই ভালোবাসি।

ষড়ঋতুর আমি

ফাতিন নূর চৌধুরী (তানিশা)
তৃতীয় (নিউটন)

আমি গ্রীষ্মের আগুন-মাখা সূর্য,
আমি বর্ষায় অঝোর ধারায় বৃষ্টি।
আমি শরতের শুভ্রমেঘের কাশফুল,
আমি হেমন্তের পাকা ধানের উৎসব।
আমি শীতের ঠান্ডা হাওয়ার তুলি,
আমি বসন্তের লাল কৃষ্ণচূড়ার কলি।

মা

রুদমিলা রুদাবা হাসান
৩য় (সক্রেটিস)

আকাশেতে তারা দেখি
মাকে যে দেখি তার মধ্যে
মনে মনে তাকে দেখি
স্বপ্নে যে দেখি তাকে।
ছোট বেলা মা যে বলতেন,
তোকে যে কবে ফেলে
আকাশের তারা হয়ে যাব,
এখন যদি ত্রিভুবনেও খুঁজি
তাকে আর নাহি পাবো।

মাতৃভাষা সবার সেরা

মুরসালিন দেওয়ান
তৃতীয় (ইবনে সিনা)

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
বাংলা আমার প্রাণ,
মায়ের মধুর ভালোবাসায়
স্বপ্ন সুখের তান।
সকাল সন্ধ্যা সারা বেলা
মায়ের মুখের বুলি
বাংলা মায়ের মোহন বাঁশি
কি করে যে ভুলি?
বাংলা আমার জীবন-মরণ।
বাংলা বর্ণময়,
মাতৃভাষা বাংলা আমার
বিশ্ব পরিচয়।

আমার মা

মো. আলভি নূর রহমান খান

আমার ম সবার প্রিয়, তার তুলনা নাই,
ত্রিভুবনে মাকে আমি সারা জীবন চাই।
আদর করে, শাসন করে, কখনও বা মারে,
তবু মার মত ভালবাসা কেউ কি দিতে পারে?
সারাদিন অফিস করে ফিরে যখন বাবা
মা তখন জিজ্ঞেস করে বল কি খাবা?
রাতে বেলা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি
মা তখন ভালবেসে টানায় মশারী।
মা আমার স্নেহময়ী সবচেয়ে আপনজন
মা আমার ভালবাসা সাত রাজার ধন।

স্বাধীনতার রক্তক্ষরণ

সারাহ বিনতে সালেহ

৭ই মার্চ, ১৯৭১ সাল
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
রেসকোর্স ময়দানে, দিলেন ভাষণ।
মুক্তির জন্য বাঙালিরা হলেন আকুল।
কত শহিদের রক্তে,
রঞ্জিত হল বাংলার মাটি,
ছোট্ট শিশুরা খাদ্য না পেয়ে
করল কান্নাকাটি।
কত বাবা-মা হারা, শিশুর চোখের জল,
তাদের বাবা-মার, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শরীরে,
ভরে গেছে মাটির তল।
গাছে গাছে নেই কোনো পাখির কলকাকলি,
বাংলাদেশে চলছে, তখন হাহাকার
ও রক্তের হোলি।
সবচেয়ে হিংস্রতার সঙ্গে, যারা বাঙালিদের উপর
করল অত্যাচার, তারা হলেন ঘৃণিত রাজাকার।
স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য, যারা নিজেদের উৎসর্গ
করেছেন,
আল্লাহ তাদের দয়া দেখিয়েছেন।
গাছে ফুল ফোটে না,
মানুষ মৃত্যু শয্যা থেকে আর ফিরে আসে না।
কৃষকের ধানে আগুন,
ফুলে ভরে ওঠে না ফাল্গুন।
তবে, আল্লাহর রহমতে, মুক্তিযোদ্ধারা বাজি রেখে
নিজেদের প্রাণ,
স্বাধীনতা এলো,
আর পদ্মা, মেঘনা, যমুনা রইল বহমান।

স্বাধীন বাংলাদেশ

ফারহান আনান
চতুর্থ (লিবনিজ)

সবুজ ও লাল রংয়ে সাজানো মুক্তির পতাকা।
সোনালী সূর্যের মতো সোনালী ক্ষেত,
ভরা ধান, নদী করে চকচক যেমন,
সোনালী সূর্য করে চকচক তেমন।

মনে পড়ে সেই ১৯৭১ সাল।
বাংলাদেশের বিজয়ের দিন ভুলিতে পারি কী ?
সেই দিন!

রক্তে মিশানো ৩০ লক্ষ শহীদের জীবনের
বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা।
সবাই দেখবে বাংলাদেশকে যেন সারাদিন।

মা-বাবা

সুলতানা তাবাস্‌সুম অর্পা
চতুর্থ (সক্রেটিস)

মা-বাবা যে আমার মনের
সবচেয়ে আপনজন,
তারাই পড়ান তারাই শেখান
তারাই করেন শাসন।
মা-বাবারই জন্য আমি দেখেছি
পৃথিবীর আলো,
পাচ্ছি আমি গন্ধ ফুলের
গন্ধ লাগছে ভালো।
তাদের আদর তাদের শাসন
সবই আমার লাগে ভালো।

ইচ্ছে করে

নিশাত নায়লা
৪র্থ (নিউটন)

ইচ্ছে করে,
উড়ে বেড়াই ওই যে
ওই নীল আকাশে।

ইচ্ছে করে,
রংধনুর ওই রংটি দিয়ে
ছবি আঁকি বাতাসে।

ইচ্ছে করে,
টাইম মেশিনে ভবিষ্যতে যাই।

ইচ্ছে করে,
হাওয়া দিয়ে মিঠাই বানিয়ে খাই।

আজগুবি এই ইচ্ছে আমার
পূরণ হবে কবে ?

ইচ্ছে আছে তাই তো এবার
উপায় হবেই হবে।

বাংলা

সৈয়দ আবদুল্লাহ ইব্রাহীম
৪র্থ (ইবনে খালদুন)

বাংলা আমার মাতৃভাষা
বাংলা আমার দেশ,
এই দেশেরই রঙের রূপের
নেই তো কোনো শেষ।

যত বড় হই জীবনে
যত দূরেই যাই,
আমার দেশের কোলে এসেই
নিব আমি ঠাঁই।

আমার ভাষায় বলবো কথা
ধরব নতুন গান,
এই ভাষারই গর্বে যেন
জুড়াবে মোর প্রাণ।

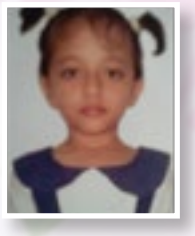

যোগ বিয়োগ

কাজী আফিয়া আফরিন

বুলুর ছিল দুটি বেলুন
ঝানুর ছিল তিন
পাঁচটি বেলুন নিয়ে খোকন
নাচে তা ধিনধিন,
একটি হঠাৎ ফেটে গেল
চারটি তখন রয়,
শিশু এনে দুটি দিল
হল তখন ছয়।

ছয়টি বেলুন নিয়ে খোকন
জুড়ে দিল নাচ,
একটি উড়ে চলে গেল
রইল বাকি পাঁচ।

এমন সময় বাবু এলো
দুটি বেলুন হাতে,
সাতটি বেলুন নিয়ে তারা
কি খুশিতে মাতে।

শিলুক আরও দুটি বেলুন
নিয়ে হাজির হয়,
সাতটি ছিল, দুটি বেড়ে
হল তখন নয়।

প্রবাসী বাঙালি

নাজমুল হাসান নিলয়
৫ম (ইবনে সিনা)

রইব নাকো অন্য দেশে
যাবো আমি বাংলাদেশে,
কেমন করে হলো স্বাধীন
পাকিস্তানের কবল থেকে?
স্বাধীন হলো সোনার বাংলা,
স্বাধীন হলাম আমি,
আজ নেই কোনো সংশয়
আমি করি না করি না ভয়-
জয় বাংলা, বাংলার জয়।
অবাক দিবস যামী।

নারীর অধিকার

নুজহাত জাহিন হৃদিতা
৫ম (সক্রেটিস)

কন্যা শিশু হলেও আমি
সবই করতে পারি,
তাই আমার নাম নারী।

দুঃখে কষ্টে ভরা
এ জীবন,
সাথে নেই কোনো
আপন ভুবন।

জীবনভর করে গিয়েছি
অনেক কষ্ট,
তবুও হতে পারলাম না
কারও কাছে শ্রেষ্ঠ।

কোথায় গেল বোনগুলি!
শুধুই ভাই ভাই?
সবখানে বোনের মর্যাদাও চাই।

নারী শিক্ষা দিতেই হবে
বেগম রোকেয়ার নির্দেশ,
এর মাঝে কেউ দেবে না
অন্য আদেশ।

সব কিছুই করতে
আমি পারি,
তাই মর্যাদা দাও
আমায় নারী।

বুকে আমার আঁকা, লাল সবুজের পতাকা

ওয়াসির সাদাত
৫ম (ইবনে সিনা)

বাংলা আমার মাতৃভূমি
বাংলা আমার জন্মভূমি
বাংলা নিয়ে গর্ব করি
ক্ষেত-মজুর আর আমি-তুমি।
কত মায়ের সন্তানের রক্তে
পেয়েছি এই বাংলা ভাষা,
এই বাংলাতেই ফুটিয়ে তুলি
আমাদের যত ভালোবাসা।
৭১ এর ৭ই মার্চের
বঙ্গবন্ধুর ভাষণে,
উৎসাহ নিয়ে যুদ্ধ করেছি
তুমি-আমি মনে প্রানে।
কখনো করবো না দেশের ক্ষতি
মৃত্যুও যদি আসে,
লাল সবুজের পতাকা বুকে
ভালোবাসা থাকবে সবার প্রতি।
দিলাম তোমায় সব আবেগের,
দারুণ ভালোবাসা।

খুশির ঈদে দুঃখের ভাবনা

সৈয়দা আনিকা ইসলাম
ষষ্ঠ (ধ্রুবতারা)

ঈদের দিনে ভাবছি বসে
উপায় করি কি?
পোলাওয়ের চাউল কিনতে হলে
কিনতে হবে ঘি!
আচ্ছা না হয় কিনলাম চাউল
মাংস কোথায় পাব?
মাংস না হয় বাড়ি বাড়ি
ঘুরে ঘুরেই খাব!
পাঞ্জাবিটা একটু ছেঁড়া
তাতে কি আর ভাই?
কিন্তু আমার পায়ের জুতো
একবারেই নাই!

বাঁচতে চাই

সৈয়দা আনিকা ইসলাম
ষষ্ঠ (ধ্রুবতারা)

মাতৃভাষা বাংলা চাই
নিজের ভাষায় বলতে চাই,
বাংলা মায়ের সুনাম চাই
সুনাম নিয়ে বাঁচতে চাই।

বাংলার এই মাটির উপর
শত্রু থেকে রক্ষা চাই,
অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আজ
মুক্তিযুদ্ধ করতে যাই।

এদিক গুলি সেদিক গুলি
সবখানেতে গোলাগুলি,
শেষ পর্যন্ত পেলাম আমরা
বাংলা মায়ের কোল খালি।

এই দেশকে ফেরত চাই
সবুজ-শ্যামল বাংলা চাই,
সবার ভাইয়ের প্রাণ চাই
বাঁচার মতো বাঁচতে চাই।

মুখের ইতিহাস

নাফিস রাইয়ান মৃধা
ষষ্ঠ (ইবনে সিনা)

লজ্জাতে মুখ লাল হয়ে যায়
ভয় পেলে হয় চুন
ঘেন্নাতে মুখ বিকার হওয়া
একটা বিশেষ গুণ।
শান্তি মুখে স্নেহের ছবি
কঠিন যে হয় রাগ
অভিমানে গোমড়া যে মুখ
হাড়ির মতন লাগে।
আনন্দে মুখ হয় যে উজ্জ্বল
ব্যথায় ভীষণ কালো
হিংস্র মুখে আগুন ছোটে
দেখতে যে নয় ভালো।
শৈশবে মুখ ফুলের মতো
বড় হলে চাঁদ
বৃদ্ধ লোকের মুখটা যেন
শাসন করার ফাঁদ।
এই মুখেতে আমরা করি
কথার কত চাষ,
বলতে গেলে শেষ হয় না
মুখের ইতিহাস।

মা

নাহিন আল মামুন
৬ষ্ঠ-ইবনে খালদুন

মা, আমাদের বড় আপনজন
মায়ের মতো হয় ক'জন।
অসুখ হলে মা আমাদের সেবা যত্ন করে,
আবার সেই মা রেগে গেলে, দুঃখ প্রকাশ করে।
মায়ের মত আদর আমরা কোথাও পাব না,
তাই মাকে ছাড়া আমরা একা চলতে পারব না।
যে মা আমাদের ১০ মাস ১০ দিন গর্ভে নেয়,
সেই মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়।
মা আমাদের যে ভাবে লালন-পালন করে,
তার কাছে আমরা আছি অনেক সময় ধরে।
বড় হলাম আর আমাদের যখন বিয়ে হলে গেল,
তখন মা মনে করে, আমার ছেলে আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেল।
মায়ের মত ভালবাসা কেউ দেবে না
মার স্থানে মনের মধ্যে কেউ রবে না।

অম্লান একুশ

নুসাইবাহ নুর
সপ্তম-চ

বছর ঘুরে আবার এলো
একুশে ফেব্রুয়ারি,
(যবে) ভাষার জন্য দিয়েছিল প্রাণ
তরতাজা নর-নারী।

একুশ, কেবল একটি সংখ্যা নয়
এটি আমাদের অহংকার।
যার জন্য পেয়েছি মোরা সেই স্বীকৃতি
যা বাংলা ভাষার অলংকার,

সেই দিনটি ছিল ৮ই ফাল্গুন
চারিদিকে ভাষার স্বীকৃতির জন্য লেগে গেছে আগুন।

থামলো না সে আগুন বরং
এক হলো সবে ভুলে গিয়ে সব মত,
পাকসেনাদের বুলেটের আঘাতে
রক্তে রঞ্জিত হলো ঢাকার রাজপথ।

ঠেকায় কে তাদের?
উঠে ছিল যারা ভাষার জন্য জাগিয়া কুণ্ঠিত হয়নি তব
নিজেদের প্রাণ ত্যাগ করিয়া

মনে কী রেখেছি মোরা তাদের?
কতটুকু পেরেছি বাংলা ভাষাকে দিতে তার সম্মান
যখন পারিব কেবলি তখন
একুশই হবে সত্যিকারের অম্লান।

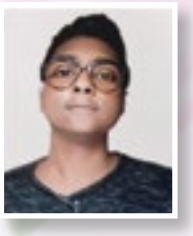

যান্ত্রিক জীবন

সাদাত সাদেক
৭ম (ওমর খৈয়ম)

ফোনে ফোনে কথা হচ্ছে, হচ্ছেনা যে দেখা,
ম্যাসেঞ্জার এ চ্যাটিং হচ্ছে, কিন্তু হচ্ছেনা চিঠি লেখা।
জিএফবিএফ নাকি বলা হয় বন্ধুবান্ধবীদেরকে,
সময়ের মিথ্যে আধুনিকতায় মানুষ আটকে রেখেছে নিজেকে।
সাক্ষাত করা মানে হল ভিডিও কল এ আসা,
মানুষের মাঝে নেই আর আগের মতো ভালবাসা।
যেখানেই যাইনা কেন লাগবে সেলফি তোলা,
মাছে -ভাতে বাঙালি তবু খাচ্ছি কোকাকোলা।
যন্ত্রপাতির কাছে নিজেকে করে দিয়েছি অর্পণ
জানিনা কোথায় হারিয়ে গেল বিবেক নামের দর্পণ।

নিত্য আমি

মাদল দেব বর্মন
সহকারী শিক্ষক

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গে যেন হিসাব করে দেখি
যেমন ছিলাম যেমন আছি তেমন থাকব নাকি?
গতদিনের ভুলগুলো সব আজও আমার চেনা
তবুও সেই একই ভুলে চলছি আমি কিনা।
মহা-আমির অংশ হয়েও কেন এত ভুল
সকল কাজে হতেই হবে একদম নির্ভুল
যে আচরণ আশা করি আমি অন্যজনে
তাদের প্রতি সেই আচরণ করব সর্বক্ষণে
সঙ্কোচগুলো সংকট হয়ে যদি করে ম্রিয়মান
উর্জ্জীতেজা ভক্তিতে হব শক্তিতে মহান
এইতো হিসাব সহজ অতি সহজ সমাধান
মহা-আমির সন্ধানে হব মহাচেতনাসমুত্থান।

বিজ্ঞানের জাদু

আব্দুল হামিদ ইয়াছির
সপ্তম (ইবনে সিনা)

গোল পাকে মাথা
হচ্ছি অজ্ঞ ভাবছি বিজ্ঞ,
আপেলটা কেন গড়ায় নীচে,
করলো কোন সাধু যজ্ঞ।

মাথার উপর পাখা ঘুরে
বাত্তির রাজা ফিলিপস,
টিভিটা যেই অন করে দেই
চলে মনোরঞ্জন গসিপস।

সবই যে বিজ্ঞান রে ভাই
নিত্য নতুন খেলা,
মোবাইল যখন হাতে পাই
আহা গেইমস চলে জাদুর মেলা।

জীবনটা আজ ছবি আঁকা
বিজ্ঞানেরই ছকে,
অপব্যবহার রুখে দিয়ে
চলো সাজাই তাকে।

শ্রম

নাউফি বিনতে জসিম
৮ম-ডি

পরিশ্রমের বিকল্প নাই
বলেন সকল মনীষী ভাই,
শ্রম ভাগ্যের প্রসূতি
হইও নাগো বিমুখী।

শ্রম দিয়ে গড়ছে সমাজ
শ্রম ছাড়া নেই কোনো কাজ,
গড়ছে গাড়ি, গড়ছে জাহাজ

গড়বে এবার উন্নত সমাজ।

শ্রম দিয়ে হয়েছে কৃষ্টি
চিন্তা-চেতনা, দূরদৃষ্টি,
শ্রমই এবার করবে সৃষ্টি
ভবিষ্যতের মেওয়া-মিষ্টি।

শ্রম দিয়ে ইতিহাসে হয়েছে বড়
গুরু-বিজ্ঞানী, মণীষী যত,
শ্রম দিয়ে আজ শীর্ষে দেশ
শ্রমের জয়গানের নেইকো শেষ।

শ্রম দিয়ে জগৎ জুড়িয়া
হব উন্নত শির মোরা,
শ্রম দিয়ে গড়ব দেশ
আমার সোনর বাংলাদেশ।

নিয়ম মানি

ইমাম হোসেন রিফাত
নবম-বিজ্ঞান (কুদরত-ই-খুদা)

বাসের চাকায় প্রাণ যে গেলো
সইবো কতো আর
নিরাপদে চলতে পথে
দোষটা ছিলো কার?

বদলে যাবার দিন শেখাবে
মানতে হবে আইন
বারুদ হয়ে জ্বলছে তারা
করবে দোষীর ফাইন।

দক্ষ চালক, একটু দেখে
চালাও নিয়ম মেনে

বেপোয়ারা ভাব দেখিয়ে
রক্ত নিওনা টেনে।

জাতির বিবেক খুলে দিলো
একটু খানি ভাবো
সবাই যদি নিয়ম মানো
হবে কত ভালো।

রাজধানী

মশিউর রহমান
নবম-বিজ্ঞান (কুদরত-ই-খুদা)

এর-ই নাম রাজধানী-
এখানেই আছি মোরা পাশাপাশি ঘেষাঘেষি,
হয়ে একে অপরের প্রতিবেশি।

ঘরের পাশে ঘর,
তবু যেন সবাই পর পর,
কখনো পাই না কেউ কারো মৃত্যুর খবর।

চারিদিকে কোলাহল যানজট,
পদে পদে হরতাল আর বিক্ষোভ,
তার সাথে আছে দুর্নীতি নামের নতুন সংকট।

দিনভর চলে ছুটোছুটি লুটোপুটি,
যেন গহীন অরণ্যের পশু,
দিন শেষে রাত্রিতে অবশেষে-
আপন আপন কুঠুরিতে এসে-
হয়ে যাই নির্জনতার অবোধ শিশু।

নয় দফা

আকিবুর রহমান খান
দশম শ্রেণি

ক্ষোভ জেগেছে মনে, দেখাবার বেলা এবার
বোঝাবার বেলা শেষ হয়েছে, বুঝতেই হবে এবার।
বলার বেলায় বলেছি বহু, আজ বেলা শোনাবার
সহ্যের বেলা গতদিন ছিল, রুখবার বেলা আজ
ফুঁসছে তরুণ জাগছে শক্তি, কাঁপছেই ধরা আজ
গড়বি না তুই, গড়ব আমরা, তরুণ ছাঁচের সাজ।
নেমেছি মোরা নামবোই আজ, দেশ উন্নয়নের কাজে।
ছেষট্টি ছিল ছয় অঙ্কের, আঠারতে হলো নয়,
আসুক গুলি আসুক লাঠি করবো না আর ভয়।

ঝর্ণা

রেহানা হোসনে আখতার
প্রভাষক (বাংলা)

মেঘের কোল ছেড়ে,
আকাশ চূড়ার আগল ভেঙ্গে
কেন নেমে আসো বলতো?
আর তোমাকে দেখলেই আমি
বিমোহিত হয়ে যাই।

তুমি হাজার লক্ষ নিযুত কোটি বছর ধরে,
যাচ্ছো তো যাচ্ছোই।
পাহাড়ের দূর্গম অরণ্য মাখা
সবুজের পথে পথে
বালিকার লুকোচুরি খেলার মতো
তোমাকে খুঁজতেই তো এসেছি
সেই পাহাড়ের পাদদেশের এই গ্রামে।

তুমি পর্বত, অরণ্য, নদী, লোকালয় বেড়িয়ে,
যখন সাগরের মোহনায় উপনীত
তোমার জীবন পরিভ্রমণ হয়তো শেষ হয়।
কিন্তু পিছনে পড়ে থাকে
অনেক আনন্দ বেদনার মহাকাব্য।

বৃষ্টিতে সৃষ্টিতে

আব্দুলাহ আল মঈন
একাদশ (বিএমআর)

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে,ভিজে ওঠে মন।
রং ধনু সাত রং, করে আয়োজন।
সবুজ পাতায় ধরে, সবুজ আদর।
নীলআকাশ মেলে ধরে নীলের চাদর।

কদম ফুলের গালে, টুপটুপ ছাপ।
কিশোরের চোখে জুড়ছে আলাপ।
গোলাপের মালাগেঁথে গেয়ে ওঠি গান।
বৃষ্টিতে সৃষ্টিতে, সুখে আটখান!

আমার চায়ের স্বভাব নাই

অর্চি কমলিকা
দ্বাদশ (বিজ্ঞান)

চা কথাটির তৃপ্তি আমি বুঝতে পারি না হায়
কোনো এক বিকেলে চা হাতে আমি বারান্দায় বসি না তাই,
কারো আছে অভ্যাস কিংবা হঠাৎ চায়ের আশ
কারো আবার রাত-দুপুরে চা না পেলেই হাঁসফাঁস।
কেউ করে বিলাস, প্রতি প্রহরেই হাতে চায়ের কাপ
কারো আবার অভাব, চা টা দিয়েই মেটায় পেটের তাপ,
মানুষ ভেদে চা বদলায় রকম কত শত
দুধ, চিনি, লেবু, এলাচি বা সাবু আয়োজন তারি যত।

কৃষক, কুলি, শ্রমিক, জেলে খেটে খাওয়াদের দল
চায়ের চুমুকে আলোড়ন তুলে, দেহে পায় তারা বল,
ধনীর দুলাল, আদরের ধন চায়ে আনে আভিজাত্য
স্ট্রবেরি, জেসমিন সুবাসিত চায়ে ঘরখানি তার।
পর্সেলিন ক্লে, চিনামাটি আর কত বাহারের কাপ
সাধারণদের কাঁচের সে কাপে দারিদ্রের যত ছাপ।
ঘরের বাইরে যেখানে-সেখানে চায়ের দোকান কত
লোকজন আসে, প্রাণ খুলে হাসে, আসর জমে দ্রুত।

ঘরেও সবার চা খাওয়া চাই, আছে পরিমিত মাপ
ছোট মগটায় বড় ছেলে খায়, বড় মগটাই বাপ,
দেখে হাত বাড়ায়, চা যে তারও চাই আধবোলে ছোট শিশু
দাদাভাই তার, তাকে পড়ে শোনায়, একাত্তরের যিশু।
এত বাসনা এত প্রলোভন, এত মনোহর স্বাদ,
বৃদ্ধ রুগী মৃত্যু মুখে তারও মনে জাগে সাধ
হোক না সে মড়া, লিকার দিও কড়া, সঙ্গে খানিকটা লং
রঙিন জীবন, শেষ হয় হোক ঠিক হয় যেন রং।

যখন তোমার চায়ের পেয়ালা হাতে, প্রথম চুমুক দিবে তুমি তাতে
শিহরিত দেহে একটু সজীবতা,
পেলে তুমি চায়ের পরিপূর্ণতা
এত কিছুর পরেও তবু, আমায় যদি কেউ শুধায় কভু
চা এনে দেবো ভাই? আমি হাসি, হেসে বলি,
আমার চায়ের স্বভাব নাই
কেউ হয় হতাশ, ভাবে রসহীন, নেই বুঝি মুখে স্বাদ?
তবু কখনো বুঝতে পারে না, আমার চায়ের সাধ।

পথচলা

মেহেজাবিন মাহবুব
দ্বাদশ-বিজ্ঞান (জনকিটস)

কী ঠিক, কী বেঠিক
কী উচিৎ, কী অনুচিত
সবই বলে দিবে ঘড়ির কাঁটা
সময় থাকে না থেমে কারো জন্য
সময় করেনা কারো অপেক্ষা।

আবার সবাই পারে না সময়ের সাথে জীবনের পথে এগিয়ে পথ চলতে।

এগিয়ে চলার এই কঠোর পথে,
যারা পারে সময়ের সাথে চলতে,
তারাই পারে সংগ্রামী জীবনের পথে এগোতে,
তারাই পারে এই নিন্দিত সমাজে মানুষের হৃদয় মাঝে
চির স্মরণীয় হয়ে বেঁচে থাকতে।

আমরাতো দাদা কাঁদতে জানি না।

তাসীন রহমান
একাদশ (বিএমআর)

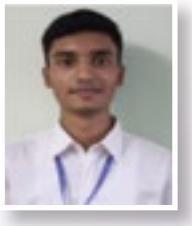

জানেন দাদা, আমরা না কাঁদতে জানি না
তাই বলে আবার এটা ভাববেন না
আমরা ঠাঠা হাসি হাসতে জানি
অসুর নৃত্য নাচতে জানি।
কেন দাদা, আমাদের কথা মনে নেই?
বায়ান্নো, ছেষট্টি, উনসত্তর, একাত্তরের কথা।
সেবার আমরা লড়াই করেছিলাম দৈত্য-দানবের সাথে।
মনে নেই দাদা, আমরা কতটা দুর্জেয় ছিলাম?
আমাদের সেই সালাম, রফিক, আসাদ, রুমীদের ভুলে গিয়েছেন?
তাহলে একটু মনে করিয়ে দেই?
আমরা না কাঁদতে জানিনা..
আমরাই ভাষা, ছয়দফা, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তির সৈনিক।
কি ভেবেছেন আমরা আমাদেরই ইতিহাস, আমাদের জয় বাংলা,
আমাদের বজ্রকণ্ঠের কবিকে ভুলে গিয়েছি?
না না না না-ভুলিনি দাদা,
ওগুলোই আমাদের অস্তিত্বে গাঁথা।
তবে আজকেন পারব না।
আজও লড়ব, দস্যুদের তাড়বো তবুকাঁদবনা
আমরাতো দাদা কাঁদতে-ই জানি না...

অবিচার

আব্দুল কাদির চৌধুরী
অফিস স্টাফ

যিনি রব, তিনি সব, সব কিছু তাঁর?
তোমার দয়ার রাজ্যে কেন অবিচার?
অনাহারে বিনা ঘরে,কেন করে বাস?
মানুষ মানুষে দ্বন্দ্ব কেন এত ত্রাস?
চুরি ও ডাকাতি করে, কেন করে খুন?
চারদিকে হাহাকার কেন এত আগুন?
মেয়েরা শুনে না কেন, মায়েদের কথা?
খুন ধর্ষণ হয় কেন যথা তথা?
শিক্ষাঙ্গনে নেই কেন নিরবতা?
ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং সেন্টার হয় কেন যথা তথা?
লেখাপড়ায় নাই কেন শিক্ষার্থীদের মন?
ফেসবুক আর প্রশ্ন ফাঁসের খোঁজে কেন থাকে সর্বক্ষণ?
হায় হায় রব কেন খাই খাই সুর
সৃষ্টির সেরা মানুষ কেন এত অবুঝ?

অবিনশ্বরী আত্মা

রেজাউর রহমান
সহকারী শিক্ষক

আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা
কারও দানে পাওয়া..... নয়
কে? কে? কে? বললে বাংলা দানে পাওয়া,
কে কে বললে বাংলা ভাগ হয়েছে।

আমি মানি না মানবো না আমি।
ধাতব দ্রব্যের বেড়াজালে এ বাংলাকে ভাগ করা যায় না।
আমার অ আ ক খ কে ভাগ করা যায়নি সুধীসমাজ।
৪৭ পারেনি আমার পলি মৃত্তিকাকে
আলাদা করতে।
পারেনি পারবেও না।
সুধী সমাজ, আমার বাউলের মুখ থেকে কোন সুরকে
বিচ্যুত করা যায়নি।
মেহুলী বাতাস থেকে, নিঃস্বরিত শব্দমালাকে,
কে আলাদা করবে?
আলোক বর্তিকা, জোনাকের বার্তাতো
বাংলাকে দ্যুতিময় করবেই।

আমি অবিচ্ছিন্ন ভাবে আযানের ধ্বনি শঙ্খের সুর
শুনতে পাই আজও, তবে... তবে...
কে বললে? বাংলাকে আলাদা করা হয়েছে হয়নি হবে
না।
বিশেষ কিছু সিল মোহরের এত শক্তি কোথায়,
যে আমার ধমনী থেকে বাংলাকে বিচ্যুত করবে।
কে করলে দ্বিজাতি, আর করলেইবা, তবে
তা ব্যর্থ সুধীসমাজ, আপনারা ব্যর্থ।
আমার দোয়েল, কোকিল, শ্যামার ঠোঁট থেকে
বাংলাকে আলাদা করতে পারেন নি আপনারা।
জল,পানিকে বিচ্ছেদ ঘটালেই বাংলা আলাদা নয়
তবে তা গঙ্গা, পদ্মাতে মিলন ঘটবেই।
বিচ্যুত করবার কোন কৌশল কি জানা আছে আপনাদের!
নেই...নেই...
আত্মা অবিনশ্বর,
বাংলার আত্মাকে কোন কিছু দিয়েই আলাদা,করা যায়নি।
আমার মা-ধ্বনিকে আলাদা করুন সুধী।
আমার শেকড় অনেক গভীরে তাতো এত,
সহজে বিচ্ছিন্ন হবার নয়।

আমার ধমনিতে বাংলা, আমার দৃষ্টিপটে এ বাংলা
আমার মজ্জাগত বাংলা, আমার দৃষ্টিভ্রমে এ বাংলা

আমি হাজার বছর ধরে হাঁটছি বাংলায়,
এ পথতো শেষ হবার নয় সুধী।আপনারা ব্যর্থ..... ব্যর্থ
আপনারা।

Our Nature

Samia Tasnim Sneha
IV-Yellow (C)

What is this poor life,
That we have not enough time to see the nature?
Not enough time to see the beautiful trees
That we pass, and when bees take honey
from the beautiful flowers.
Not enough time to see the cows,
And look at it for long time,
Not enough time to see the birds,
When they make their nests.
What is this poor life
That we have not enough time to see the nature?

Money

Nishat Tasnim Haider
Sec: IV-C (Yellow)

Do you know money?
What is called money?
In time of need,
It helps us quickly.

Anything can be done by money
Tell me if you know, buddy.

Some people,
Earn it frequently
Because it helps instantly.

Money,
Helps us to live happily
Is there anything funny?
Tell me honey
This is called money.

The Tree

Junaed Mahmud
IV-Farmet

Hi, Mr Tree,
How are you?
I'm Fine,
Thank You Thank You
I give you air
When the days are sunny
My friends told me that
I'am so funny .
You can walk
And go outside,
In the soil
I'm rooted inside
I give you Fruits-sweet and sour
In any season,
Birds come and sit on my branch serially
One,Two, Three and Four
Can you tell me, what is the reason?

Drops of Heaven

Zarin Tasnim Priyana
VII-F

Where I can sing with them?
The dew drops from the sky,
And the attractive wings of the butterfly,
With a soft touch of red and yellow,
The beauty blush has made it glow.
The cool wind which blows around me,
Hypnotizes me to stay there as a family.
The fireflies at night are like the blessing fairies,
Which are flying all around the forest.
And making the forest lit!
The trees which are the heart of the forest, ,

Have made me stay there to find peace.
The sparkling droplets on the green grass,
Are like the pearls of mother nature .
The drops which fall from heaven,
Making the whole nature a blessing of
the Lord of creatures.
The life which the environment gives me
Is that heavenly life
Which you hardly find in the noisy city !

Spring Season

Ashjai Arabi
VII-A

After a long time spring comes,
When the cold winter goes.
It's like a glimpse of all on a sudden,
Where the beauties of spring are hidden.
All the flowers are colorful,
With the nature they look beautiful.
Flowers bloom in spring,
When the birds begin to sing.
The weather is very sweet,
And nature is filled with birds' tweet.
Nature comes to life after winter,
People's minds dance in spring's gesture.
Our mind in spring likes to sing,
The bells in our minds ring and ring.
At this time we can't get in home,
In the streets we only roam and roam.
All the memories of spring are unforceful,
When it goes, people become mindful.
People celebrate spring every year,
They can't leave it without cheer.
People celebrate spring with flower,
They all wear clothes with yellow color.
We wait for this moment all for a year,
But it goes suddenly without a cheer.

My music I love to play

Tahsin Ahmed
VII-F

I've done practical hard for this day
For everyone to hear,
So just relax and close your eyes
Let music fill your ear.

Music fills your heart with joy
A gift you can't deny,
Music helps to calm your fears
And lifts the spirit high.

But it comes with a price
Long, hard hours each day,
In the end it's worth the wait
My music I love to play.

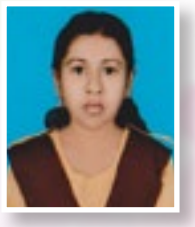

My Mother

Tasnuva Tabassum
VIII-B

I saw a lady with a beautiful face
So lovely, as full of grace
The Lady that is compared to no other
That lovely lady is my mother.

She's the lady that can take anyone's place
But none can take her place
No mother how her looks are
Even the nature can't compare to her.
She cooks better than a thousand chefs
And is a better medicine that all natural herbs
She is the lady that is compared to no other
That lovely lady is my mother.

True Friend

Sadia Shahana Bentee Alam
VIII-D (Pink)

He who is thy friend indeed,
He will help thee in thy need;
If thou sorrow, he will weep,
If thou wake, he cannot sleep.

Thus of every grief in heart
He with thee both bear a part.
These are certain signs to know
Faithful friend from a flattering foe.

Hope

Meshkat Zubair Ador
IX- Sc (A)

In an eclipse
When the sun is covered;
Darkness prevails and the evil rise
The souls tremble as the light demise,
But hope is not lost, it still ignites
Just as the Sun,
Which eventually burns bright.

Love is Divine

Rain Rejwana Haque
X-B

What's the use of a heart
When your heart gets broken?
What's the use of breath
If you make me breathless?
What's the use of a soul
If your soul get's stolen?
What's the use of speech
If you never speak to me?
What's the point of feelings
If someone dislikes you for them
What's the point of you and me
If you know it will never work out
But I thought it would
So, here I lay crying on the floor
I loved you and still I do.....
But you go and forget my feelings for you.

স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে; স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরনের প্রত্যাশা, মানুষকে ঘুমাতে দেয় না।
-এ পি জে আব্দুল কালাম

রম্য রচনা
মজার কৌতুক
ও ধাঁধাঁ

ইমরান ইসলাম সানি
৭ম (ইবনে সিনা)

- ছেলে : মা জানো, আমাদের বাথরুমে না জাদু আছে।
  মা : কেন?
  ছেলে : কাল রাতে যখন আমি বাথরুমে যাই তখন দরজা খোলার সাথে সাথে লাইট জ্বলে আর দরজা বন্ধের সাথে সাথে লাইট বন্ধ হয়ে গেলো।
  মা : পাজী ছেলে তুই আবার ফ্রিজে পিসু করেছিস !

- **এক লোক আলু কিনতে বাজারে গেল।**
  লোক : আলু কত?
  দোকানদার : ২৫ টাকা।
  লোক : কি বলো! ২০ টাকা ছিল না!
  দোকানদার : আগে দিতাম। এখন দেই না।
  লোক : ১ কেজি দাও।

  লোকটি টাকা না দিয়ে চলে যাচ্ছে।
  দোকানদার : আমাকে টাকা দিবেন না?
  লোক : আগে দিতাম। এখন দেই না।

- **এক বন্ধু আরেক বন্ধুর সামনে কিছুক্ষণ কথা বললো।**
  ১ম বন্ধু : কার সাথে কথা বললি?
  ২য় বন্ধু : একটি মেয়ের সাথে।
  ১ম বন্ধু : মেয়েটি কি বললো?
  ২য় বন্ধুঃ : বললো সংযোগ দেওয়ার সম্ভব হচ্ছে না। একটু পর আবার চেষ্টা করুন। ধন্যবাদ।

- ভিক্ষুক : স্যার, আগে ১০ টাকা দিতেন। তারপর ৫ টাকা। এখন দেনই না। কেন?
  লোক : আগে আমি অবিবাহিত ছিলাম, তারপর বিয়ে করলাম, এখন আমার সন্তান আছে।
  ভিক্ষুক : তার মানে আমার পাওনা টাকা দিয়ে আপনি সংসার চালান?

আদ্রিতা আশরাফ তুসনিম
৬ষ্ঠ-এফ (ভায়োলেট)

- এক উকিলকে তার বন্ধু জিজ্ঞেস করল: কি হে, কেমন আয় হচ্ছে?
  উকিল বললেন : ছয় মাসে লাখ টাকা হয়েছে।
  বন্ধু : এ্যাঁ! বল কি?
  উকিল : হ্যাঁ শোন, প্রথম মাসে এক টাকা, আর বাকী পাঁচ মাসে পাঁচটি শূন্য।

- জাঁদরেল উকিল (ঘাবড়ে যাওয়া সাক্ষীকে)- আপনি বিয়ে করেছেন তো?
  - আজ্ঞে হ্যাঁ করেছি।
  - কাকে বিয়ে করেছেন?
  - এক, এক, এক - একজন মেয়েকে।
  - রাবিস, সেটাও বলতে হয়। কখনো কেউ কোন ছেলেকে বিয়ে করেছে শুনেছো?
  - আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে আমার বোন করেছে।

- স্বামী অফিস থেকে ফিরে সহাস্যে বউকে বললেন- কাল তোমার জন্মদিন। তাই একটা সুন্দর নেকলেস এনেছি।
  বৌ অনুযোগ করে বলেন - কিন্তু তুমি বলেছিলে এবার একটা টিভি উপহার দিবে।
  স্বামীর উত্তর- হ্যাঁ গো, বলেছিলাম। কিন্তু ইমিটেশন টিভি যে এখনও বাজারে পাওয়া যায় না।

- জমিদারের হাতিটা মরে যাওয়ায় কাঁদবে তো মাহুত আর জমিদারের লোকেরা। তুমি কাঁদছ কেন?
  আমি কাঁদছি শোকে নয় ভাই। ওটাকে যে কবর দেওয়ার ভার পড়েছে আমারই উপর।

ফাবিয়া মরিয়ম
৬ষ্ঠ

এক কিপটে লোক চিরুনি কিনতে গিয়েছে।

কিপটে : ভাই, আমার একটা চিরুনি দরকার। আগেরটার একটা কাঁটা ভেঙে গেছে।

দোকানদার : একটা কাঁটা ভেঙেছে বলে আবার নতুন চিরুনি কিনবেন? ওতেই তো চুল আঁচড়ে নেওয়া যায়।

কিপটে : না রে ভাই, ওটাই আমার চিরুণির শেষ কাঁটা ছিল যে।

একজন ইংরেজ সাহেব ও মাছওয়ালার মধ্যে কথোপকথন

মাছওয়ালা: ইলিশ মাছ নিবেন। ইলিশ মাছ। কিনবেন কেউ ইলিশ মাছ?

সাহেব : I See

মাছওয়ালা: স্যার, আইছেন যখন বসেন।

সাহেব : How much?

মাছওয়ালা: কী বলেন, স্যার? এটা তো ইলিশ মাছ। হাউ মাছ হইব কেন?

সাহেব: Okay.

মাছওয়ালা: স্যার, ওরে চিনবেন না, ও আমার ভাতিজা।

মালিক ও কর্মচারীর মধ্যে কথোপকথন।

মালিক : আমাদের দোকানে যে পঁচা ডিমগুলো ছিল সেগুলো কে কিনল?

কর্মচারী : লিয়াকত সাহেব।

মালিক : গত বছরের পাঁচ কেজি আটা?

কর্মচারী : লিয়াকত সাহেব।

মালিক : আর ঐ মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া সেমাইগুলো?

কর্মচারী : লিয়াকত সাহেব।

হঠাৎ করে মালিকের মুখ কালো হয়ে গেলো। কপাল দিয়ে ঘাম ছুটতে লাগল। কর্মচারী ভয় পেয়ে বলল, "হুজুর আপনার কী শরীর খারাপ?"

মালিক : না, লিয়াকত সাহেবের বাসায় আজ আমার সপরিবারের দাওয়াত আছে।

বল্টু এক অফিসে ম্যানেজার পদে চাকরি পেল। তো বল্টু চাকরিতে ঢোকার পর সবাই নিয়মিত ও সময় মতো অফিসে আসে। এসে দেখে অফিসের এমডি। বল্টুকে বলল, "ঘটনা কী? আগে তো কেউ সময় মতো অফিসেই আসতো না। আপনি ম্যানেজার হওয়ার পর থেকেই সবাই টাইমের আগেই চলে আসে। আপনি কি জাদু জানেন?

বল্টু: না, স্যার। জাদু-টাদু কিছু না। আমি অফিস থেকে একটা চেয়ার সরিয়ে দিয়েছি। যে সবার পরে আসবে, তাকে সারাদিন দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। তাই, সবাই টাইমের আগেই অফিসে চলে আসে।

আনশা আজয়া ইসলাম (রায়া)
৬ষ্ঠ-এফ (ভায়োলেট)

একদিন, আমেরিকার ও বাংলাদেশিদের নাগরিকের মধ্যে কথোপকথন চলছে।

আমেরিকার নাগরিক : আমরা তো প্রথম চাঁদে গিয়েছি। তোমরা তো কোথাও যাওনি।

বাংলাদেশি নাগরিক : আমরা যাইনি কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই যাবো।

আমেরিকার নাগরিক : কোথায়?

বাংলাদেশি নাগরিক : সূর্যে।

আমেরিকার নাগরিক : কিন্তু ওখানে গেলে তো তোমরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

বাংলাদেশী নাগরিক : না, আমরা পুড়বো না, কারণ আমরা তো রাতের বেলায় যাবো।

একদিন এক কানা আর খোঁড়া মসজিদে গিয়েছে নামাজ পড়তে। তারা যখন নামাজে দাঁড়ালো তখন কানা সূরা পড়ার সময় বলল, 'ইয়া কানা বুদু ইয়া কানাস্তায়িন। তখন খোঁড়া শুনে বলল, 'ও, ওতো কানা আর আমি তো খোঁড়া'। তাই বলল, 'ইয়া খুড়া বুদু ইয়া খুড়াস্তায়িন।'

নাবাহা তায়্যিবা
৭ম-সি

শিক্ষক : তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব। উত্তর দাও।

আদি : জী স্যার।

শিক্ষক : তোমার বাসার শিক্ষকের নাম কি?

আদি : জানি না, স্যার।

শিক্ষক : তোমার বাবা কবে অফিসে যায় না?

আদি : জানি না, স্যার।

শিক্ষক : তোমার বাবা কত স্পিডে গাড়ি চালান?

আদি : জানি না।

শিক্ষক : মুরগি কি পাড়ে?

আদি : জানি না, স্যার।

শিক্ষক : বাসা থেকে কালকে সব উত্তর জেনে আসবা। পরের দিন...
শিক্ষক : উত্তর শুনে এসেছ?
আদি : জী, স্যার।
শিক্ষক : তাহলে শুধু উত্তর বলো।
আদি : সিমন স্যার প্রত্যেক শুক্রবারে ফুল স্পিডে ডিম পাড়ে।

আনমাল আমিরা
দশম-ডি (পিংক)

নামবার দেন

একদিন দুই বন্ধু ইশান ও মামুন লোকাল বাসে চড়ে যাচ্ছিল। সেদিন বাসে ছিল প্রচন্ড ভিড়। ইচ্ছা মতো যাত্রী উঠিয়ে হেলপার বাসের গেটে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে। যেই না কোনো বাস স্টপে বাস থামে, সাথে সাথে কন্ডাক্টর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভাঙা রেকর্ড বাজাতে শুরু করে, 'আগে নামবার দেন, আগে নামবার দেন, পরে উঠেন।'

তারপর কোনো রকমে ভেতর থেকে ধাক্কাধাক্কি করে যাত্রী বের হওয়ামাত্রই এই ভাড়া নিয়ে নেয়। এরপর আবার মুড়ির টিনে ঠাসাঠাসি করে ইচ্ছা মতো মানুষ উঠায়। বাসভর্তি মানুষের কোনো গালাগালিতেই কাজ হচ্ছিল না। ইশানের মাথা সব সময় বিচিত্র সব বুদ্ধিতে ঠাসা থাকে। প্রচণ্ড ভিড়ে ও গরমে খেপে গিয়ে সে মামুনকে বলল, 'দেখ, আজ কন্ডাক্টর ব্যাটাকে কেমন শিক্ষা দেই।'

তাদের গন্তব্য জিগাতলার মোড়ে বাস আসতেই কন্ডাক্টর লাফ দিয়ে নেমে আবার বাস থাবড়াতে শুরু করল, 'আগে নামবার দেন, আগে নামবার দেন।'

বাস থেকে ধীরে সুস্থে নামল ইশান। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে একটা মোবাইল নং লিখে দিয়ে কন্ডাক্টরকে বলল, 'নাম্বার চাইলা, এই যে নাম্বার দিলাম। অফিস টাইমে ফোন দিবা না কিন্তু খবরদার। কন্ডাক্টর হা করে সেই কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকল।

প্রথম বন্ধু : কেমন আছিস?
দ্বিতীয় বন্ধু : মোটামুটি, তুই?
প্রথম বন্ধু : চিকন চাকন।

ব্যাকরণ শিক্ষক ক্লাসে পড়াচ্ছেন।
শিক্ষক : আচ্ছা, বলোতো বিবিসি মানে কী?
বল্টু : স্যার, 'বেলা বিস্কুট কোম্পানী'।
শিক্ষক : ভারী বেয়াদব ছেলে।
বল্টু : স্যার, আপনারটাও ঠিক।

ছাত্র এবং শিক্ষকের মাঝে কথা হচ্ছে।
শিক্ষক : কী ব্যাপার! তুমি কাল স্কুলে আসনি কেন?
ছাত্র : বৃষ্টির জন্য আসতে পারি নি।
শিক্ষক : বৃষ্টি! বলো কী? আরে একে তো শীতকাল তার উপর গতকাল বৃষ্টি হলে তো আমরাও টের পেতাম।
ছাত্র : টের পাবেন কিভাবে স্যার। এই বৃষ্টি তো সেই বৃষ্টি নয়। বৃষ্টি হচ্ছে আমার খালাতো বোন। ঈদের ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। তাই ওকে ফেলে স্কুলে আসা হয়নি।

শিক্ষক : এমন একটা কিছুর নাম বলো যা পঞ্চাশ বছর পূর্বে ছিল না।
ছাত্র : আমি, স্যার।

Amiya Monzur
VII-E

One day the teacher told Aman to built a Tajmahal made of clay. After she finished, the teacher said good and she went to her seat. The teacher the asket the student about the 'Tajmahal.'
Teacher: So, students what was the `Tajmahal' made of?
Students: Clay.

- (Conversation between teacher and student)
Teacher: Aman, come here.
Avan: Yes, Teacher.
Teacher: Point south Asia in the map, (after Avan pointed)
Teacher: So, student who discovered 'South Asia?'
Student: Avan!

- Adi: Where do you live?
Samy: I live in my house.
Adi: What is the address?
Samy: I live opposite of Ahan's house.
Adi: Where does Ahan live?
Samy: Ahan lives opposite to my house.
Adi: Be serious! Where do you both live?
Samy: We both live between Sazia's house!

ধাঁধাঁ

সাদিয়া আঞ্জুম প্রভা
অষ্টম-বি (গ্রীন)

আছাড় দিলেও ভাঙে না
টিপ দিলে যায় গলে
একবেলা না পেলে
বাঙালির চলে না।
উত্তর: ভাত

যত হাসেন তত হাসে
যত রাগেন তত রাগে।
তাকালেও সেও তাকায়
নিজেকেই দেখা যায়।
উত্তর: আয়না

বারে বারে উঠে বসে
মনে মনে কথা বলে,
আল্লাহকে স্মরণ করে
দিনে পাঁচবার পথ চলে।
উত্তর: নামাজ

বনের ভিতর কালো গাই
পেট ভরে মধু পাই।
উত্তর: মৌমাছি

এমন একটি শহরের নাম বলো
যা খোলা নয়
কিন্তু সত্যি তা নয়
না বলতে পারলে সবে বোকা কয়।
উত্তর: ঢাকা

জল শব্দটির পাশাপাশি রাখলে তারে পাই,
সেই ফলটির নাম বলুনতো ভাই?
উত্তর: জলপাই

পানিতে জন্ম
পানিতে বাস
পানিতে পড়লে সর্বনাশ।
উত্তর: লবণ

দিন রাত চলি আমি, নেই অবসর
দিন গেল, রাত গেল
গেল যে কত বছর
উত্তর: ঘড়ি

সংসারে কারো ওপর ভরসা করো না, নিজের হাত এবং পায়ের ওপর ভরসা করতে শেখো - **উইলিয়াম শেক্সপিয়ার**

তথ্য কণিকা

মাহমুদা আক্তার (ঋতু)
দ্বাদশ-বিজ্ঞান

"গুগলের সার্চ আমরা যদি 'elgoog' অর্থাৎ গুগল উল্টো লিখে সার্চ দেই তাহলে এমন এক গুগল ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে, যা অবিকল আসল সাইট থেকে পুরোপুরি উল্টো।

২. সিঙ্গাপুরকে বলা হয় সিংহের শহর বালায়ন সিটি। অথচ বাস্তবে সিঙ্গাপুরে একটি সিংহও নেই।
৩. চোখ খোলা রেখে মানুষ কখনোই হাঁচি দিতে পারে না।
৪. এশিয়ার একমাত্র খ্রিস্টান দেশ ফিলিপাইন।
৫. চীন দেশে জাতীয় কোন ফুল ও ফল নেই।
৬. বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হলো -'কারুইন বিশ্ববিদ্যালয়', মরক্কো।
৭. রঙধনু আসলে বৃত্তাকার, পৃথিবীর আকারের কারণেই আমরা - অর্ধ বৃত্তাকার রঙধনু দেখি।
৮. শুক্র একমাত্র গ্রহ যা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে।
৯. পৃথিবীর প্রথম নভোচারী কিন্তু মানুষ নয়, একটি কুকুর।
১০. নরওয়েতে মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সূর্য অস্ত যায় না।

সাত দিনের নাম

মাহমুদা আক্তার (ঋতু)
দ্বাদশ-বিজ্ঞান

সাত দিনের নামকরণ সপ্তাহ হয় সাতদিনে। সপ্তাহের সাতদিনের নাম মেন আলাদা আলাদা রয়েছে, তেমনি রয়েছে এ সাতদিনের নামকরণের ভিন্ন ভিন্ন কারণ ও ইতিহাস। সপ্তাহের এ নাম গুলো গ্রীকদের দেওয়া বিভিন্ন কারণ বা বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে দেওয়া।

শনিবার (Saturday)
প্রাচীন কালে রোমান সাম্রাজ্যের সময় লোক জন বিশ্বাস করতো চাষাবাদের জন্য স্যাটার্ন নামে একজন দেবতা আছে। স্যাটার্ন দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা স্যাটা ডেইজ নামে একটি দিনের নাম করণ করে, যার অর্থ হলো স্যাটার্নের দিন। বর্তমানে তা স্যাটারডে (Saturday) নামে পরিচিত।

রবিবার (Sunday)
বহু প্রাচীনকালে দক্ষিণ ইউরোপের লোকেরা ভাবত, একজন দেবতা আকাশে আলোর বল আঁকত। এই আলোর বলের ল্যাটিন নাম ছিলো সলিম। তার নামানুসারে লোকেরা একটি দিনের নামকরণ করে ডেইসসলিম। অর্থাৎ সূর্যের দিন। উত্তর ইউরোপের লোকেরা একে বলতো মানেনডেজ যা বর্তমানে সানডে (Sunday) নামে পরিচিত।

সোমবার (Monday)
প্রাচীনকালে দক্ষিণ ইউরোপের লোকেরা রাতের আকাশে রূপালী বল দেখে এর নাম দেয় লুনা এবং পরে ল্যাটিন প্রতিশব্দ লুনা ডেইস থেকে তারা একটি দিনের নামকরণ করে। তার ও অনেক পরে উত্তর ইউরোপের লোকেরা এই দিনটিকে মোনান ডেজ বলতো। যা বর্তমানে মানডে (Monday) নামেই পরিচিত।

মঙ্গলবার (Tuesday)
প্রাচীন ইউরোপের লোকেরা বিশ্বাস করতো যুদ্ধের জন্য টিউ নামক একজন দেবতা নিয়োজিত আছেন। তারা ভাবতো সেসব যোদ্ধাকে সাহায্য করতো দেবতা টিউ, তারা বিশ্বাস করতেন যখন তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারা যেতেন তখন দেবতাটি উপর্বত থেকে নেমে এক দল মহিলা কর্মীর সাহায্যে তাদের বিশ্রামের জন্য একটি সুন্দর জায়গায় নিয়ে যেতেন। লোকেরা একে টিউইসডেইজ বলতো যা বর্তমানে টিউসডে (Tuesday) নামে পরিচিত।

বুধবার (Wednesday)
উত্তর ইউরোপের লোকেরা বিশ্বাস করতো সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেবতা হলো উডেন। দেবতা উডেন সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন জ্ঞানান্বেষণে এবং এজন্য তাকে একটি চোখ ও হারাতে হয়েছিল। তাই তিনি চোখ ঢেকে রাখার জন্য সর্বদা একটি লম্বা টুপি পরতেন। দুটি কালো পাখির দেবতা উডেনের কাঁধে বসে থাকতো গোয়েন্দা হিসেবে। কিন্তু রাতের বেলায় পাখি দুটি পৃথিবীতে চলে যেতো এবং সকালে উডেনের কাছে ফিরে এসে রাতে দেখা ঘটনাবলী বর্ণনা করতো। প্রাচীনকালে লোকজন উডেন পাখির নামানুসারে সপ্তাহের একটি দিনের নামকরণ দেন ও ওয়েডনেইস ডেইজ। যা বর্তমানে ওয়েডনেসডে নামে পরিচিত।

বৃহস্পতিবার (Thursday)
প্রাচীন ইউরোপীয়রা বিশ্বাস করতো বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমকানোর দেবতা হচ্ছেন থর। তারা বিশ্বাস করতো দেবতা থর যখন খুব রাগান্বিত হন তিনি আকাশে বিশাল এক হাতুড়ি নিক্ষেপ করেন এবং এই সময় তিনি দুটি ছাগল দ্বারা চালিত গাড়িতে থাকেন। ছাগল চালিত গাড়ির চাকার শব্দই হচ্ছে বজ্রপাত। দেবতা থরের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য তারা একটি দিনের নামকরণ করে থরসডেইজ, যা বর্তমানে থার্সডে (Thursday) নামে পরিচিত।

শুক্রবার (Friday)
প্রাচীন কালে মানুষেরা বিশ্বাস করতেন দেবী ফ্রিগ হচ্ছে ভালো বাসা বিবাহের দেবী। শক্তিশালী দেবতা ও জিনের স্ত্রী দেবী ফ্রিগ ছিলেন খুব সুন্দরী ও ভদ্র, যিনি দেবা ও জিনের পাশে বসে পৃথিবীর সব কিছু দেখতেন। তিনি প্রকৃতির ওপরে ও কর্তৃত্ব প্রদান করতেন। দেবী ফ্রিগের নামানুসারে একটি দিনের নামকরণ করা হয়। ফ্রিগডেইজ যা বর্তমানে ফ্রাইডে নামে পরিচিত।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত কিছু ছবি

সাইয়ারা আহমেদ তাহিয়া, পিজি-বকুল

ফারহাত জাহান, ৯ম-সক্রেটিস

সুরাইয়া ইসলাম নওশীন, ২য়-ই

স্পিহা ওয়ার্দা, ৩য়-এ

সামিহা নুসাইবা, ৩য়-সি

নুজহাত হাবিব, ৩য়-পিংক

সুবাহ আহমেদ সুহা, ৪র্থ-ডি (ইন্ডিগো)

রাঈদা জামান, ৪র্থ-ইন্ডিগো

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত কিছু ছবি

লামিয়া হাসান, ৪র্থ-ই

মরিয়ম আজাদ অভি, ৪র্থ–ই

কাজী মালিহা হোসেন, ২য়-এফ

সুবহা হায়দার, ২য়-ডি

সামিহা বিনতে হালিম, ৭ম-সি

মিফতাহুল জান্নাত অনিকা, ১ম-সি

জারিন তাসনিম হিমিকা, ৪র্থ-ই

নিসাত তাবাসসুম, ৩য়-ই

২০১৮ সালের পিজি ক্লাস (বাংলা মাধ্যম) শাখা ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি

শাখা : অপরাজিতা

শাখা : বকুল

শাখা : বেলী

শাখা : ডালিয়া

শাখা : গোলাপ

শাখা : জবা

২০১৮ সালের পিজি ক্লাস (বাংলা মাধ্যম) শাখা ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি

শাখা : জুঁই

শাখা : কনক

শাখা : মাধবীলতা

শাখা : পলাশ

শাখা : শাপলা

শাখা : শিউলী

২০১৮ সালের পিজি ক্লাস (বাংলা মাধ্যম) শাখা ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি

শাখা : শিমুল

শাখা : টগর

২০১৮ সালের পিজি ক্লাস (ইংরেজি ভার্সন) শাখা ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি

Section : Aparajita

Section : Bakul

Section : Beli

Section : Dahlia

২০১৮ সালের পিজি ক্লাস (ইংরেজি ভার্সন) শাখা ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি

Section : Golap

Section : Joba

Section : Jui

Section : Kanok

Section : Madhobilata

Section : Palash

২০১৮ সালের পিজি ক্লাস (ইংরেজি ভার্সন) শাখা ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি

Section : Shapla

Section : Sheuli

Section : Shimul

Section : Tagor

আলোক চিত্র প্রদর্শনী - ২০১৮

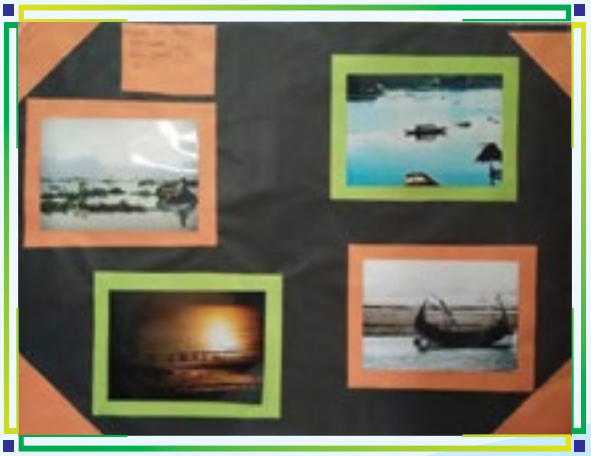

অর্পা আলাউদ্দিন

আনিকা ফেরদৌস

আফরা তাসনিম

আরিয়া রহমান

আশরাফিয়া তুজ জহুরা

উম্মে কুলসুম

উম্মে হাবীবা এষা

ঐশ্বর্ষ ঘোষ

কানিজ সুর্বনা

খাদিজা ফরাজী

খন্দকার তাসফিয়া রেজা

জান্নাতুল নাঈমা নাফসী

জান্নাতুল ফেরদাউস

জেনিফার আবেদীন

তানজিয়া হক তানহা

তাবিয়া তাসনিম

তাসনিয়া ইসবাত

তাসনিয়া হুমায়রা অপিলা

তাসমিয় রুম্মান রোজা

তাসমিয়া শামা

তাহসিন তাসনিম

তৌফাতুল তামান্না

নওশীন

নাফিসা আক্তার রোদশী

নাসরা বিনতে হোসাইন

নিশাত তাসনিম আহমেদ শাওলীন

নুজহাত তাবাসসুম

নুশরাত নূর ফাতেমা

পিংকি রাণী

ফাতেমা হোসেন লিয়া

ফারা মারজোবা

ফারিয়া মোবাশ্বারা

ফারজানা আক্তার ববি

বুশরা সুলতানা

মাশতুরা সুবা

মাসিহা সাহাদত

মেশরুফা

মাহজাবীন খান

মাহজাবীন সারা

মাহমুদা আক্তার রিতু

মাহরিন আক্তার মুন

মীর সামিহা কাদের

মেহরীন সুবাহ

ফাতেমা তুজ জহুরা

মুনিয়া আক্তার রাইসা

মুসফিরাত

রাইসা তাসনীম

রাকিয়া বিনতে ইসলাম

রাদিয়াতুম মারদিয়া

রাবেয়া আক্তার তরি

রাহমুনা আফরিন

রিতু পাল

রুবাইয়া জান্নাত

রমিসা আলী

রুপদানিয়া বুশরা

লামিয়া তাসনীম

লিয়া আক্তার

শারমিন আক্তার ইতি

শেখ সাইদাতুন ইতি

শুভ মিতা বণি অণিক

সাওয়ানা হাসান

সাদিয়া আক্তার

সাদিয়া ইসলাম

সানজানা তানজিম

সানজিদা আক্তার

সামিয়া বিনতে বেলালী

সামিয়া হোসাইন

সামিয়া হুদা

সৈয়দা ফারজানা সুলতানা

সৈয়দা সুমাইয়া সিরাজ

সুবাহ সালাম

সুমাইয়া সিনহা

সম্পা আক্তার

সুরাইয়া আক্তার

সহিহ আল মাদুন

অর্পিতা পাল অর্পা

আনিশা জান্নাত এনি

আফিফা তাবাসসুম

আফিয়া হাসান

ইফাত হোসেন রাফসা

ইসরাত জাহান এনি

ক্রিটিয়ানা লরিল

খায়রুন নাহার সায়মা

চৈতি হামিদ

জান্নাতুন নাহার তনিমা

জান্নাতুল ফাইজা

জান্নাতুল ফেরদৌস

জান্নাতুল মাওয়া রশমী

জেরিন তাসনিম

তানজিলা আহমেদ

তানজিলা জাহান নুন

তানহা বিনতে মুশতাক

তাসপিয়া তাসনিম

তাসমিয়া আক্তার

তাহমিনা আক্তার

তুলনা নোমান

তূষা চৌধুরী স্বর্ণা

দিয়া জাকির

দোলা গাইন

নওশান জাহান মৌমিতা

নাজিফা আনজুম

নাফিজা বিনতে ভূইয়া

পূজা বিশ্বাস

ফাইজা হক

ফাতেমা আক্তার বৃষ্টি

ফাতেমা সুলতানা অর্পা

ফারাহ খান

ফারাহ ফারিহা নাফিসা

ফারাহ মুন্নয়ী প্রিতি

ফারিয়া করিম

ফাহিমা আফিফা

বিজয়ী হালদার

মিম আলম

মুফফিকা তাসনিম

মুরশা জান্নাত অনামিকা

মুশফেরা ফাতেমা

রাবেয়া খাতুন রবি

রাবেয়া বোশরি

রিফা বিনতে রহমাতুল্লহ

লাবনী রহমান লিরা

লামিয়া জালাল

লিওনা ফরহাদ

শামিমা সুলতানা

শারমিন আক্তার রুবি

শতাব্দী আক্তার

সাথী আক্তার বৃষ্টি

সাদিয়া খান

সাদিয়া সুলতানা নিসা

সানজিদা আক্তার মিম

সানজিদা আক্তার মুনিয়া

সানজিদা বাসার

সানজিদা হোসেন

সাবিকুন নাহার

সামিয়া রহমান

সামিয়া ইসলাম

সায়েবা তাহসিন ইসলাম

সূচি শ্রদ্রা রায়

সৈয়দা মালিহা মাহমুদ

স্বর্ণা নাগ

সুমাইয়া আক্তার মার্জিয়া

সুমাইয়া জাহান ইসাত

সুমাইয়া নূর মৃণা

সূরাইয়া তাসলিম

সুরফা মালিহা

হাবিবা আক্তার

হাবিবা আরিফা

অরুনাত আনজুম

আদ্রিতা পাইন

আনিকা তাবাসসুম

আমিনা আক্তার

আলিফ আনজুমান

ইশরাত জাহান ঝুমুর

ইসরাত ফারহানা

ইসরাত মা

উজমা মাহপার

এলমা সুমাইয়া লোপা

কানিজ ফাতিমা উর্মি

কানিজ ফাতেমা সেতু

গল্প দেব

জান্নাত আরা রিচি

জান্নাতুল তাসনিম

জান্নাতুল বৃষ্টি

জেবা তাসিন ফারিম

লাজ্জাতুল আন্তিকা

তাজরিয়ান আহমেদ

তানবিনা সুমাইয়া

তাসনিম ওয়ালী

তাসনিয়াম বিনতে আমিন

তাসনুভা আনজিম

তাহিয়া মাহজাবীন

তাহমিনা আক্তার

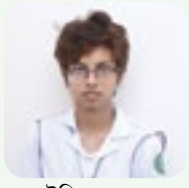
তাইসিন রুবায়েত

নাজিয়া তাসনিম

নাদিয়া ইসলাম

নাফিসা খান

নূরে জান্নাত নিপা

নুশরাত জাহান মিতু

নুসরাত জাহান

ফাতেমা আক্তার

ফাতেমাতুজ্জহুরা

ফারাহ আক্তার

ফারহানা আক্তার

ফাহমিদা আক্তার

বেগম ফয়জুন্নেসা

বর্ণ রানী

মারিয়া আক্তার

মাহিম চৌধুরী

মোব্বাশিরা ইশরাক

মুনতাহা মোস্তফা

মুশফিকা হাসান

রামিসা নাওয়ার

রাহমিনা তাবাসসুম

রিয়া মনি

লামিয়া আক্তার

লামিয়া সাঈদ

লায়লা আফরোজা

সাদিয়া ইসলাম

সাদিয়া সুলতানা সেতু

সাদিয়া সুলতানা

সামিয়া তাহসিন

সারা আমান

সুমাইয়া আক্তার

সুমাইয়া আক্তার হৃদি

সুমাইয়া রুবায়েত

সুমাইয়া রহমান

হাবিবা চৌধুরী

হুমায়রা আনজুম

অনিফা আফরোজ

অনিকা রহমান

আমেনা আক্তার ইভা

আসরিন খানম

আসরিন আক্তার

কাজী সামিহা

চৈতি দেওয়ান

জাদিদ সুবাহ

জান্নাতুল মাওয়া

ডালিয়া পারভীন

লিওনা ফরহাদ

তানজিয়া হুসাইন

তামান্না ইসলাম

তামান্না রহমান

তাসনিম তাবাসসুম

তাসনিম বিনতে রিয়াজ

তাসফিা তাবাসসুম

তমালিকা মণ্ডল

দীপা মজুমদার

নুজহাতুন নুর

নুসরাত জাহান ইতি

ফারিয়া আহমেদ

ফারহানা আক্তার

বর্ণ রাণী শিল

মাহমুদা আক্তার

মেহেজাবিন আফরিন

মৌ সরকার

মুনজিল রহমান

রওজাতুল জান্নাত

রুখসানা প্রিতি

রুসাবা সুলতানা

লামিসা আক্তার

শামিমা আক্তার

শারমিন আক্তার

শিউলি খান

সাদিয়া আফরিন

সাদিয়া সিদ্দিকা

সানজিদা আক্তার

সাবানিয়া

সাহিনা পারভীন

সিফাত আরা হোসেন

সৈয়দা জয়নব

সৈয়দা সিনথিয়া

সুবর্ণা আক্তার

সুমাইয়া আক্তার

সুমাইয়া আক্তার আফসা

সুমাইয়া আক্তার সুপ্ত

সুমাইয়া আক্তার

সুরভী আক্তার

হাফিজা আক্তার

আয়মানা উলফাতা

চান্দা সই

জান্নাতুল নাইম

তানিয়া আক্তার

ফাতেমাতুজ্জহুরা

ফাহমিদা সুলতানা

ফারজাহান আক্তার

মাহাজুরা আক্তার

মোনালিসা মুন

রওনক জাহান

লিয়া মনি

শারমিন আক্তার

সানজিদা ইসলাম

সামিন জেরিন

সুদেষ্ণা পাল

সুরভী আক্তার

Afrin Jahan Ananna

Afsara Silvi Ami

Alima Mahbub

Anika Samiha Shoshi

Ashfaria Nasiha

Atia Khan Antora

Aumia Haque

Aurchi Komolika

Fabiha Moyeen

Fareen Mehnaz

Farhana Imam Aysha

Faria Nudar

Farjana Haque Khan

Farjana Rahman Upoma

Habiba Islam

Humaira Khan

Ismat Tahsin Mahmood

Jannat-E-Zerin Samia

Jarin Tasnim Medha

Kashpia Tahsin

Khondoker Fatima Rahman

Lamia Munira

Mahinur Bushra Eshika

Mahjabin Hossain

Mahpara Rahman Mampy

Maiesha Zerin Anan

Maisha Zaman

Maknun Marjan Auhana

Manisha Sanyal

Maria Rahman

Marzia Zaman

Masbe Begum

Masbe Begum

Nabiha Khadeza Ahmed

Nabila Tabassum

Nadia Rahman

Nafisa Sultana Prapty

Nazifa Nawar

Nishat Anjum Zarin

Noushin Mostofa

Nusaiba Tasnimj

Nusrat Afifa Jemmy

Prity Debnath Puja

Quazi Mafruha Mehdi

Sabrina Islam

Sadia Hossain

Sadia Islam

Samiha Islam

Samiha Rahman

Sanzeeda Rahman Bineeta

Sayeda Mahima Jahan

Shahrin Shafiq Simran

Songeeta Islam

Subah Hossain Chowdhury

Tahsin Arshad

Tamanna Tabassum Rhyme

Tasfia Chowdhury

Tasfia Zaima

Tasnim Ahmed Smita

Tayeba Tum Mobashera

Zarin Lamisa

Zia-Us-Sabah

ক

অনর্ব চক্রবর্তী

আবু তাহের

আবিদ হাসান

আবরার শাহরিয়ার

আমির হামযা

আল নাহিয়ান

আসিফ আজিজ

আহসান হাবিব

ইফাজ আহনাজ

ইবনুল হাসান

ইমামুল হাসান

ইসতিয়াক আহমেদ

ওয়াসিমুল করিম

কাজী মাসফিক

জাহিদ হাসান

নাজমুস সাকিব

নাফিজ শাহরিয়ার

নাহিয়ান আলম

নিউয়ন প্রু

নুহ মোসাদেকুল

ফাহিম চৌধুরী

মাজেদুর রহমান

মাসুম জহিরুল

মাহে রমজান

মাহমুদুল হাসান

মিজানুর রহমান

মিনহাজ উদ্দিন

মোঃ মোসফিকুর রহমান

আসিফুর রহমান

আহনাফ হক

মোঃ ইব্রাহিম

মোঃ তাসিকুল ইসলাম

মোঃ মেহেদী হাসান

মোঃ মোহতাসিন

সাইফুল ইসলাম

মোঃ সজিব

মোঃ হোসেন

আইয়ুব হোসেন

ইব্রাহিম

মুনতাসির মামুন

মহিউদ্দিন মোহাম্মদ

রাকিব তালুকদার

রাকিব হাসান

রাকিবুল ইসলাম

রাব্বি হাসান

শাহরুখ হাসান

সাইফুল্লাহ মানসুর

সাকিব আহমেদ

সাকিব হাসান

সজিদ হাসান

সাজ্জাদ হোসেন

সাদমান সাকিব

সাফা ইসলাম

সৈয়দ আজমির

সৈয়দ মিশকাতুর রহমান

সোহায়েল আহমেদ

তানভীর আহমেদ

থৈ ইংগা

নাহিদুল হক

আবু বকর

আল আমিন

মানুফুল ইসলাম

মিজানুর রহমান

মেহেদী হাসান

রাকিব চৌধুরী

শাহরিয়ার রহমান

হাসান

মোসতাদির রহমান

মহিউল ইসলাম

শাহরিয়ার

সাইদ আনোয়ার

সাজির বিন জাহির

সাজ্জাদ হাবিব

সাব্বির হোসেন

সুদীপ মন্ডল

Julkar Nine Arabi

Mashoor Faiyal

Md. Ariful Islam

Md. Jakaria Hossain

Md. Owaliullah Khan Ovi

Md. Tanvir Hossen

Mohammad Mushfiqur Rahman Joy

Mohammad Rahat Hossain

Mohammaed Faizullah

Muhtasin Sian

SK. Md. Farhanul Islam

SK. Tashrik Tahrim

যাকে আমরা হারিয়েছি

ফরিদা ইয়াসমিন ২৩-০৫-১৯৯৬ তারিখে অত্র প্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯-০৯-২০১৭ তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যু কালে তিনি স্বামী ও দুই সন্তান রেখে গেছেন। তার অকাল প্রয়াণে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা -কর্মচারী, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যমন্ডলী গভীরভাবে শোকাহত। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন- আমিন।